দিগ্-দিগন্ত

মুহম্মদ আবদুস সামাদ

দিগ্ দিগন্ত

মুহঃ আব্দুস সামাদ

www.pathagar.com

দিগ্-দিগন্ত

মুহম্মদ আব্দুস সামাদ

DIG-DIGANTA

MUHAMMAD ABDUS SAMAD

প্রথম প্রকাশ
৮ ফাল্গুন,
১৩৯০

প্রকাশক :
মোসাম্মাৎ জমিলা বেগম
নুরমানযিল, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত ও সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : এম, এ. কাইয়ুম

মুদ্রণ :
সকাল মুদ্রায়ন
বিসিক, শিল্পনগরী
রাজশাহী

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁদের প্রেরণায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত স্পন্দিত, যাঁদের অনুপ্রেরণা আমার জীবনের চিন্তা ও চেতনার পাথেয়, সেই পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

লেখক—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা

আমার এই বই খানির লিখিত কাল বলতে গেলে ভারত বিভাগের পর হইতেই কিন্তু এ দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থিতীশিলতার অভাবে যে অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল তাতে এ দেশে স্বাধীনতার রূপরেখায় কোন সামাজিক জীবন গড়ে উড়তে পারেনি, যেমনটি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ জীবনী স্বত্বার কোন উন্মেষ সাধন করতে পারিনি অতীতে ইংরেজ শাসনের কালে, তেমনি আমরা পরেও আমাদের এ দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিকেও আপন গতিপথে প্রবাহিত করতে পারিনি। ফলে এদেশের সমাজ জীবনে যে সমস্ত অশুভ চিন্তা ও চেতনার প্রভাব পড়েছে সময়ের আবর্তে, যে মন ও মানসিকতার জন্ম নিয়েছে যে আচার আচরণের ছায়া পড়েছে আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতীক ও সামাজিক জীবনে তারই খণ্ড বৃতান্ত এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। শাহী শাসন ও সুলতানী আমল অতিক্রম করে ১৭৫৭ সালের যে বাংলার ইতিহাস, তার প্রকার ভেদ হয়েছে বলা চলে কিন্তু সাতচল্লিশের স্বাধিনতা অতিক্রম করেও সে বঞ্চনার ইতিহাস থেমে থাকেনি।

ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ বিভক্ত হলেও বাংলাদেশের নামের পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়েছিল কেন? তার মর্ম্ম সেদিন অবোধ্য ছিল। স্বাভাবিক কারণেই একটা দেশ ভাগ হলে তার প্রধান সংখ্যা গরিষ্ট ভূখণ্ডের নামানুসারেই পরিচয় হয় কিন্তু এ দেশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্বেও বাংলাদেশ নামটা হারিয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানী প্রধানদের খেয়ালে যার বিরুপ বহি প্রকাশ

www.pathagar.com

ঘটেছিল বায়ান্নোর রক্তঝরা আন্দোলনে। দেশের নামের পরেই এসেছিল বাংলা ভাষার উপর আঘাত যেটা উর্দ্দুর মাধ্যমে পরিত্যাক্ত হলে এদেশ ও মানুষের পরিচয় অন্য খাতে প্রবাহিত হইত নিঃসন্দেহে। এটা সম্ভব হয়নি কারণ এদেশের তরুণেরা এ পথ রোধ করতে সংগ্রামে নেমেছিল বলেই বায়ান্ন সালের ইতিহাস এসেছিল। তাই কালের গতিধারায় আমাদের প্রতান্ত্রিত হবার পথ সেদিনও বন্দ হয়নি, এসেছে বিপ্লব, এসেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এসেছে একাত্তরের মরণপর লড়াই। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে যে ইতিহাস ১৯৫৭ তে শুরু তার শেষ একাত্তরে হয়েছিল বলে মনে করাটা একেবারেই অবাস্তব। তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আমাদের জীবনে যে আশা আকাঙ্খা, প্রত্যয় প্রত্যাশা, ঘাত সংঘাতের যে পরিণাম পরিনতি ঘটেছে তারই বিস্তৃত অঙ্কন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে কোথাও তৎ-কালীন পাকিস্তানের পটভূমিকার অবতারনা করতে হয়েছে সেটা ইতি-হাসের নীতি মালাকে রক্ষা করার প্রশ্নেই মাত্র অন্য কোন কারণে নয়।

ইতিহাস নির্মম সত্য যার উপর কোন কাল্পনীক ঘটনার প্রলেপ চলেনা তাই ইতিহাসকে নির্ম্মম হলেও অবাঞ্ছিত বলা চলেনা। চরম সত্যকে স্বীকার করতে বা প্রকাশ করতে যদি কারও চিন্তা ও চেতনায় আঘাত লাগে তার জন্য সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ ইতিহাস চির সত্য ও ভাস্বর তাকে খণ্ডিত করার অধিকার কোন লেখকের আছে বলে মনে করিনা।

আমার আলোচনা কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তুর উপর সীমাবদ্ধ নয়, এটা অতীত ও বর্তমানের বিস্তৃত অঙ্গন নিয়ে, দিগ দিগন্ত নিয়ে প্রসারিত বলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা ক্ষমা সুন্দর মুক্ত মন নিয়ে আমাকে বিচার করলে ধন্য হবো।

আগেই বলেছি এ বইটির আলোচনা ও রচনা এ যুগের উর্দ্ধকাল নিয়ে যদে অনেক কথা, অনেক ঘটনা বা উল্লেখ উপমা হয়ত বর্তমান

www.pathagar.com

কালের বাস্তব চিন্তামুখী নাও হতে পারে সেজন্য যতটুকু অক্ষমতা সেটা আমারই প্রাপ্য।

দেশের সাহিত্য, ভাষা ও কৃষ্টির উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভাষার সংলাপ প্রয়োগ হয়ত সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে তবে ভাষার পরিবর্তন বিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কোন ক্ষেত্রে অবধারিত ভাবে এগুলী এসে গেছে, সেই হেতু এ ত্রুটিকে সেই দৃষ্টিকোন হতে বিচার করলেই সুখী হবো।

আলোচনার বিষয়বস্তু প্রসারিত বলে আমাকে অনেক লেখক ও পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়েছে যাদের কাছে আমি সত্যই ঋণী, এছাড়া অনেক বন্ধু হিতৈষী, লেখক খ্যাত প্রখ্যাত গবেষক আমাকে উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের জন্য মামুলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ছোট করতে চাইনা তাদের এ অবদানকে এ প্রবন্ধের প্রাণ ও প্রাচুর্য্যে ভরে রাখতে চাই—যার মধ্যে আমার পরম হিতৈষী বন্ধু কবি বন্দে আলী মিয়ার প্রেরণা ছিল অফুরন্ত, তিনি বেঁচে থাকলে আজ সব চাইতে সুখী হতেম এটা নিশ্চিত সত্য।

ইতিহাসের গতি ধারায়, সময়ের ধারাবাহিকতায় অতীতের অনেক ঘটনা, রচনা প্রবন্ধকারের উক্তি যা, একালে হয়ত অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে, স্পর্শকাতর মনে হবে কিন্তু ইতিহাসের ধারকে অম্লান রাখতেই এই কথাগুলির অবতারণা করতে হয়েছে অন্য কোন কারণে নয়।

সময়ের বিবর্তনে কোম্পানী শাসনের ভেদনীতির প্রভাবে বাংগালী-দের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক জীবনে যে ছায়া পড়েছে তাতেই আমাদের সমাজ, জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি, সাহিত্য আচার আচরণ হয়েছে পীড়িত পথভ্রষ্ট। সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্ম্ম বিরোধী মনোভাব ও অপরাধ প্রবনতার জন্ম হয়েছে সেটা ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি—।

www.pathagar.com

দেশে রাজনৈতীক অস্থিরতা অনেক বাধা, প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকুলতা কাটিয়ে আজকে এই বইটি মহান একুশের স্মৃতির সম্মানের মহান দিনে প্রকাশ করার যে উৎসাহ, সেটা দিয়েছেন রাজশাহীর বর্তমান জেলা প্রশাসক সুসাহিত্যিক জনাব এ, কে, এম আব্দুস সালাম যাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই বই প্রকাশনার জন্য যারা আমাকে সহযোগীতা ছাড়াও অপরিসীম শ্রম দান করেছেন তাদের মধ্যে রাজশাহী বার্তার বিশেষ প্রতিনিধি এম, এ, করিম, চীফ রিপোটার শাহিন আহম্মদ ও সহযোগী মহাম্মদ আলমগীর, কানাইলাল দত্ত, আকমল হোসেন, ইন্দিরা শাহর নাম উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে, তাঁদের কেও আন্তরিকভাবে স্নেহসিক্ত প্রাণের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্নেহ প্রতীম আবুল হোসেন মালেককে যার একান্ত চেষ্টা না থাকলে বই এত শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হতোনা। এছাড়াও অনেক হিতৈষী বন্ধু যেমন তসিকুল ইসলাম (রাজা) ও শুভাকাঙ্খী আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সবার জন্য রইল আমার অন্তরের ধন্যবাদ। বিশেষ করে অকৃত্রিম হিতৈষী আলহাজ আব্দুল সামাদ সাহেবের সহযোগীতা আমাকে বেশী অনুপ্রাণীত করছে স্নেহ প্রতীম পচা মিয়াকেও ধন্যবাদ। বইটা দীর্ঘকাল পরে, অতিদ্রুত প্রকাশনার জন্য অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি প্রমাদ রয়ে গেল যার জন্য একান্তভাবে পাঠক পাঠিকাগণের সহৃদয় ক্ষমা আশা করছি। বারান্তরে এ বইকে ত্রুটি বিহীন হিসাবে প্রকাশ করার "ইচ্ছা নিয়েই সকলের দোয়া কামনা করছি। যদি বই খানিকে সহৃদয় পাঠক ভাই বোনেরা সহানুভুতি দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই আমি শ্রমকে স্বার্থক বলে মনে কোরব। ইতি —

আব্দুস সামাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

www.pathagar.com

দিগ দিগন্ত

আদিকালের সৃষ্টি এই পৃথিবী, এরও ইতিহাস আছে, আজকের এযুগ সেই ইতিহাস বহন করে আসছে। আজকের এ যুগের কথা ও ইতিহাস হয়ত লিখা পড়বে শত বৎসর পরে।

এ যুগের মানুষকে তাই অতীতের ইতিহাস, কৃষ্টি সভ্যতাকে স্মরণ করেই গড়তে হবে ভবিষ্যতের সমাজ জাতীয় জীবন আরও কিছু।

আজকের আমাদের জীবন, জাতীয় চরিত্র কোন অলক্ষ্যগতি পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, কোন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতে আত্ম-প্রকাশ করছে, তার চিন্তা এখন হতেই করে রাখার প্রয়োজন মনে করি।

এ কালের সবচেয়ে বড় সেন্‌শেসন এদেশের রাজনীতি। পূর্বে রাজার রাজ্য নিয়ে তার শাসনগত মৌলিক নীতির সৃষ্টি করা হতো তাকেই বলা হ'ত রাজনীতি। তার সাথে কোন ব্যক্তিত্বের বা কোন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় বিশেষের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকত না। কথাটি আজও চলে আসছে মাথা না থেকে মাথা ব্যথার মত। তাই আজ দেশে সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকলেও রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি মাথা ব্যথার মতই চলে আসছে।

সমাজ জীবনে সকলেরই কোন না কোন দায়িত্ব, লক্ষ্য বা গতি পথের নির্দেশ আছে। ডাক্তার ডাক্তারী করবে, আইনজীবী তার পেশায়. মাষ্টার তার দায়িত্বে ও ছাত্রেরা করবে তাদের কর্তব্য পালন, এর ব্যতিক্রমে কোন সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আজ এদেশের জাতীয় চরিত্র এর পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাই এদেশের সকলেই শকুনের গরু টানার মত রাজনীতি নিয়ে হুড়াহুড়ি করে। ঘরে খাবার

www.pathagar.com

না থাকলেও অনেকেই নেতৃত্ব বিলাসী হয়ে রাজনীতির দিক্ পাল হতে ভালবাসেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে ধর্মীয় — সমাজপতি পীর ছাহেবানরাও আজ এ পথে ভীড় জমিয়েছেন।

সভ্য দেশে রাজনীতি করে রাষ্ট্রনায়করা সুষ্ঠু রাষ্ট্র জীবন গড়ে তোলেন, দেশকে উন্নত করেন আর এ দেশের দিক্ পালরা, রাষ্ট্র-নায়করা লালসা—লিপ্ত রাজনীতি করে দেশকে করেন বিপন্ন ও দশজনকে করেন বিভ্রান্ত পথ ভ্রষ্ট। অন্য দেশে নিরাশক্ত শিক্ষার্থীরা আপন কৃতিত্ব নিয়ে ভবিষ্যতের নায়ক রূপে গড়ে ওঠে। আর দেশে কৃতিমান শিক্ষার্থীরা, শিক্ষা ছেড়ে করে রাজনীতি, শিখে শ্লোগান, নিজদের প্রতিভাকে ধ্বংস করে নিজেরাই মরে ; আর যারা এর পরও বাঁচে তালি দেওয়া কাপড়ের মতই পঙ্গু হয়েই বাঁচে।

শিক্ষার পূর্ণ মর্যাদা ও গৌরব যুবক সমাজ উপলব্ধি করতে পারেনা; প্রতি পদক্ষেপে আসে বাধা, মনে জাগে তিক্ততা, স্তিমিত হ'য়ে আসে শিক্ষার উপর অনুরাগ, এই ভাবে গোটা ছাত্র সমাজ উৎসাহ হীন হ'য়ে পড়ে। ছাত্রের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব শুধু শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করে সমাজ পতিরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে, এ সক্রামক ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

মরহুম কায়দে আযম, লিয়াকত আলীর প্রতিভা নিয়ে গোটা পাকিস্তানে এককালে সমদর লাভ করলেও করেছে কিন্তু অনাগত ভবিষ্যত ছিল অজানা। তাই সে দেশের এ রত্নতরী কোন জলদস্যুর কবলে পড়বে তার চিন্তা আগে হতেই করে রাখতে হতো। যার অভাব ছিল বলেই পাকিস্তানের পরিণতি, ইতিহাসে মসিলিপ্ত, অবাঞ্ছিত বলেই প্রমানিত হয়েছে।

আজকের ছাত্র সমাজ আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যত। আজকে আমরা যাদের বোম্বেটে, দস্যু বা উৎশৃঙ্খল বলে ভৎসনা করি, আগামী দিনের তারাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাইরন গ্যেটে, ইকবাল হতে

www.pathagar.com

পারে একথা কে অস্বীকার করতে পারে ? এই ছাত্র শক্তির ঝাণ্ডা হাতে ধরে, তাদের পরিপুর্ন জ্ঞান বিকাসের সুযোগ দিবার একমাত্র দায়িত্ব রাষ্ট্রের কত প্রতিভাবান ছাত্র শক্তি দারিদ্র্যের কঠোর সংঘাতে নিস্পেষিত হয়ে, অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কত শক্তিশালী প্রতিভা জলোচ্ছাসের মুখেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার প্রতিরোধ করার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশে ষের নহে, এ দায়িত্ব সমাষ্টি গত ভাবে রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। রাষ্ট্রের সম্পদকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব যদি, রাষ্ট্রেরই হয় তবে এ রত্ন সম্পদকে গড়ে তোলা বা রক্ষা করার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

আজ রাষ্ট্রশক্তিকে গোটা ছাত্র শক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে নিজদের প্রয়োজনে এদের শিক্ষিত করে গড়েতুলতে হবে তবেই ভবিষ্যত রাষ্ট্র শাসনে আমেরিকা, জাপান, জেনেভা, মস্কো হতে কোনপারদর্শী ধার করে আনতে হবেনা। বিদেশী দান বদের নেশার সাথে আমরা যে দক্ষিনা পেয়েছি সেটা অনেকে অনেক কথা বললেও আমি বলি রাজনীতি পেশা। এটা মদের নেশার চাইতেও উগ্র, এতে মাদকতা না থাকলেও মোহ আছে। সে মোহে আকর্ষনের চেয়ে আসক্তি বেশী।

ঘাড় ধরলে মাথা আসার মতই আমাদের রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলতে ভেদনীতি বোঝায় এবং তা বোধ হয় খোদার মসজিদের চেয়ে ফকীরের দরগার কেরামতির মতই বেশী বুঝায়। ত ই এ দেশে মাথা পিছু একটা করে ক্লাব বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ; এখানে এমন কোন স্থানই নেই যেখানে নেতা থাকেন পাঁচজন অথচ কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এ যেন হিন্দুদের বেনারসী বা ক শ্মীর মন্দির, মুছলমানদের ঢাকা ও চট্টগ্রামের মস্‌জিদের মতই সর্বত্র বিরাজমান।

যুদ্ধে পলাতক বীর সেনাপতির লুণ্ঠিত অর্থে বিবির গামের অলঙ্কারের মতই এর অধিকাংশই সরকারী রিলিফের অর্থে পুষ্ট কোন

www.pathagar.com

না কোন ব্যক্তির সৌজন্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এর সবগুলই জন কল্যান প্রতিষ্ঠান কিন্তু যে নেতৃত্বের এরা ধারক ও বাহক তাদের পতনে এদেরও কর্মজীবনের অবসান হয়ে আসে। এদের সমাজ কর্মীরা নিরাস আধাঁরে চোখ বুঁজে অকুল পাথারে সাঁতার কাটতে থাকে। এর জন্য একমাত্র দায়ী অপরিণাম দর্শী নেতৃ সমাজ ; নিজেরা পথ ভ্রষ্ট আর জনতাও দায়ী তাদের নেতা নির্বাচনের ভুল দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য যে কষ্ঠি পাথরে নেতাকে যাঁচাই করা হয়ে থাকে আদিতে সেটাই ভুল। সেই জন্য সুদের অঙ্কের মতই নেতাদের সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে। কৃপন মহাজনের খাতায় দশ টাকার ধারে বিশ টাকা সুদের অঙ্কের মত এদেশের নেতাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে হয়ত কোন দিন নেতাদের দাপটে জনতাই আর্তনাদ করে উঠবে।

নির্বাচনের পরেই নেতাদের দলত্যাগের কাহিনী এ দেশে আরও বৈচিত্র। এরা প্রয়োজনে দল গঠন করেন, বিনা প্রয়োজনে দলত্যগ করেন। বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে এরা অদ্বিতীয়, এক হাটে এরা রাষ্ট্র প্রধানদের বংশনিপাত করেন, আবার পরের হাটেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ন্যায় ও নীতির আদর্শ তুলে ধরেন। তাই বলছিলাম এ বহু রূপী নেতৃত্বের গোড়ায় গলদ। আমরা সোনা বলে মেকী কিনে থাকি। যে আগুনে সোনা পোড়ানো হয় তার ছাইয়ের দামই আমাদের কাছে সোনার চেয়ে বেশী। তাই এদেশে ছাই পর্য্যন্ত সোনার দামে বিক্রয় হয়ে যায়। সোনার ধর্ম সোনা, সে পুড়ে তবেই খাঁটি হবে। আগুন তাকে দাহ করবে। এর তৃতীয় সম্পদ সেটা ছাই। তাকে না বলা যায় সোনা না বলা হয় আগুন অথচ ভুল করে যদি সেটাই সোনা হয়ে বসে তবে যা হয়, আমরাও এখানে তাই নিয়ে গর্ব্ব করি। সততা ন্যায়, নিষ্ঠা চরিত্র, পরীক্ষার আগুনে পুড়ে এই গুনে গুনান্বিত হবেন তিনিই ত নেতা। আর যারা সোনার খাদ, ছাই এর অবশিষ্ট তারা

www.pathagar.com

শুধু ছাই-ই হবেন। তাই বলেছিলাম এ দেশে এমন যারা আগুনের অবশিষ্ট তাদের নিয়েই আমরা বেশী গর্ব করি।

ভরসা এইযে কোন সুদিনে আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যুতে নেতা ভাগ্যবানেরা ছাইটুকু গায়ে মেখে শশ্মানে মশানে ফিরতে পারেন। শিব ঠাকুরের গিন্নী সতী বিয়োগের বিলাপে বহু তীর্থ স্থানের জন্ম হয়েছিল। এখন বাকি শুধু দেশ প্রেমিকদের বিলাপে আল্লাহের আরশটা কবে ভেঙ্গে না পড়ে।

রাজা হরিশচন্দ্র সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে শশ্মানে যোগী সেজে ছিলেন। সম্রাট নাসির উদ্দীনের বেগম হাত পুড়িয়ে রান্না করতে অনুযোগ করলে সম্রাট বলেছিলেন, "মহিষী কার টাকায় দাসী রাখব? জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থে বিলাস করা খলিফার ধর্ম নয়।" কেউ বলবেন স্রেফ ননসেন্স এতে না আছে সেন্স আর না স্যাকরিফাইস। এটা একালের বাজারে একে বারেই কাউন্টার কিট কয়েন। এ যুগের রেওয়াজ অতি আধুনিক যাকে ষ্টার্ণ রিয়ালিটী বা বাস্তব সত্য বলাহয়। এখানে প্রতি পদক্ষেপে জীবন রক্ষার প্রশ্ন। এযুগের পাগলেরা নিজের ভালই বেশী বুঝেন। বাপের নাম রাখতে সবাই সমানে জেহাদ করেন। গরীবের পেটের চাল যোগাড় করতে অনেকের ঘরের চাল উড়ে যায় আবার কেউ বাড়ি শেষ হতেই একখানি হিলম্যান গাড়ীর বায়না দিয়ে বসেন। দিনে দিনে অর্থনীতির সমস্যা এভাবে প্রকট হয়ে উঠছে তার সাম্যের কোন সম্পর্ক নেই। যে সমাজের উচ্চ ও নিচের এরূপ আকাশ চুম্বী ভেদা ভেদ, সামঞ্জস্যহীন জীবনের মান, সেখানে গণতন্ত্রের মূল্য মেয়েদের সৌখিন কাঁচের চূড়ী, ছেলেদের ফুল তোলা রুমাল বা সৌখিন চিরুনীর চেয়ে বেশী নয়।

এ বাস্তব কথা, দিবা লোকের মতই সত্য এবং অতীতের কোন ইতিহাস, কৃষ্টি বা দেশাচারে এর কোন নজির নেই।

বাদশাহ হারুন-অর-রশিদের দরবার সভায় এক ছায়েল ফরিয়াদ

www.pathagar.com

করলো কিছু খয়রাত চাই, বাদশাহের হুকুমে কিছু মিললে ফকির অনুযোগ করল, খোদাবন্দ আপনার এ বিশাল বিত্ত সম্পদে আমার যে হক আছে আমি সেইটাই চাই—শুনেন নি প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। আধুনিক যুগের মানুষ বল্‌বেন এ নিদারুন প্রহসণ, দারুন প্রগল্‌ভতা, বাদশাহের সাথে রসিকতা অমার্জনীয়। খলিফা হেসে বলেছিলেন, উত্তম, কিন্তু আমার যা সম্পদ তা কোটি কোটি মুসলমান ভাইয়ের হাতে তুলে দিলে, তোমার এ অংশটুকুও আর মিলবেনা। ছায়েল কোন প্রতিবাদ না করে সন্তুষ্টচিত্তে বাদশাহের দান কবুল করেছিল। দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্মের নির্দেশ মেনে নিয়ে আল্লাহের শোক্‌র গোজার করেছিল, এটা সত্য যুগের কথা; তাই ধর্মের অনুশাসনে ফকীর আর বাদশাহের মধ্যে কোন উচ্চ নিচের প্রভেদ পার্থক্য আত্ম প্রকাশ করেনি।

আজ বাস্তব ক্ষেত্রে ন্যায় ও নীতির প্রয়োজনে ফকীরের ভিক্ষা মিলেনা, দরিদ্র্যের পেট আজ অনাহার ক্লিষ্ট চিরন্তন ভুখা থাকে। সে দিনের ছায়েল আজ বিদ্রোহ করে মাথা চাড়া দিয়েছে, পেটের ক্ষুধা মেটাতে রাহাজানি করে, সৌখিন বিত্তশালীদের প্রাসাদ লুট করে।

সে দিনের ত্যাগ ও আদর্শের বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন মহর্ষি মুন্‌সর, দারিদ্রের তাড়নায় রাত্রিতে অগোচরে চোর তারই শয়ন কক্ষে ছুরি করার প্রাক-কালে মহর্ষি তার হাত দু'টি ধরে ফেলে বলেছিলেন, ভাই তুমি আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে পাপের ঘৃন্য পথে পা বাড়িয়েছ, এ পথে তোমার মুক্তি নেই। চোর অনুতপ্ত হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল, মহর্ষি তাকে সান্তনা দিয়ে কিছু অর্থ তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন যাও সৎ পথে ব্যবসা করে খেও আর কাউকে এ কথা প্রকাশ করো না। সেদিন হতেই চোরের জীবনাদর্শের পরিবর্তন হয়ে-পরবর্তী কালে সে মহাসাধক হয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

অনেকেই বলবেন সে দিনের মত ঘটনা আজও ঘটে কিন্তু আজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দিনেও মানুষের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না কেন? এ বিংশ শতাব্দীর চরম সভ্যতার যুগে আমরা জ্ঞানী, গুণী মহা বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সে দিনের মত ত্যাগী, ধর্মকাতর বিরাট ব্যক্তিত্বের কোন আদর্শ জানা আছে কি? পরশ পাথরের স্পর্শে কলুষ মাটি এমন কি কাল লোহাও সোনা হওয়ার কথা শুনা আছে। তেমনি বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শে, ডাকু, লম্পট, চোর কতই না ইতর মানুষ আওলিয়া দরবেশ হয়ে গেছে ইতিহাসই তার সাক্ষী বহন করে। রত্নাকর ডাকাত ও মুনি বাল্মীকি নেজাম উদ্দিন আওলিয়ার জীবন কাহিনী গুলোই এর চরম দৃষ্টান্ত নয় কি?

মানুষে মানুষে ভেদ, উচ্চ-নীচু, অস্পৃশ্যতা মানুষের মধ্যে পশুত্বের আচরণ সৃষ্টি করে। একে অপরকে ঘৃণা করলে, সেই মানুষ তাকেও প্রতিহিংসায় ঈর্ষা করে, প্রয়োজন হলে খুন করে।

একই আকাশের নীচে, এক আল্লাহের বিধানে, একই প্রকৃতি সম্পদে লালিত মানুষের মধ্যে ধনীদের আত্মপ্রসাদ, গরীবের আর্তনাদ, জালেমের জুলুম, আর্তদের আহাজারী, নেতৃত্বের নেশা, ভুখাদের মিছিল দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে আনে ভয়ঙ্কর পরিনাম, আনে জাতীয় জীবনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু সনদ।

আমাদের দেশে যারা বড়, যারা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তারা শুধু গরীবকে অবহেলাই করেন না ঘৃণাও করেন। তাদের সামাজিক মানবেতর জীবনকে শুধু উপহাসই করেন না অমার্জিত শ্রেণী বলে বর্জনও করেন।

সে দিনের একটি ঘটনা হতেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা যায়। সে দিন শীতের সকাল, স্বর্ণঝরা সূর্যের কিরণের

www.pathagar.com

প্রতীক্ষায় দলে দলে ছেলে মেয়ে স্ত্রী-পুরুষ কলিকাতা মহানগরীর ফুটপাতে জটলা করছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে তখনও লোকাকীর্ন, কুলির দল পাগড়ি মাথায় সারিবদ্ধ হয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেছে— বাহিরে ত্রস্ত ব্যস্ত ফিটেন ও ট্যাক্সি ওয়ালারা নিজ নিজ স্থানে যাত্রীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। দূর দিগন্তের বুক ফেঁড়ে ছুটে এল বোম্বে মেল। দু দণ্ডের মধ্যেই তা স্বদর্পে অগণিত যাত্রী বহন করে শিয়ালদহ প্লাটফর্ম স্পর্শ করলো। মুহূর্তে উহার অগনিত গবাক্ষ দ্বার দিয়ে তার চেয়ে অধিক জনস্রোত নিমেষের মধ্যে প্লাটফর্মখানি জনাকীর্ণ করে দিল।

এদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মিঃ হরে কৃষ্ণ সান্যাল। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত তিনি আদিতেই সুপুরুষ, উন্নত বক্ষপুট, সু-উচ্চ দেহ ফিকে নিলাভীরঙ্গের গাবার্ডিনের পোষাকে আচ্ছাদিত. মাথায় গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের ফেল্ট হ্যাট। ডান ওষ্ঠের প্রান্তে একটি হ্যাভেনা চুরুট জ্বলছে কিনা জানা যায় না। তবে মাঝে মাঝে ধ্রুম্র শিখা বক্রাকারে এঁকে বেঁকে মাথার উপর তাল গোল পাকাচ্ছে। বাহিরে শিয়ালদহ ষ্টেশনের অমার্জিত পরিবেশ তাকে যে দারুন ভাবে পীড়া দিচ্ছিল এটা না বললেও বেশ বোঝা যায়। কারণ তিনি নিঃশব্দে তিন হাত জায়গার মধ্যেই অবিরাম পায়চারী করছিলেন! দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছেন। বিলাতের ট্রেড মার্ক যুক্ত পুলিন্দা, হোল্ডল ও অ্যাটাচি কেসের গায়ে বিলাতি কায়দায় বুক-ডন করার ভঙ্গিতে ইংরেজী হরফে লিখা মিঃ এইট, কে, সানিয়াল আই. সি. এস। মিঃ সানিয়ালের পোষাকে, পরিচ্ছদে এমন কি চাল চলনে বিলাতি সভ্যতার ছাপ। এদেশের অমার্জিত পরিবেশ লক্ষ্য করে কয়েকবার নাসিকা কুঞ্চিত করে উঠলেন। বাদলার জলীয় বাতাসের সোঁতো গন্ধে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলেন হরিবুল মোষ্ট ডার্টিলুক। বিলাতের হাইড পার্ক, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন সবগুলি

www.pathagar.com

এক সঙ্গে তার মনে ভেসে উঠলো তিনি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার সবদিকে চেয়ে নিয়ে ডাকলেন "কুলি, কুলি"।

এতক্ষনে যাত্রীদের মাল বহন করে কুলির দল বাহিরের শেডের নিচে বসে স্বদেশী পাতায় টান দিয়েছে। কাল পাগড়ী খুলে নিয়ে কেউ মাটিতে লম্বা হয়েছে কেউ শীতের ক্লান্তিকে দূর করবার জন্য —দূরে চায়ের দোকানের স্মরণাপন্ন হয়েছে। এ মধুর আহবান কারোও কর্ণে প্রবেশ করলোনা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল মিঃ সানিয়াল নিস্তেজ চুরুটের মুখে আর একবার দিয়াশলই জেলে হাঁক দিলেন কুলি এধার আও।

কোথা হতে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে হোলডল ও পুলিন্দাটা উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে চললো। মিঃ সানিয়াল একবার লম্বা ধুঁয়া ছেড়ে হ্যাট খানি বাম হাতের নোখের আগায় দু'একবার নাচিয়ে ডাকলেন "ট্যাক্সি" কতকগুলি ছ্যাকরা ফিটন দাঁড়িয়েছিল সমস্বরে বলে উঠলো আসুন স্যার আমার ফিটনে যাবেন, আমার ঘোড়া নাচবো। কেউ বললো—আসুনস্যার এটা আমার পঙ্খীরাজ ঘোড়া হাওয়ার আগে ছুটবো। মিঃ সানিয়াল একবার রোষের সাথে বলতে চেষ্টা করলেন "আনসিভিলাইজড" অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন "ইডিয়েট"। একজন অতি বিজ্ঞেরমত উত্তর দিল কি কন সাব ইলিয়ট রোড চিনুম না মানে চলেন না একটানে লইয়া গিয়া ফেলুম। মিঃ সানিয়াল নিঃশব্দে গাড়ি চেপে বসে বললেন "বালিগঞ্জ"। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ কুলিটা কোথায় হারিয়েছে তিনি একবার দেখে নিয়ে বললেন কুলি মিসিং, "দে আর চিটস।" বাড়িতে মিঃ সানিয়ালের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠলো। বর্ষায় ভেসে আসা পানার মত গ্রাম থেকে বস্তি থেকে দলে দলে লোক ভেসে আসতে লাগলো। কি নোংরা, বিদঘুটে চেহারা অবিন্যস্ত চুল রাশি। মিঃ সানিয়ালকে চিড়িয়া খানায় রাখলেও হয়তো তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন না। একই রকম কথা। একই প্রশ্ন এবং

www.pathagar.com

এক ঘেয়ে জীবনের তাল বেতাল কথায় তিনি অতিষ্ট হয়ে উঠলেন তবুও যেন একটু করুণা একটু মমত্ববোধ আজও তার মন হতে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তিনি আর্দ্র কণ্ঠে শুধু বলতে চেষ্টা করলেন এরাই Bengal peasants life, What a pitty.

ধীরে ধীরে প্রখর সূর্যরশ্মি তাল খেঁজুরের মাথায় বিদায় কালীন লাল আভা ছেড়ে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল মিঃ সানিয়াল এবারে সত্যই প্রগাঢ় বিস্ময়ে, উর্দ্ধে চেয়ে রইলেন; মনে হল অতীতের অনেক কিছুই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও তিনি কিছু খুঁজছেন।

বিলাতের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় তার মনের চিন্তায় ও ভাব ধারায় যে আবছা ও অস্পষ্ট ছোঁয়া লেগেছিল আজ তা যেন মুক্ত আকাশের রঙিন সূর্যের পরশ পেয়ে মুখর হয়ে উঠলো। তিনি স্বগতঃ বললেন, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে।" ঠিক এমনি সময়ে ভিড় ঠেলে, শ্বেত পক্ক কেশ, পায়ে বিদ্যাসাগর চটি, কপালময় চন্দন তিলক, বুকও পিঠ জুড়ে একটি সূক্ষ্ম পৈতা বন্ধনী, এক বৃদ্ধ সামনে এগিয়ে আসলেন। সকলেই পথ ছেড়ে দিল। গ্রামের সমাজপতি ব্রাহ্মণ ভবানী ভট্টাচার্য মহাশয়। সকলেই সমীহ করে ভবানী মাস্টার বলে ডাকেন। মিঃ সানিয়াল এবারে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

বাল্য জীবনে তিনি নাকি একবার ভিক্টোরিয়া মনুমেন্ট হতে লাফিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তখন ও তিনি এতটা বিচলিত হন নাই। তিনি অস্ফুট বলে উঠলেন, "আপনাকে আমি যেন দেখেছি।"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেনঃ "বাবা গোবিন্দ বাড়ী পাঠশালায় আমিই তোমার মুখের কথা ফুটিয়েছি, আজ তোমার জীবন প্রতিষ্ঠার শুভ-দিনে, এর গৌরব আমারই বেশী।" মিঃ সানিয়াল আর একবার বলতে চেষ্টা করলেন তবে শিয়ালদহ ষ্টেশনে? বৃদ্ধ কথার মাঝ খানে বলে উঠলেন, থাক থাক ওটা এমন কিছু নয়, তুমি কুলি না

www.pathagar.com

পেয়ে বিপদগ্রস্থ হয়েছিলে আমিই না হয় তোমাকে একটু সাহায্য করেছি তাতে কি হয়েছে, ভাল আছতো বাবা? মিঃ সানিয়ালের আত্মাভিমানে প্রথম আঘাত লাগলো, অহমিকার পথে আসলো প্রথম পরাজয়। তিনি একটু সংযত হয়ে অস্ফুটে বললেন What a pitty এইত আমাদের আধুনিক সমাজ জীবনের অতি আধুনিক চিত্র, এর বাইরের চাকচিক্য কারুকার্য যতই সুন্দর করে গড়া হচ্ছে এর ভিতরের প্রাণটি ততই মৃত্যুকল্প হয়ে পড়ছে। এরা প্রত্যেকেই বিদেশের চালচলন, শিক্ষাও সামাজিকতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, এদের মেকআপ, ফরমেশন সবটাই ওদেশের রুচি ও রেওয়াজ মাফিক বলে এরা এদেশে অবাঞ্ছিত। এদেশের চালচলনকে এরা করে ঘৃনা, মানুষকে ভাবে করুনার ধন, দেশাচার ও সামাজিক জীবন ধারাকে উপহাস করে বলেন Back dated traditions in a liquidated Society এই শিক্ষা নিয়ে আমরা আকাশ চুম্বী গর্ব্ব করি। আবার এরাই গরীবের ভাল মন্দের সুখ দুঃখের খবরদারী করেন। জন-সাধারণ এদের আভিজাত্যকে মনে মনে ঘৃনা করে, প্রকাশ্যে ভয় করে চলে। একই প্রাচুর্য্য ও পরিবেশের মধ্যে এরা মানুষ হলেও একে অপরের গা' ঘেঁসেনা, এক ঘাটে স্নান করেনা, এক আসরে বসেনা বা এক সারিতে খায়না।

যে দেশের নেতা অপরিনামদর্শী, রাজ কর্মচারী আত্মাভিমানী সে দেশকে বাংলার প্রবাদ কথায় মগের দেশ বলা হয়না কেন এটাই প্রশ্ন। মগেরা বাংলা লুট করেছিল, পথে ঘাটে লুটতরাজ করে দেশে এনেছিল মহা আতঙ্ক, শাসনতন্ত্র বানচাল করে তুলেছিল বলে দেশের চিন্তাবিদ পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছিলেন মগেরমল্লুক। কিন্তু যেখানে মগ না এসে কিছু ঠগের দল ওজারতি করার নামে তেজারতি করে চলেন, শাসনের নামে শোষন করে থাকেন, আইনকে বাধ্যতামূলক

www.pathagar.com

না করে বাতিক মাফিক করে থাকেন তাকে ঠগের মল্লিক বলা যাবে কিনা অনাগত ভবিষ্যতই তার রায় দিবে।

এদেশের জাতীয় জীবন কোন আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, কোন নীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে এরা অবলম্বন করতে চায় সেটা সমষ্টিগত ভাবেই চিন্তা করতে হবে। স্বভাবে ক্রীশ্চিয়ান, বিশ্বাসে মার্কিন হলেও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে আজও আরবীয় আদর্শের ঘ্রাণ মেলে। বিশ্ব জোড়া জাতি সম্প্রদায় নিয়ে চলতে হয় বলেই এদেশের নেতারা কোন এক বিশেষ আদর্শ মেনে নিতে চায়না। কাঁচের গ্লাসে লাল পানীয় ঢেলে দিয়ে যে রংটা প্রতিফলিত হয় সেটা আধারের না পানীয় দ্রব্যের তা যেমন সুষ্ঠু করে বলা যায় না তেমনি এদেশের নেতাদের চরিত্রে যে কয়টি আদর্শ প্রতিভাত হয়ে উঠে তার কোনটি বিলেতী, মার্কিন, জেনেভা এমন কি দিল্লীর রেওয়াজ তা বলা আরও সুকঠিন।

দশটা জাতি একই টেবিলে একই খানা খেয়ে পথে জনস্রোতে মিশে যায়। দেহ জুড়ে একই পোষাক পরিচ্ছদের সমাবেশ, পরিচয়ের একমাত্র সূত্র সাগর পারের ভাষা, কিছুই বুঝবার উপায় নেই কে কোন জাতি? নিজকে প্রচ্ছন্ন রেখে, আপন জাতিত্বের গলাটিপে নিজকে সাহেব নামের মোহের পিছনে টেনে নেবার অদম্য উৎসাহ আজ কম বেশী সবারই প্রাণে।

হোটেল, শাহবাগ, ফ্রেস্কো, হোটেল মাউন্ট এভারেষ্ট সিনেমায় রেষ্টুরেন্টে এ রোগের জীবাণু সংক্রামিত হয়েই চলেছে, কবে শ্রেণী ধর্মের সমাধি হয়ে যাবে কে বলতে পারে?

তবে সুখের কথা এই যে এ বিষয়ে মেয়েদের চাইতে পুরুষেরা বেশী কাপুরুষ। পলাশীর আম্রকাননে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পরেই সেই বাঙ্গালীকে যে আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়েছিল সেটা মুসলমানের টুপী হলে হিন্দুদের টিকি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুদক্ষ

www.pathagar.com

ইংরেজ জানত ১৮৫৭ সালের রক্তক্ষয়ী সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, বাঙ্গালী তার সবকিছুর বিনিময়ে ধর্মকে নিস্কলুষ রাখতে যে পর্বত প্রমাণ দৃঢ় একথা তারা ভুলতে পারেনি। তাই দেশ হতে এ জাতি চলে যাওয়ার ইতিহাস আছে উদ্দেশ্যও ছিল। দেশ রক্ষা করার জন্য ছিল সিপাহী যারা যুদ্ধ করেছে, শক্তি দিয়েছে, জীবনও দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের আদর্শ অব্যাহত রাখার প্রাক্কালে তাহাকে রক্ষা করবার জন্য কারোও ছিলনা বিন্দুমাত্র উৎসাহ। পুরুষ পরাজয়ের গ্লানি এনেছে, মীরজাফর জাতীয় মহাশক্তি আদর্শকে করেছে কলুষিত।

সিরাজ স্বাধীনতা হারিয়েছে।

মীরজাফর হারিয়েছে জাতীয় কৃষ্টি, লুৎফা কেঁদেছে. আলেয়া দিয়েছে প্রতিরোধ, তাই বলছিলাম এ পথে পুরুষেরাই বেশী কাপুরুষ, তারা জাতীয় পোষাক যত তাড়াতাড়ি "টাই" পরে বদলিয়েছে, মেয়েরা, অতি শীঘ্র শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি বলদায় নাই। তাই আজও যা বাঙ্গালী মেয়ের অমার্জিত ট্রেডিশন ছিল তা পল্লী মেয়েদের ঘরে বাসা বেধে আছে যাকে উপহাস করে আজও বলা হয় Back dated tradition in a vernecular wife.

বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে একমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তিই এই যুগে সৃষ্টি জগতে বিপ্লব এনেছে এবং একে কেন্দ্র করেই অনেক প্রাকৃতিক স্বভাবেরও বিবর্তন পরিবর্তন হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু একটা বিরাট জাতীয় জীবনের আদর্শের পতন ও নুতন ভাবধারার প্রবর্তন কি করে আসতে পারে, তারা এ চিন্তা কখনও করেন নি। কারণ অনেক কিছু থাকলেও এটা সুনিশ্চিত যে এ যুগের প্রগতি প্রভাব ও তার চাপ এত বেশী যে চিন্তাবিদরা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার চেয়ে উদাসীন হয়েছেন বেশী।

এই সমাজের অধঃগতির বিড়ম্বিত ঘটনাগুলির ইতিহাস লিখা

www.pathagar.com

পড়বে পঞ্চাশ বৎসর পরে। যেদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও বিকল্প ইতিহাস কাল্পনিক অন্ধকূপ হত্যার মতই শাখা প্রশাখায় আত্মপ্রকাশ করবে।

বর্তমানের আধুনিকতম সংস্করণে যাদের চরিত্র গঠিত তাদেরকে সেদিনের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করলে যেমন হতাশ হতে হবে তেমনি বর্তমানের কষ্টিপাথরে অতীতের ইতিহাসকে বিচার করলে তাকে অবাস্তব ও খাপছাড়া মনে হবে।

আবার নেতা আধুনিক হলেও, এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতা পুরাতন দেশাচার ও অতীতের সমাজ ব্যবস্থাকেই বেশী ভালবাসে। তারা বর্তমানকে স্বীকার করলেও অতীতকে অবিশ্বাস করে না - তাই প্রগতিশীল নেতা আধুনিক সমাজে যতই নতুন প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সাজাতে চেষ্টা করেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা ততই পুরাতন সমাজের বুনিয়াদকে আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেন। জনতা নেতার আদর্শে বিশ্বাসী না হয়ে তাকে নেতৃত্ব দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আবার নেতারাও জনতার উপর তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন, তারা পকেটমারকে ভয় করে, চোরকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাই দেশে দুর্ভিক্ষ আসার পূর্বেই মহামারী দেখা দেয়।

বহুদিন হতে একটা কথা চলে আসছে যাকে বাংলা তর্জ্জমা করলে বলা হয় মাথা ভারীশাসন ব্যবস্থা। কিন্তু একথা শিল্পীকে আজ জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই যে দেশে মোটেই মাথা নেই অথচ শাসন ব্যবস্থায় বেড়া জাল আছে তাকে ঠিক কি বলা হবে?

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ড রূপে" মান দণ্ডকে রাজদণ্ডে রূপায়িত হবে দেখে কবি ব্যাকুল হয়েছেন কিন্তু রাজদণ্ডকে মানদণ্ডে আবার রূপায়িত হতে দেখলে কবি কোন কাব্য লিখতেন তা আজ বলবার উপায় নেই।

www.pathagar.com

গোটা সমাজ দেহ রাজনৈতিক খোলসের আবরণে ঢাকা। মাথা, পেট ও পা এর সমাজ ব্যবস্থার তিনটি বিভাগ বলা যেতে পারে। মস্তিস্ক উর্বর চিন্তা করবে পা, শরীর দেহ বহন করবে, পেট উভয় বিভাগের যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য গ্রহন করবে, বিনিময়ে শক্তি যোগাবে এর ব্যতিক্রমে পা যদি না চলে চিন্তায় বসে যায়, মাথা না চিন্তা করে মাটিতে ঠুকে মরতে চায় আর উদর যদি অনশন করে সকলকে কাতর করে তুলে তবে শরীর তার কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়বে।

এদেশের সমাজ জীবনে ও এ রোগের লক্ষন দেখা দিয়েছে। এই একই মাত্র কারণে, এদেশের ধান, চাউলের এমন কি তেল লবনের অভাব আসে কিন্তু কোন সময়েই নেতার অভাব হয়না। যিনি সুষ্ঠু রাষ্ট্রনীতি করেন তারও সমালোচনা করতে কেউ ছাড়েনা। পথে পথে মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে বাড়ি ফিরে আর দশ জনকে মিছিলের কারণ জিজ্ঞাসা করে। এরাই এদেশের রাজনীতি করে বেশী, মিছিলে ফেষ্টুন বয়ে চলে, শ্লোগানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আবার সুযোগ পেলে নেতার গলায় ফুলের মালা নিয়েও হরি-লুট করতে ছাড়েনা। তাই বলছিলাম এটাই এদেশের রাজনীতির আদর্শ। এতে না আছে আবেগ না আছে অনুভূতি শুধু মাত্র হুযুগের মিথ্যা আবরনে সবটাই প্রচ্ছন্ন।

এর আর একটা কারন, যে যেটা বুঝে সেটা করতে চায়না, যেটা সামান্য বুঝে তার কিছুটা করে। আর যার কিছুই বুঝেনা সেটা পুরাদস্তর করে। এদেশের রাজনীতিতে সুষ্ঠুজ্ঞান দান করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট হলে ভালো ছিল।

দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা আনতে হলেই রাজনীতির প্রয়োজন আগে এবং তা স্থিতিশীলতার কারনেই বেশী প্রয়োজন হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

এদেশের রাজনীতির রূপ ও গঠন স্বতন্ত্র। এটা দল বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্যই পর পর ভেঙ্গে গড়া হয়। এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজনীতিতে দেশের বা দশের কোন গনতান্ত্রিক অধিকার থাকেনা নিয়ম ও শৃঙ্খলার আদর্শ স্বেচ্ছা চারিতার প্রভাবে কর্পূরের মত উড়ে যায়।

গনতন্ত্র অর্থ নাগরিক জীবনে সম অধিকার বুঝায়; এতে স্বেচ্ছা তন্ত্রের কোন অবকাশ থাকলে সেটা চাঁদে কলঙ্কের মত শুধু কথায় না হয়ে এটা নাগরিক জীবনকেও কলঙ্কিত করে তোলে। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বোধ গনতন্ত্রের বুনিয়াদী কাঠামো, এই আদর্শকে মূলনীতি হিসাবে মেনে নিতে হলে আধুনিক সমাজের কিছুটা অবাস্তব বলে মনে হবে।

জীবন যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন, নিজের জীবন ধারনের সমস্যাই আজ প্রতিটি মানুষের সমস্যা, নিজকে নিয়েই সকলে বিব্রত থাকে। অপরকে বিড়ম্বিত করেও নিজের সুবিধা আদায় করতে সকলেই তৎপর। এক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার মূল্য দিতে গেলে প্রাণে মরার ভয়। তাই সমস্যা বহুল জীবন নদীতে সকলেই সাঁতার কেটেই চলে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে দেশের কোটি কোটি প্রাণী না খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বিত্তবানরা খেয়েছে। মুনাফার লোভে অপরের মুখের আহার গুদাম জাত করে রেখেছে পথে ঘাটে যারা মরেছে তাদেরকে পায়ে মাড়িয়ে জীবনকে চরিতার্থ করেছে। আজকে এদেশে ট্রেনে ট্রামে বাসে বাজারে যেখানেই দশজন লোক সেখানেই প্রতিযোগিতার কলরবে ট্রেনের পঁচিশ জনের কামরায় চল্লিশ জন নিঃসঙ্কোচে যাত্রা করে, বিশ জন দাঁড়িয়ে থাকলেও পাঁচজনের ঘুমের ব্যাঘাত হয়না—দিব্যি নাক ডাকিয়ে দশজনের জায়গা নিয়ে ঘুমিয়ে চলে আবার এরাই পারে ময়দানে সভ্যতার গর্বে—পঞ্চমুখে বক্তৃতা করেন। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অর্থ কি?

www.pathagar.com

সুষ্ঠু বিচার বুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা নেই। তাই আইনের ভয় দেখিয়ে এদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সিনেমার টিকিট ঘরে রেল ষ্টেশনে এমনকি রেশনের দোকানে এদেরকে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে তবেই সভ্যতার আদর্শ শিখতে হয় তাই বলছিলাম এদেশে শৃঙ্খলার অর্থবোধ কোথায়? ঈমান এদেশে হাটের হাড়ির মত শুধু সস্তাই নয় অত্যন্ত মড়কা, হাতে হাতেই ভাঙ্গে বেশী। ক্রেতা আরবের বাজারে বেশী সুবিধা মূল্যে একটি উট পেয়ে গেল, ঐ মুহূর্তেই অপর এক ক্রেতা উচ্চ মূল্য দিতে চাইলে বিক্রেতা একটু সংকটে পড়ে যান কিন্তু আর যাই হোক আরবের বাজারে সেই যুগে মানবের ঈমান বাজার দরের উপরেই ছিল বলে মিথ্যে কথাকে প্রকাশ্যে সকলেই ঘৃণা করত। বিক্রেতা একটু ভেবে বললো উট আমার ধার্য দরের বিক্রয় হবে তার ব্যতিক্রম নেই কিন্তু উটের বাল্য সত্বা আমার প্রিয় মার্জ্জার অর্থাৎ বিড়াল ছাড়া উট কিছুতেই স্থান ত্যাগ করবেনা কিন্তু আমিও পঞ্চাশ দেরহাম না হলে আমার প্রিয় মার্জ্জারকে বিক্রয় করতে পারিনা সমাধান হয়ে গেল, বেশী দামেই সওদাগর উট ক্রয় করলেন অথচ বিক্রেতা কোন ওয়াদা খেলাফের পাপে দায়ী থাকলো না, এটা সে যুগের কথা বলে অনেকে হয়ত পরিহাস মনে করতে পারেন, কিন্তু এ যুগের বাস্তববাদীরা যে এটা করেন না তা কেউ দিব্যি করে বলতে পারবেন কি?

তাই এ যুগে পাপী যে সেও পাপ, করলে মাথায় টুপি দিয়েই চলে। যারা মদ খায় অথচ মাতলামী করেনা তারা সমাজপতি বা নেতা হয়ে নির্দ্বিধায় নেতৃত্ব করছেন। আবার যারা নামাজ পড়ে না – তারাই সমাজটা আর দশজনের চাইতে বেশী বুঝে। যারা কোন দিনই মসজিদে সেজদায় যায় না—তারাই মসজিদে অবমাননার কালে সকলের আগে প্রথম কাতারেই প্রাণ দেয়।

www.pathagar.com

ঈমানদার অতিকুল্লা মিয়া, বড়ই ধর্মভীরু মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনাকে শুধু ঘৃনাই করেনা, পুত গন্ধের মতই নাকে কাপড় দিয়া দশ হাত দূর দিয়ে চলেন, সেদিন গজন খালির হাটে তিনিও অবলীলা ক্রমে গোয়ালাকে মিথ্যা কথা বলে দায় শোধ করলেন আমি বললাম খতিব সাহেব একি, করলেন আপনিতো বেশ বহাল তবিয়তে বাড়িতেই আছেন। অথচ মুখের কথা কেড়ে নিয়েই খতিব সাহেব বললেন বিয়েতে দই দিয়েছিল, হাতে টাকা নেই হাটে আর কিছুনা হোক দশজনের সামনে বেইজ্জত হবার চেয়ে রেহাই পাওয়াটা ঢের ভাল —জাননা আমি দশ গ্রামের খতিব মসজিদে এমামতি করি, আমি কিছুনা বুঝেই বড় করে ঘাড় নেড়ে প্রসংগটা চাপা দিয়ে রক্ষে পেলাম। মনে মনে বললাম কি আত্ম প্রবঞ্চনা ?

এমনিভাবে যারা মিথ্যা বলেন কোন না কোন গরজেই বলেন, হয় দায় রক্ষা নয় জীবন রক্ষা তাই ধর্ম নিষিদ্ধ বস্তু হলেও এটা নিঃসঙ্কোচে টুপী ও টিকির মতই সবারই স্কন্ধে ভর করে আসছে কেউ প্রতিবাদ করেনি।

মৌলবী সাহেবানরাও বলেন মিথ্যার দাহিকা শক্তির কাছে ঈমান পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়, গুরুজনরা উপদেশ দেন মিথ্যা বলে দায় এড়ান, সত্য বলে বিপদে পড়ার চাইতে ভাল, কুটনৈতিক মহল অসঙ্কোচে বলবেন যে সত্যাশ্রয়ী হলে ধর্ম পালন করা হবে সত্য কিন্তু রাজ্য শাসন করা দুরূহ। মনে পড়ে বাল্যকালে বদর পণ্ডিত সাহেব বলেছিলেন 'সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা মহা পাপ। আগেই বলেছি আমরা ঈমানে কুণ্ঠ, ধর্মের ধ্বজা আর রাজনীতিতে সকলেই দিক পাল। এক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে, রাষ্ট্র চলেনা, নেতৃত্বের কদর আসেনা। তাই মিথ্যা এ দেশের বড় লোকের ভূষণ, গরীবের আশ্রয় ও মিস্‌কিনদের পেশা।

অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করবেন এরূপ এলোপাথাড়ি উৎকট

www.pathagar.com

সমালোচনা করে লাভ কি কেনই বা করি ? সমাজ জীবনে যেখানে যে দোষ ত্রুটি প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করে আছে, যত গ্লানি ও পাপ লোক চক্ষুর আড়ালে শাখা প্রশাখা মেলে আছে তাকে প্রকাশ করলে আর দশজন, যারা ভাল, যারা অপরকে সুন্দর করে দেখতেই ভালবাসে তাদের মর্মপীড়া হবে না কি ? স্বীকার করি। এ যুক্তির প্রাণ আছে, কিন্তু শক্তি নাই, পাপের কাছে পুণ্য পরাভূত। মিথ্যার কাছে সত্য পরাজিত এ চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নাই, পুরুষ লোভ মোহ মাৎসর্যের দাস। তার সত্তা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ, প্রেম ভালবাসার কাছে আবেদন করে থাকে কিন্তু পুরুষের যে বিবেক সেটা সব প্রলোভনের উর্দ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই পাপী যখন হত্যা করে, লুণ্ঠন করে তার বিবেক তার অন্তরকে পীড়িত করে তোলে। হয়তো কখনও পাপাচারী পুরুষকে সংযত করে রাখে হয়তো বা আবার তার বৃত্তি প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হয়।

এখানেও আমার আমিত্বের কোন স্বরূপ নেই। আমার মনের শক্তি ও মুখের ভাষায় সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি, নিজের মর্যাদাকে বড় করে দেখতে চেয়েছি বলে বারবার সত্যের মর্যদা হারিয়েছি। বিবেক আমার স্বত্বাকে জয় করেছে। তাই অকপটে সব কথা খুলে বলতে চায়। সে কোথাও মহীয়ান কোথাও অধম, কোথাও বিদ্রোহী কোথাও পরাভূত তবু সে বলতে চায় সমাজের স্তরে স্তরে মানুষের মর্যদা, উত্থান পতনের কাহিনী।

বিবেক চিরন্তন সত্য সে পাপকে পাপ বলেই জানে অন্যায়কে অন্যায় বলেই মানে, মানুষ লালসা প্রিয় সে বিবেকের কশাঘাতকে উপেক্ষা করেও বারবার পাপের পথে পা বাড়ায়, প্রলোভনের কাছে হাত পাতে। তাই মানুষের পার্থিব আকাঙ্খার সাথে তার অন্তরের বিবেকের সংগ্রাম লেগেই আছে এর জয় পরাজয়েই মনুষ্যত্বের বিকাশ না হয় মৃত্যু। এই পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিবেকই উত্তম

www.pathagar.com

পুরুষের ভূমিকায় "আমি" নামে পরিচিত। সমাজের অপ্রিয় কঠোর সত্যকে তাই নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছে, অকপটে বলতে পেরেছে। এবারে আগের কথায় ফিরে আসা যাক। ঈমান শৃঙ্খলা এই নীতি কথাগুলির কতটুকু আদর্শ আমরা পালন করি এটাই দেখতে চেয়েছিলাম।

পুরুষ ও নারীর মিলিত সমাজই এ দেশের সমাজ। একে অপরের হাত ধরে চলে একের সুখে হাসি অপরের দুঃখে কান্দি। তবুও এদের জীবন ব্যবস্থা, আচার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। একে অপরের মিলন কামনা করলেও সে মিলন অবাধ নয়। পুরুষের আবদার নারীর অধিকারকে খর্ব না করলেও সে অধিকার অবারিত নয়। নারীর অবাধ অধিকার নিরঙ্কুস স্বাধীনতা, শুধু তাকে উৎশৃঙ্খলই করেনা, পুরুষের ভাগ্যকে করে বিড়ম্বিত। এ যুগ প্রগতি ভাবাপন্ন বলে সে দিনের ধর্মনীতি এ সমাজ ব্যবস্থায় শুধু অবাস্তব নয় হাস্যকরও বটে। এ যুগে নারীতে পুরুষে সমানে অভিযান করে, একত্রে মোটরে ট্রেনে এমন কি হাওয়াই জাহাজে পৃথিবী পর্যটন করেন। সকালে নদী সৈকতে, দুপুরে বোটানিকাল গার্ডেনের শ্যামল দূর্বায় গা এলিয়ে শ্রান্তি দূর করে, বৈকালে ফ্রেস্কোর কোল্‌ড ড্রিঙ্কের টেবিলে, সন্ধ্যায় হয় মেট্রোর ছবি ঘরে না হয় ইডেন গার্ডেনের মনুমেন্টের গা ছোয়ে সন্ধ্যা আকাশের আবিরের রঙ্গে হোলি খেলে সমানে সমানে জীবনকে উপভোগ করেন। একটা দিনের ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি। গ্রীষ্মের সে এক সন্ধ্যা, ঝিরঝির বাতাস বহছে। মানুষের মনের রং আর আকাশের ফিকে সবুজ রং যেন এক হয়ে আনন্দ মুখর হয়ে উঠেছে। ধানমণ্ডির এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বের হয়ে পথ চলতে লাগলাম। সঙ্গে বাল্যজীবনের এক বন্ধু নাজির, ছাত্রকাল হতেই সে একটু খাপছাড়া, ভাবপ্রবণ আবার এদিকে অত্যন্ত ধর্মভীরু, রোজা ফরজ হবার আগেই—সে রোজা রাখা শুরু করেছে। আবার দাড়ি

www.pathagar.com

উদ্‌গমের পরদিন, হতেই সেটা অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে বসেছে। এই জন্যই আমরা তাকে উপহাস করেই বেনজীর (যার নজির নেই) বলেই ডাকতাম। আজও সে ঐ নামেই পরিচিত। বেনজীর বললো চলো আমরা চিড়িয়াখানায় বেড়িয়ে আসি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। চিড়িয়াখানায় সবে শুরুমাত্র দু'চারটা দেশী পাখি জলাশয়ের ধারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভাগ্য বিড়ম্বনার কথাই ভাবছে। জীব জন্তুর আসবাব এসেছে এখনও আসর জমে নাই। রঙ্গ-বে-রঙ্গের মানুষ দেখলাম, বিচিত্র বেশে যেন সারা মাঠ জুড়ে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এরি মাঝে এখানে সেখানে জোড়ায় জোড়ায় মানুষ মুখামুখী বসে কিছু বলছে, যার অর্থ ওরা না বললেও আর দশজনে বুঝে। বেনজীর বলে ভাই দেখেছো এ চিড়িয়াখানায় এরাই চিড়িয়া —এরা ঘরে বন্দী বলেই বাহিরে পাখা মেলেছে। যতটুকু দেখলাম তার চেয়ে ভাবলাম বেশী। সেদিন স্মরণাতীত নয় যেদিন স্ত্রী পুরুষের মিলনের মধ্যেও প্রচুর শালীনতা ছিল, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি যতই নিকটতম হউক না কেন, যতই সম্প্রসারিত ও উদার হউক না কেন তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখা ছিল। এরূপ, চিন্তায় যখন প্রায় মশগুল হতে চলেছি ঠিক সেই সময়ে বেনজীর আর একটা কি যেন দেখ তে চেষ্টা করলো। চোখ মেলে যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু মণ্ডল চঞ্চল হয়ে উঠলো। মেয়েটি সুশিক্ষিতা বলে—অনুমান করা শক্ত নয়, পুরুষটি তেমনি স্বাস্থ্যবান চঞ্চল তবে শিক্ষার পরিধি জলে ফেলেও সঠিক বুঝবার উপায় নেই—সবটাই গাম্ভির্য ব্যাহ্যিক আড়ম্বরে স্তিমিত হয়ে এসেছে। মেয়েটির গাত্র বরণ কি বা তার অস্তিত্ব কোথায় কতটুকু আছে তা গবেষণা করে না দেখলে সহজে বোঝবার উপায় নেই। হঠাৎ তার দেহে নজর পড়লে চোখের স্নায়ুগুলী পীড়িত হয়ে উঠে। একে অপরের হাত ধরে কি যে আত্ম-নিবেদন, অপরিচিত কে চির পরিচিত করবার কি যেন উদগ্রীব আবেদন

www.pathagar.com

আকাঙ্খা, অতি সন্তর্পনে তারা—এক নিভৃত জলাশয়ের পার্শ্বে এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়াতেই, দুইটি জলচর প্রাণী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে সাঁতার দিয়ে ছুটে চললো। মনে হল যেন তাদের এ নিভৃত প্রেমালাপে তারাও প্রতিবাদ করতে চায়।

এর পরেই উভয়ে যে যার পথে চির অচেনার মতই—সন্ধ্যার ঘনিভূত আঁধারে হারিয়ে গেল, বেনজীর একবার শুধু বলতে চেষ্টা করলো ঘোর আধুনিকতা।

আবার বেরিয়ে পড়লাম, রমনার বিস্তৃত ময়দান পাশে ফেলে চলেছি, জনমানব হীন বিস্তর্ণ পথ ঘাট। ঘুট ঘুটে আঁধারের মধ্যে মাঝে মাঝে দু একটি বৈদ্যুতিক আলোক মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে, দু একটি নিশাচর প্রাণী পাখা ঝাপটে এদিক ওদিক ছুটে চলছে, স্তব্ধ পরিবেশ মনে হয় আমরাই দুটি প্রাণী সচল আর সবাই যেন রাতের আঁধারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ বাম দিকের মোড় ঘুরেই গাছের ফাঁক দিয়ে একতীব্র আলোক সম্মুখের পথে আছাড় খেয়ে পড়তেই চেয়ে দেখলাম ক্ষীপ্র গতিতে একটি মোটর বাইক সামনে এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সামনে ও পিছনে দুটি আরোহী পিছনের আরোহিনীর বিজয় মত্ত হাসি কানে এল, দু হাত দিয়ে সম্মুখের যুবক বন্ধুর দুটি চোখ তখনও ক না মাছির মত চেপে রয়েছে। যুবক অসহায়ের মত হাত নাড়তেই রণজয়ীনী বললেন, হয়েছে তো? কেমন জব্দ, এবারে আমার পালা। বিনা বাক্য ব্যয়ে যুবকটি উঠে দাঁড়াল। তার বান্ধবী এবারে সামনের আসনে বসে গাড়ী চালিয়ে দিতেই বন্ধুটি তার দু'হাতে গলা বেষ্টনী করে বসে পড়লেন, রাতের আঁধারে অতি দ্রুত তারা হারিয়ে গেল। আমি বললাম বন্ধু দেখলে তো এটাই এযুগের আদর্শ, এযুগের আদম বংশধরেরা বিবিহাওয়ার নাম রেখেছেন। লোক নিন্দিত দেশাচার সামাজিক অনুশাসন সব কিছু উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

আকাশের পাখীর মত ডানা মেলে বেড়ালে সে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার পাপে কলুষিত হয়না কি? বেনজীরের চোখে মুখে তখনও হতাশা ও নৈরাশ্যের কাল মেঘ জমে উঠেছে। সে যতটুকু কথা বলছিল তার চেয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল অনেক বেশী। আমি বললাম বন্ধু তুমি এ এটোমিক যুগে বসে প্রস্তর যুগের কথা ভেবে হা হুতাশ করলে তোমারই মর্মপীড়া বাড়বে. সে দিনে চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া এমন কি বীর প্রাণা খালিদা এদিবের কথাই শুধু ভেবোনা, এ যুগের নারী সমানে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেলে পুরুষের পাশাপাশি সাঁতার—প্রতিযোগিতায় নেমেছে এমন কি সে দিনের সোভিয়েট নারী ত্যালিটিনা তেরেশ কোভা অনেকের পূর্বেই মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে এল, সে কথাও ভুললে চলবে কি?

কিন্তু তবুও সবটার মধ্যেই সংযম, ও সীমা রেখার প্রয়োজন আজও রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, সূর্য্যতাপ বাতাস যা পানি যতটা; বহে তার সবটাই সকলের প্রয়োজনে লাগেনা, যেটুকু যেখানে প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কেউ গ্রহণ করেনা। এ যদি সত্য হয় তবে এ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পরিণাম কি ভয়াবহ হবেনা? সে দিনের মিঃ খানের আত্মহত্যার কারন বা কৈফিয়ত কে দিবে? এদেশের সমাজ, সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মান না আর কিছু? এর জন্য কে দায়ী বলতে পারো?

মিঃ খান সরকারী দফতরের কোন এক বিশেষ বিভাগের কর্ণধার। তিনি বিগত যৌবন, তরুণ না হলেও আজও প্রবীন বলা চলে না। সংসারে প্রথম পক্ষ হারিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের শরণাপন্ন। পোষাকে পরিবেশে মিসেস খান অতি আধুনিকা, নেল পালিশ ও লিপষ্টিকের সমারোহ দেখলে বিশ বৎসর পূর্বে যে তার বয়স আঠার বছর পেরিয়ে গেছে তা অনুমান করতে সময় লাগে। যে কোন

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ক্লাবে, ডিনারে তার গতি অবাধ চলাচল অবারিত। মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবী সহ পিকনিক করবার যে আকর্ষন তা সীমা ছাড়িয়ে গেলেও মিঃ খান প্রতিবাদ করবার সাহস পান নাই। মিসেস খান আলাপে আলোচনায় অত্যন্ত পরিমার্জিত। একই জলসায় পিকনিকে কার কি প্রয়োজন? কে জল চায়, কার প্রয়োজন পানি, কার দিদি, কে বোন এ যেমন তার জানা তেমনি কার তিনি বৌ দিদি, কার বা মাসি, কার ভাবী এটাও তার অজানা নাই, জলসায় বসে কে গান গাবে, কে তবলা ঠুকবে, কে সমজদারের ভূমিকায় কিছু না বুঝলেও মাথা নড়বে এটাও তাকে বলে দিতে হবে।

এমনি করেই মিঃ খানের দিনগুলি নদীর জোয়ারের মতই বয়ে যাচ্ছিল প্রতিবাদও তিনি করেন নাই। প্রতিবিধানও তিনি চান নাই।

এ দম্পত্য জীবনে কোন কলহের অবকাশ না থাকলেও অভিমানের অদৃশ্য হস্ত নীরবতার অন্তরালে পাষাণ প্রাচীর গড়ে তুলছিল তা কেউ কোন দিন বুঝতেও চেষ্টা করেননি। তাই একদিনের অতিক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনাকাশের যত মেঘ রাশি ঘনায়িত হয়ে এল, তা একদিন মহারোষে আক্রোশে ভেঙ্গে পড়লো।

মিঃ খান প্রত্যূষে অফিসে যান আবার বিকাল পাঁচটায় কর্মক্লান্ত কলেবরে বাড়ী ফিরেন। এর পরে তিনি যে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্তই আট কাপড়ে থাকেন। নিরলস আকর্ষনহীন জীবনটি তার বৈচিত্র্যহীন পরিবেশে এমনি করেই কাটে। এদিকে মিসেস খান গতানুগতিক জীবন ধারায় হাঁপিয়ে উঠেন। বাহিরের আকর্ষন তাকে ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। কোন দিন নাইট ক্লাবে কোন দিন সিনেমা রেষ্টুরেন্ট, নিউমার্কেট ঘুরে তিনি অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরেন। মিঃ খান নির্জ্জীব, দেহটাকে

www.pathagar.com

টেনে তুলে একবার বলতে চেষ্টা করেন শেলী প্রতিদিন তোমার এমনি তর আচরণ শুধু অন্যায়ই নয়, অমার্জ্জনীয়। মিসেস খান ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত ফস্‌ করে ওঠে, বলেন তোমার এ অলস ক্লান্তিভরা জীবনের মাঝখানে আমাকে টেনে আনার কি অধিকার ছিল।

এখানেই যবনিকা, মিঃ খান নীরবে বুঝতে চেষ্টা করেন তাইত এ স্বেচ্ছা চারিতাই তার আজ অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিনও ঠিক এমনি করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিঃ খান বাড়ি ফিরে যথারীতি চায়ের টেবিলে এসে আবিষ্কার করলেন—একখানা খোলা চিঠি তাতে লিখা রয়েছে "তোমার প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে আমি নিজেই মোটরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পুরাতন বন্ধু মিঃ হাস্‌মীর সাথে, তিনি আজকের দুপুরে পিণ্ডি হতে এসেছেন দেশ দেখার উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যায় গুলিস্তানে সেই ভাল ছবিটা "A kiss for a kiss" দেখতে যাব, রাত্রে শাহবাগে ডিনারটি সেরে বাড়ি ফিরবো, হয়ত অনেক রাত্রি হতে পারে। মনে কিছু করোনা।" রাত্রিটা কেটে গেল পরদিন প্রত্যুষে মিসেস খানকে বাড়ি ফিরতে দেখা গেলনা। এমনিভাবে তিন দিন কাটবার পর, আর একখানি পত্র মিঃ খানের হস্তগত হলো তাতে লিখা "তোমাকে না বলেই আমি দেশ দেখার আগ্রহে পিণ্ডি চলে এসেছি—আগামী কাল মারীতে যাব। দেশে ফিরতে বেশকিছু দিন দেরী লাগবে, মনে কিছু করোনা লক্ষীটি" পত্রখানির স্পর্শ মিঃ খানের দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলি পীড়িত করে তুললো, তিনি তার বিড়ম্বিত জীবনের বেদনা দায়ক পরিবেশকে আর বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না, কিন্তু উপায় কি? আর্ট কাউন্সিল, নৃত্য মঞ্চে তার অবারিত অধিকারের তিনি তো কোন দিনই পথরোধ করেননি তবে আজ এ মর্মপীড়া কেন? মিসেস খান আজ পিণ্ডি গিয়ে তার পিণ্ডি দিলে দোষটা কার? এরপর মিঃ খান বেশ কিছু দিনের অবকাশ নিয়ে সিলেটের কোন নিভৃত প্রান্তরে

www.pathagar.com

আত্মগোপন করলেন। মিসেস খানের আর পরিচয় পাওয়া গেল না। তার পরবর্তী জীবনের কাহিনী অনেকেরই অজ্ঞাত রয়ে গেল। এর বহু দিন পরে দৈনিক 'এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো মিঃ জাফর আলী খান এক পর্ব্বত চূড়া হতে কুপীত নদীর জলে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ অবিদিত পুলিশ তদন্ত চলছে।

এইত আধুনিকতার চরম আদর্শ গত প্রগতি—পরায়ন, শিক্ষিত পরিবারের অহরহ জীবন কাহিনী। এর আগুনের দাহে যে কয়টি পরিবার জ্বলেছে তারা প্রতিবাদ করার চেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যাই করেছে বেশী। যে স্বাধীনতা অপরের শান্তিকে হরণ করে সেটা উৎশৃংখলতার পাপে কলুষিত। সুস্থ বিবেক পরিচালিত ব্যক্তিত্বের অধিকারকেই স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। কিন্তু বিবেক যেখানে প্রতারিত, পাপ ও কলুষ আচরণে পীড়িত, স্বাধীনতা সেখানে ভয়াবহ পরিনাম বহন করে। বনের পশু বিবেক বর্জিত বলেই তার স্বাধীনতা মানুষ সমাজের ভয়ের কারণ। তা যদি হয় তবে সুস্থ বিবেক বর্জিত মানুষের অবাধ স্বাধীনতা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না কেন? যে বিবেক সুক্ষ্ম আহরণী শক্তিকে সুরা খেয়ে নিষক্রীয় করে দেয় তাকে আমরা মাতাল বলি আবার যারা অদৃষ্ট দোষে স্বাভাবিক বিবেক বৃত্তিকে হারিয়েছে তাকে আমরা পাগল বলি। এ যদি সত্য হয় তবে যারা সুস্থ বিবেককে, লোভ, মোহ ও অহমিকার পাপে কলুষিত করে তাদেরকে কি বলা হবে? এটাই এ যুগের প্রশ্ন। মহাগুণী ব্যক্তিরা বলে গেছেন যে অকিঞ্চিৎ আশা ও সীমাহীন দুরাশা উভয়ই দোষণীয়। তাই মধ্য পথই শ্রেয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই উচ্চ ও নীচের সংঘাত কোনটারই অতি উচ্চ বা অতি নিম্নমান গ্রহণযোগ্য নহে।

এ যুগে নারীতে পুরুষে লিবারটি নিয়ে রণমুখী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেহই লিবারেল নন, নারী চায় হেডমিস্‌ট্রেসের প্রভাব দিয়ে

www.pathagar.com

পুরুষকে আচ্ছন্ন করে রাখতে। আবার পুরুষ চায় নারীকে পিঞ্জরায় পুরে আর দশজনের দৃষ্টি আকর্ষন করতে তাই বলছিলাম এর উভয় পথই অভিশপ্ত। অনভিপ্রেত।

একদিকে লিপ্‌ষ্টিক, স্নো পাউডারের দৌরাত্ম, অন্যদিকে কাল বোরখায় সারা দেহ পিরামিড—আচ্ছাদিত এক জীবন্ত পিরামিড। এর কোনটা ভাল, কোনটা আদর্শ তাই নিয়ে গোটা জাতি আজ বিপন্ন। দিশেহারা।

কুসংস্কার বর্জিত সমাজ এদেশে মোটেই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যেই কুসংস্কারের মত বাদ চাঁদে কলঙ্কের মতই আজও চলে আসছে। বিধবা রমনীর হাতে শাঁখার চুড়ী বা ফুল পেড়ে শাড়ীর মতই এটা সভ্যতার পাশে অমার্জিত দেশাচার হয়েও বেঁচে আছে।

এই অপরিমার্জিত সমাজে সমস্ত কুসংস্কারই আদর্শ হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই কোনটা আদর্শ কোনটা দেশাচার, কোনটা কৃষ্টি কোনটা সংস্কার, কোনটা ইতিহাস, কোনটাই বা কিংবদন্তী তা বেছে নেওয়া শুধু কঠিন নয়, দুরুহ।

ধর্ম বিশ্বাসে কোন অলীক মতবাদ বা অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই এটা সবাই জানলেও এর গতিরোধ করবার সৎ সাহস অনেকেই হারিয়েছেন। শিশু জন্মের পরই ধনুষ্টঙ্কারে যখন বিপুল পরিমানে শিশু সম্প্রদায় প্রাণ হারায়, এ দেশের নর নারী জীনের উৎপাত বা চুরাচুন্নীর ছেলে চুরি বলেই আত্ম প্রসাদ লাভ করে থাকেন। অগ্নি প্রজ্জলিত রেখে ভূত তাড়ায়, তেলের আগুনে সংক্রামক পীড়ায় বীজানু লিপ্ত শিশুকে পুড়িয়ে বীজানু ধ্বংস করে। মহামারী কলেরা বসন্ত আসলে দলে দলে ফকীর মন্ত্র পড়ে, ওলা বা বসন্ত দেবীকে দেশ বিদেশে চালান দিয়ে অর্থ উপার্জন করে আসছে, যদি বলি কি মূর্খের দেশ, প্রশ্ন ওঠে কে মূর্খ? ভণ্ড সাধক? না মূর্খ সমাজ? উত্তর যা' পাই তাতে মুখের

www.pathagar.com

থু থু গায়েই এসে পড়ে। নির্বাক হয়ে এ দেশের বিড়ম্বনার কথাই ভাবতে থাকি। এরূপ শত শত কুসংস্কার দেশের সামাজিক জীবনে ছেঁড়া টুপীর মতই অবাঞ্ছিত হলেও মাথায় চেপে আছে। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ আসেনি। মানুষকে বাঁচতে হলেই ধর্মের কথা এসে পড়ে এবং এক মাত্র ধর্ম বোধই মানুষকে সুন্দর ও সুস্থ্য করে গড়ে তুলে। যে ধর্ম মানুষকে মার্জিত করে তুলেনা, অন্তরকে প্রসারিত করে তুলতে পারেনা, সে ধর্ম মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে কি? সমাজ পতি ধর্ম নেতারা ধর্মের সুষ্ঠু ব্যবস্থাকে যখন সংকীর্ণ মত বাদে অবাঞ্ছিত পথে টেনে নিয়ে চলেন তখন সরল পথে বিশ্বাসী আর দশ জনে ধর্মের অনুশাসনকে ভয় করে চলে, উপহাস করতেও ছাড়েনা। এমনকি বিশ্বাস হারাতে কুণ্ঠা বোধ করেনা।

চাঁদপুর ষ্টীমার ঘাট। লোক সমাগমে গম্‌গম্‌ করছে উপরেই রেলওয়ে ষ্টেশন। তীব্র আলোকছটায় রাত্রি আটটা কি সকাল আটটা বুঝবার উপায় নাই। উজ্জ্বল আলোকের চারি পাশে রাতের থমথমে আধাঁর যেন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চারি পাশে আধাঁরের বিভীষিকা, যেন সব কিছু গ্রাস করে ফেলেছে, জাহাজ থেকে ট্রেনে অগনিত যাত্রীর ভীড়, স্রোতের মত ভেঙ্গে পড়ছে সারি বদ্ধ কোর্ত্তা—ওপাগড়ী মাথায় কুলীদের অবাঞ্ছিত কোলাহল, কে কত ছুটতে পারে, কার ঘাড়ে ও মাথায় কতটা মাল টানতে পারে? তারই প্রতিযোগিতা, অপেক্ষমান ট্রেনের সারি সম্মুখ ভাগে ইঞ্জিন খানি দাঁড়িয়ে দানবের মত হিস্‌হিস্‌ করছে হলাহল আগুন খেয়ে থেমে সামনে ধূমা উৎক্ষীপন করছে এ যেন মহা যাত্রার কালে তার কঠিন প্রস্তুতি। একই মাঝে মুন্সী হাফিজুদ্দিন সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটাছুটি করছেন। তার সহধর্ম্মিনী খোদ বিবি সাহেবা লোকের ভীড়ে জাহাজ থেকে হারিয়েছেন। মুন্সী সাহেব একেত প্রবীণ তাতে খান্দানী পীর, বুজুরগানে দ্বীন হিসেবে বেশ নাম ডাক আছে

www.pathagar.com

এদিকে বিবি সাহেবা ও সদ বংশ জাত, শারাফতী ও খান্দানী বংশ জাত, শারাফতী ও খান্দানী বংশ জাত। বয়সে নবীনা। জনাব কেবলা সাহেবের চতুর্থ পক্ষের গৃহিনী। এক্ষেত্রে সুরৎজান বিবির অন্তর্ধানে মুনশী সাহেবের শরীরের লোম শিরাগুলী উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ নিদারুন পরিনামের অর্থ আর কেউ না বুঝলেও তিনি অনুমান করে শিউরে উঠলেন। আজ ঘাটে অঘাটে তার মান ও খান্দান দুই যেতে বসেছে। তিনি ঘন্‌ঘন্‌ দোওয়া পড়তে লাগলেন ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাজেয়ুন।

এদিকে ট্রেনের কামরাগুলী যাত্রীতে ভরপুর, জাহাজ দেহ হতে দ্রুত মাল স্থানান্তরিত হয়ে চলেছে, হঠাৎ কুলীদের দল হৈ চৈ কার উঠলো—দ্রুত সকলে এগিয়ে গেলেন সারিবদ্ধ বস্তা ভর্তি মালের এক পাশে বিবি সাহেবা নড়ে উঠলেন। সারা দেহ কাল বোরখায় আবৃত বিবি সাহেব—রাস্তার মাঝে চাঁপা পড়েছেন। খান্দানী কুলজাত মহিলা লোক নিন্দার ভয়ে কথা বলতে পারেননি। এক পাল কুলীর দল তাদের বেকুবির কথা স্মরণ করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জনাব কেবলা সাহেব বিবি সাহেবার হাত ধরে তুলে আর একবার দোওয়া পড়লেন সোবহান আল্লাহ। পীর সাহেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান তালেবুল এলেন একবার মাথার একরাশ বাবরি চুলের উপর হাত বুলিয়ে বলে উঠলো একি আর কিছু, খান্দানী ঘরের মেয়ে, শরীয়ত পাবন্দ, কুলীদের সাথে কথা বলবে 'নাউজ বিল্লাহ" এখন বেচারা আউরৎ হুজুর কেবলার ঘরে থাকলে লোক বলবে কি? এদিকে বিবি সাহেবা ক্লান্ত অবসন্ন, একবার বলে উঠলেন "একটু প নি"। আবার হৈ চৈ উঠলো পানি আন বালতি গাড়ুতে পানি এনে মাথায় ঢালা শুরু হোল, পরিষদ বর্গ সহ পীর সাহেব আল্লার কাছে দোওয়া মাগতে লাগলেন। জনতার মধ্য হতে কে যেন বলে উঠলো মুখের দল ভণ্ডপীর। দূর থেকে আর একজন আলেম

www.pathagar.com

এতক্ষণ তামাসা দেখছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনিও বলে উঠলেন একটা একটা করে চারটা বিবি করেছ, আল্লার নিয়ামত—হাওয়া বাতাস বন্ধ করে পর্দা পালন করছো শরীয়তের ভয়ে না তরুণী ভার্য্যা বিবির ভয়ে ?

এরূপ দু'চার ডজন চলতি ঘটনা সুন্দর পর্দা প্রথার বিরুদ্ধেও ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, অপরিনাদর্শী—পীর সাহেবানেরা নিজদের প্রয়োজনে না হয় নিজদের প্রভাবকে জাহির করবার উদ্দেশ্যেই এই সুন্দর বিধানকে অপব্যবহার করেছেন বেশী, ফলে অতিদ্রুত সমাজে এসেছে এর প্রতি ক্রিয়া, মানুষের মনে জেগেছে তিক্ততা। পুরুষেরা এর প্রচলন করার পরিনামকে সেঁকো – বিষের চেয়ে ভয় করেছে বেশী – হয়েছে উদাসীন আর সেই সুযোগে বিবি সাহেবরা পর্দা কেটে বানিয়েছে উড়নী, ব্লাউজের বুক কেটে মালার লকেটটি বাহিরে ঝুলিয়েছে। মাথার কাপড় দিয়ে বড় চুল ঢাকার চেয়ে বড় চুলই কেটে ছোট করে বব্‌ বানিয়েছেন। সোনার সিঁথি দিয়ে চুলের সিঁথি ঢেকেছেন। এই প্রতি ক্রিয়াশীলরাই যদি মিসেস খানের সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন তবে সে দোষ একক ভাবে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে শেষ হবেনা, এবং পরিনামে কঠোর শাস্তি কম বেশী সমাজের সকলকেই বহন করতে হবে।

তাই আগেই বলেছি। মিসেস খানের জীবনাদর্শ আর শুরুৎ মান বিবির আদর্শ এর কোনটা ভাল ? মিসেস খানের আদর্শ যদি অভিশপ্ত হয় তবে শুরৎ জানের আদর্শও নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়।

এখানেও সে একই প্রশ্ন শৃঙ্খলা মানবকে মৌলানা সাহেবানরা বলেন আল্লার পথে রজ্জুশক্ত করে ধরো কিন্তু কেউ বললোনা—এ সাধুবাদের প্রতিষ্ঠা কোন সাধু করবে ? তাই আজ জাতীর সমস্যার মাঝ খানে একটা ফাঁক রয়ে গেছে, সেটা গোটা সমাজ ও জাতীয় জীবনে সীমাহীন আবর্তের সৃষ্টি করেছে আর তাতে গোটা মানব

www.pathagar.com

সম্প্রদায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যদি বলি শৃঙ্খলা খানি মিথ্যা বলা হবে, যদি বলি মানিনা অন্যায় করা হবে। কারণ প্রকৃত আমরা এর শক্তি প্রাণকে বিশ্বাস করি কিনা সেটাই প্রশ্ন। এর প্রয়োজন যেটুকু মানি মেয়েদের আট পৌড় শাড়ী আর পুরুষদের সৌখিন চিরুনীর চেয়ে বড় বলে মানিনা।

এটা গতি চঞ্চল যুগ, সকলেই প্রগতি পরায়ণ, এ চলার পথে পুরুষ ও নারীতে সমানে প্রতিযোগিতা। ছবি ঘরে, চা চক্রে, কাউন্সিলে উভয়েই অবাধ মেলামেশা করেন—এখানেও সে একই প্রশ্ন শৃঙ্খলা মানবে কে? মেয়েরা চায় পুরুষের পরিশ্রম, তাদের অর্থ, নিজেদের স্বচ্ছল জীবন. তার সাথে চলার পথের ও অবাধ অধিকার। পুরুষ সম্প্রদায় হয়তো মুখ ভেংচিয়ে বলবেন এটা বাড়াবাড়ি। বিজ্ঞজন হলে বলি বিবেকের সাথে নীরবে একবার কথা বলে দেখুন আর বিপরীত গুণ—বিশেষের হলে বলি বদ্যি ডাকিয়ে নাড়ী দেখুন আর মরতে কত দেরী? আপনি তার্কিক হয়ে তর্ক করতে পারেন। যুথিষ্ঠির হয়ে ভগবানকে ডাকতে পারেন তাতে সমাধান নেই, জটিলতা বাড়বে—মনের পীড়াও বাড়তে পারে।

০ ০ ০ ০

মহাকবি ইকবাল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি চেয়েছিলেন, সুখ সম্পদে পরিপুষ্ট, খাদ্যশষ্যে ভরপুর একটা সুন্দর দেশ। সুখের আবাস ভূমির কল্পনা করেই সেই স্বপ্নকে মানুষের মনে তুলে ধরেছিলেন। তারই ফল পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য ইপ্সিত আবাস ভূমি। মহাকবি আজ নাই কিন্তু তার স্বপ্ন আজ রূপ নিয়ে বেঁচে নাই। অপমৃত্যু হয়েছে স্বার্থের লাল সার বহ্নিতে বর্ব্বর শক্তি লড়াই করে দেশ হারিয়েছে। মুসলিম শক্তিকে করেছে চুরমার আর হত্যার দ্বারা পাঞ্জাবী বাহিনী হয়েছে ইতিহাসে বিকৃত লাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

সে যুগের স্বপ্ন বিলাসীরা ইকবালের স্বপ্নকে আরও বিচিত্র করে এঁকেছেন ইউরোপীয় সংস্কার ও ভাবধারাকে টেনে এনে একে স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলতে গিয়ে বারবার পশ্চিমের সভ্যতা ও ভাবধারার আবেষ্টনে জড়িয়ে পড়েছেন। ফল হয়েছিল না ঘরকা না ঘাটকা। সে দিনের আদর্শ আলাদা হবে। এর পৃথক স্বতন্ত্রতা গড়ে উঠবে একথা বারবার বললেও এরা ইউরোপীয় কানুন, শিক্ষা সংস্কারকে কখনও ছাড়তে পারেনি। এদেশে নূতন করে সে বিষ সংক্রামিত হয়েছে। এদেশে নূতন করে জিমখান, ক্লাব, গড়ে উঠেছিল। নর-নারীতে মিলে বন্ধুত্বের আসর জমিয়েছিল তাসের টেবিলে। এরা সুইমিংপুলে অংশ গ্রহণ করে, বিকালে টেনিস লনে আবিভূত হয়ে সন্ধ্যায় ব্রীজ খেলে দুই পেগ হুইস্কি বা ভারমুক খেয়ে সবশেষে বুফে ডিনার খেয়ে তবেই মধ্য রাত্রিতে ঘরে ফিরতেন। ঘরের আর্কষণের চেয়ে সে যুগের নর-নারীর ক্লাবের আর্কষণ হয়েছে বেশী। এখানে এরা স্বাধীনতার নামে হরিলুট করে জীবনকে উপভোগ করেছে। এদের চরিত্রে ক্লাব জীবনের প্রভাব এতবেশী ছিল যে তা' গানের চেয়ে—বাজনার দাপটের মতই মনে হয়েছে। ইসলামে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাকে সমমর্যদায় আনা হয়েছে বলেই তাকে আর একনামে সহধর্মীনী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আজ নারী ধর্ম পথের সঙ্গিনী নয়, কর্ম জীবনে ছায়াকায়ার মতই পাশাপাশি চলেন। তাই ভাগ্যবান নেতারা দেশে বিদেশে সস্ত্রীক সরকারী সফরে বের হয়েছেন। কেউ বা কুচকাওয়াজে কেউ বা বুফে ডিনার এর অনুষ্ঠানে আতিথ্য স্বীকার করেছেন। বীর হনুমানের লঙ্কা জয়ের মতই তাদের গর্ব ছিল প্রচুর কিন্তু ত্যাগ ছিলনা মোটেই।

বৃটিনের খ্যাতিমান মিঃ চার্চ্চিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার তাদের স্ত্রী ভাগ্যবতীদের দেশের ও দশের সামনে বাহির করেছেন বলে আজও জানা যায় নাই। সে দিনের রাশিয়ান

www.pathagar.com

প্রতিনিধি বুলগানিন, ক্রুশেভ এ দেশে বিদেশ সফর করে গেলেন কিন্তু তাদের ভাগ্যবতী ভার্য্যা সহগমন করেছেন বলে আজও শোনা যায় নাই। অতি আধুনিককালে রবীন্দ্র নাথ শান্তি-নিকেতনে নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার ক্ষেত্র রচনা করলেও এত নগ্ন সভ্যতার সমর্থন না করে লিখেছেন "পতির পূন্যে সতীর পূন্য—" এখানে খরচের কথা না বলে বিড়ম্বনার কথা বললেই মধুর কাব্য হোত। রবীন্দ্র নাথ আজ স্বর্গ প্রয়ানে আছেন নইলে মাপ চেয়ে নিতাম। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের এক পাতা এই সত্য বহন করলেও অন্য পাতার ইতিহাস ভিন্নরূপ। ধর্ম যাজক ব্রাহ্মণ কুল, পীর সাহেবানের দল সমাজের বহু সত্যকে অস্বীকার করে অনেক সৃষ্টি সুন্দর মানুষকেও অবাঞ্ছিত বলেই মনে করেছেন। মসজিদে মন্দিরের অধিকার খর্ব করতেও তাদের শরীর শিউরে ওঠেনি মসজিদে ভোজনালয়ে, শির্নী ও প্রসাদ ভক্ষনে অবলিলাক্রমে গরীবকে বঞ্চিত করে নিজের জৌলুশ বাড়িয়েছেন।

তাই এ দেশের ধর্ম কথা —অগনিত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। ধর্মের নীতি কথা শিক্ষা আদর্শ গুটি কয়েক ধর্ম প্রধান পীর, মৌলানার উপর ছেড়ে দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলে সেই দেওলিয়া সমাজে অন্ধ গোড়ামীর পরগাছার মতই নাস্তিকতা বাড়তে থাকে। গ্রামের কলম ভাঙ্গা পণ্ডিত আর বিদ্যা দিগগজ আলেম আজ দেশ ছেয়ে আছেন। কিন্তু ধর্মীয় মতবাদের প্রচারে তারা শপথদৃপ্ত নয় দুর্বল।

যে যতটুকু জানে তার বেশী আর জানবার প্রয়োজন মনে করে না। ধর্ম শিক্ষার বিধান ব্যবস্থা নেই বলে তো শিক্ষায় সংকীর্ণতা পথ রোধ করে আছে।

গাছের ছায়ায় আগাছা জন্মে। বৃক্ষের রসে পরগাছা পুষ্ট হয় তেমনি সুষ্ঠু শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার এসে দাঁড়ায় এবং তা পরগাছার

www.pathagar.com

মতই ধর্ম কাণ্ডের সর্বত্র শাখা জুড়ে বসে। আজ ধর্মের প্রতি শাখা ও প্রশাখা জুড়ে কুসংস্কারের মতবাদ—দানা বেঁধে উঠেছে। তাই মসজিদের পাশেই একটি করে বুজর্গ পীরের মাজার, যিনি মরলেও মরে না—দোওয়া ও দয়া—দুইটিই খয়রাত করেন।

এক কাবা ও কোরান শরীফের পাশেই এ যুগের দরগা শরীফ, মাজার শরীফ হেমায়েল শরীফ এমনকি কেবলা শরীফ পর্য্যন্ত ভীড় করে উঠেছে।

সুষ্ঠু পরিপূর্ণ শিক্ষার অবহেলা করেই এ যুগের ধর্মানুরাগী বা এই ভাবে শেরক ও জাহলিয়াতের আশ্রয় দিয়েছেন, ধর্মের সত্য সুন্দর বিধানকে নিজেদের খেয়াল খুশী মত ব্যবহার করেছেন। ফলে কোন শ্রেণী বিশেষের মনে এসেছে প্রতিক্রিয়া ধর্মের উপর এসেছে অনাসক্তি, অভক্তি আর পীর সম্প্রদায়দের উপর জেগেছে ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, তাই পরবর্তী সময়ে অনেকেই ধর্ম মতবাদকে অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামী বলে করেছেন বর্জন, আর অনেকেই এর বিধান ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে হয়েছেন উদাসীন, এমনকি নাস্তিক।

একটি রাজ্যে দুটি রাজা একটি বনে দুটি পশু রাজ বা এক দেশে দশটা জ্ঞানী, গুনী ব্যক্তি বাস করতে পারেন কিন্তু এ দেশে একটি সমাজে দুটি পীর বা চারটা পীরানে পীর বাস করাটা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ সত্য অজ্ঞাতকাল হতেই একই খাদে প্রবাহিত।

ধর্মের বিধান মতবাদকে কেন্দ্র করে, জলসা, তরজা এমন কি হাতাহাতি লাঠালাঠিও এ দেশে হয়ে গেছে। বাস্তববাদীরা দুঃখ করেছেন ঐতিহাসিক সম্প্রদায় খেদ করে ইতিহাস লিখেছেন। আজও বাংলাদেশের পুথি সাহিত্যে, কেচ্ছা কাহিনীতে মজহাব যুদ্ধের বিচিত্র নোংরা কাহিনীগুলি ইতিহাস হয়েই বেঁচে আছে।

আজ সমাজ বা দেশে যা চায় ধর্মপতি সমাজপতিরা, তা দিতে পারে না আবার ধর্মপ্রধানগণ যা চায় সমাজ তা' অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

তাই এযুগের সমাজে পীর মুরীদানদের দ্বন্দ্ব পীরে পীরে কলহ। সমাজকে গ্রামে, গ্রামকে ঘরে বিভক্ত করেছে।

পূর্বেই বলেছি ধর্মে পরিপূর্ণ শিক্ষা না এলে অন্ধ কুসংস্কার এসে স্থান গ্রহণ করে এবং এমনি সংস্কার অন্ধ সমাজ পতিরা যখন তার সঙ্কীর্ণ মতবাদে গোটা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে চলেন, সমাজ সেটা গ্রহণ করেনা—প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার চেয়ে সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। তাই আজ ধর্ম প্রচারে শক্তি ক্ষয় করলেও তাতে প্রান প্রতিষ্ঠা হয়না কারও হৃদয় স্পর্শ করেনা। এটা ধর্ম প্রচারের গতিকে প্রতিহত করে।

ভারীজামায়েত মুরীদানদের আসরে মৌলানা পীর বুজুরগানে কামেল, হাদীএ দীল রেওয়ায়েত করছেন, তোমরা চলতে হলে প্রতি পদক্ষেপে, খেতে হলে প্রতি লোকমায় এমনকি প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে দোওয়া পাঠ করবে, প্রশ্ন উঠলো হুজুর এযুগে সবাই দ্রুতগতি সম্পন্ন, মানুষ বেতারে কথা পৌঁছায়, হাওয়াই জাহাজে দশ দিনের পথ দু' ঘণ্টায় পাড়ি দেয়, এযুগে বিশ্ব মানুষ সময়ের মূল্য দিয়ে যেখানে জাতীয় শক্তি সম্পদ বাড়িয়ে চলেছে সেখানে আমরা শুধু দোওয়া পড়তে থাকলে আমাদের পেটের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, সংসারের বহু-বিধ সমস্যার সমাধান করবে কে? এতক্ষনে রক্তের চাপ পীর সাহেবের মাথায় এমন কি শিরা উপশিরায় বিদ্যুৎ বেগে পৌঁছে গেছে। তিনি শাহাদত অঙ্গুলীকে প্রসারিত করে গর্জন করে উঠলেন, নাদান—গুনায়ে কাবিরা বেতোমিজ পীরের সাথে—তরজা? ঠিক এমনি সময়ে আসরের আর এক কোন হতে এক জন বলে উঠলো, হুজুর বেয়াদবী নিবেন না সেবারে গ্রামে বিদেশী আলেম সাহেবের পিছে অনেকেই জুম্মা নামাজ পড়ে তাকে ছালাম মোছাবা করে একই দস্তর খানে খানা খেয়ে অনেকেই বহুত কাফ্‌ফারা দিয়েছে, বলতে পারেন আল্লার মসজিদে নামাজ পড়ে কোন পাপে কাফ্‌ফারা দিতে হলো—আল্লার হুকুমে রহুলের বিধানে, না আলেমদের হিংসা বৃত্তির—মহাপাপে?

www.pathagar.com

এ পাপের মাশুল আর কতদিন ধরে আদায় করবেন শুনি ?

হঠাৎ বজ্র পতনেও হয়তো কেহ এতটা শিহরে উঠতো না, এবারে সিংহ নাদে পীর কেবলা—গর্জন করে উঠলেন' "খামশ্, মুশ্‌রেফ, মুনাফেক।" তিনি রাগে কম্পিত হতে লাগলেন ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে দাড়ি ধরে গায়েবী আওয়াজ বের করতে লাগলেন—আসরের উপস্থিত ভক্তের দল আল্লার গজবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পীর সাহেবের হস্ত মোবারক ধরে দয়া ভিক্ষা করতে লাগলেন। বলুন, এখানে সত্যের মর্য্যাদা সমাদৃত হলো কি ?

আরো একটি দিনের ঘটনা, বিরাট ধর্ম সভা লোক সমাগমে গ্রাম্য স্কুলের মাঠখানি গম্ গম্ করছে, সাদা টুপী ও পাগড়ীতে সভাস্থলটির এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশ—রাতের আঁধারকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মওলানা সাহেব বক্তৃতারত, চারিপাশের তালেবুল্ এলেম সম্প্রদায় একবার হাজিরান সভার দিকে আর একবার হুজুর কেবলার দিকে তাকিয়ে সমজদারের ভূমিকায় কখনও কাতর হয়ে দরবিগলিত চোখের পানিতে আল্লার আরশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। কখনও আল্লার গজব ও দোজখের ভয়ে কাতর হয়ে অফ্‌ুট দোওয়া পাঠ করছেন। রণজয়ী সেনাপতির বিক্রমে মওলানা বলে চলেছেন "ভাই সব এ গরীব নাদান এক রাত্রি তাহজ্জদ আদায় করে জায়নামাজেই ঘুমে ঢলে পড়েছেন। হঠাৎ এক সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। কি খুবসুরুৎ তার চেহারা, শ্বেত পর্ব দাড়ি সফেদ পোষাকে আচ্ছাদিত দেহ, আমার গায়ে হাত রেখে বললেন, "বাবা ময়জুদ্দিন তুমি এলেম চেয়েছ, আল্লা মনজুর করেছেন দুনিয়াতে প্রচার করো, আল্লার নাম আর আমার চরিত্রকে সুন্দর করে তুমি লিখো। সত্য সুন্দর কথা দিয়ে দুনিয়ায় প্রচার করো আমার জীবনই ইতিহাস। আমি দোওয়া করছি।" হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে আমি চমকে উঠলাম। তখনও সুবহে সাদেকের কিছু বাকী, শীতের সকাল

www.pathagar.com

আমার সারা দেহ হতে ঘাম ঝরে পড়ছে। আমি দু' রাকাত শোকরিয়ার নকল নামাজ আদায় করলাম। ভাই সাব জানেন এ মানুষটি কে? আপনারা শুনলে অবাক হবেন এই মহান ব্যক্তিটি আর কেউ নয় স্বয়ং হাবিবে খোদা। দ্বীনের নবী, আখেরাতের নবী হযরত রছুলে করিম মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। সমস্ত সভা স্থল হতে অবাক বিস্ময় মিশ্রিত মৃদু গুঞ্জরণ উত্থিত হলো সোবহানাল্লা। মওলানা সাহেব কথাটির জের টেনে বললেন ভাই সব আমি হুজুরের আদেশে সেই দিন হতেই তার জীবনী লেখা শুরু করলাম। একখানি পুস্তক হাতে তুলে আবার বললেন এই যে জীবনী পাক পবিত্র আদর্শ মহামানবের জীবনী এখানেই আছে যার ইচ্ছা নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য তালেবুল এলেম ইতিমধ্যেই পুস্তকের দফতর বয়ে নিয়ে হাজির করেছে। সভার কার্য্য বন্ধ হয়ে গেল। পুস্তক বিক্রয়ের পর্ব চললো। মওলানা সাহেব একটু মুচকি হেসে ফরমান জারি করলো—ভাই সব দরুদ শরিফ পড়ুন। উদ্দেশ্য এই ফাঁকে পুস্তক বিক্রয়ের একটু সুযোগের অবস্থা সৃষ্টি করা। এটা আমার জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

রছুলুল্লাহ জীবিত থাকলে কি বিচার করতেন জানিনা, কিন্তু আমি মনে করি শরিয়ত শাসনের কোন বিধি ব্যবস্থা হাতে থাকলে আমার মত অনেকেই সেদিন মওলানা সাহেবের পাগড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে কাজীর বিচার অফিসে হাজির করতো। অবশ্য সভাপতি হিসাবে প্রতিবাদ করেছি কিন্তু এ প্রবণতার স্রোত কতটুকু রোধ সম্ভব। সমাজের উপর এরূপ অযোগ্য কুখ্যাত স্বার্থলোভী পীরদের এই গোঁড়া মনোভাব গোটা সমাজ জীবনে এনেছে ধর্মের উপর অভক্তি যার পরিনামে অনেকেই হয়েছেন উদাসীন। আল্লার গজব, দোজখের ভয় এত বেশী করে লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে মানুষ কঠোর শাসনের মাধ্যমেই ধর্ম বিধানকে কল্পনা করেছে।

www.pathagar.com

দুনিয়াতে কঠোর সাধনা আখেরাতে দোজখের ভয় এই উভয় সমস্যা মানুষকে করে তুলেছে বেপরওয়া। এমনকি নাস্তিক, তাই ধর্মের কথা শুনে যখন মানুষের চোখে পানি পড়ে তখন মাওলানা সাহেবরা ভাবেন আল্লার এশ্‌কে বান্দা কাঁদছে, আর দশ জনে বলেন দোজখের কথা মনে করে চোখের পানি পড়ছে কিন্তু সত্যিকার চোখের পানির ইতিহাস কারও জানবার প্রয়োজন হয়না, যে দেশের লোক ইতিহাসে কথিত "উম্মী" সে দেশের লোক ধর্ম্ম কাহিনী শুনে জ্ঞান লাভ করার চেয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবে নিজদের অক্ষমতার কথা। জয় ঢাক বাজিয়ে বলে আমরা মূর্খ মানুষ এত তত্ব কথার কি বুঝি? জুম্মার নামাজে খোত্‌বা শুনেও যখন মুসল্লীর দল চোখ বুঁজে ঢুলতে থাকে মাওলানা সাহেব ভাবেন ধর্মের কথায় আসর হয়েছে।

এদের জীবনে ধর্মের আসর হবার চেয়ে জীণের আসরের প্রাদুর্ভাব হয় বেশী। তাই এ দেশের সমাজ আল্লাকে ভয় করবার আগেই জীন, ভূত ও জ্যান্ত পীরের আস্তানায় বেলফুল, সিঁদুর দিয়ে দয়া ভিক্ষা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

এ পথে মেয়েরা আবার পুরুষের চেয়েও অনেক বেশী আগ্রহী গোপনে শিরণী মানত করা, তিন মাথায় অবস্থিত প্রাচীন তেঁতুল গাছ জ্যান্ত পীরের কল্পনা করে শনিবারের রাতে একটি পুত্র মানত করে, ধুলিমাথায় করে বাড়ি ফিরার শতেক কাহিনী আজও অস্বীকার করার উপায় নেই। ভাদরের ভরা নদীর খর স্রোতের মুখে এক বাটি দুধ, একটি কলা বা শোয়া পাঁচ আনা পয়সা ফেলে দিয়ে বাংলার বধু গল বস্ত্র হয়ে পীড়িত পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাওয়ার কাহিনী আজও দেশাচার হয়ে আছে। ধর্ম একান্ত নিজস্ব সম্পদ। সামাজিক—জীবনেও ধর্ম নীতির আদর্শ সকলেরই সমষ্টিগত দায়িত্ব। তাই সমাজের একটি মাত্র ধর্মীয় নেতা বা এমামের উপর আখেরাতের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সকলেই পার্থিব জীবনের আশা আকাঙ্খার পিছে

www.pathagar.com

ছুটে বেড়ালে যে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়—যেখানে আজ না হলেও অনাগতকালে ধর্মীয় নেতারা অর্থের বিনিময়ে পরকালের সুখ দুঃখ ও বেহেস্ত বিক্রয় করে জীবীকা অর্জন করলে সে দোষ পীর সাহেবের না অপরিনামদর্শী সমাজের সেটা অবহিত হওয়া প্রয়োজন ?

ইসলাম ধর্মের প্রতিপালন ও দায়িত্বগুলি কয়েকজন দেওবন্দের আলেম বা মক্কা শরীফ জেয়ারত করা হাজী সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে আজ গোটা জাতি তার ধর্মের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে চায়। আবার তাদের সংকীর্ণ মতবাদে যখন সমাজ চলতে পারে না, তখন অন্ধ গোঁড়ামীর অপবাদ দিয়েই নিজের কর্তব্য পালন করে থাকেন। তাই বলছিলাম প্রাকৃতিক দুর্দিনে আগুন লাগলে সবাইকে যখন পুড়তে হয়, বন্যার প্লাবনে সবাইকে যখন ডুবতে হয়, ভূ-কম্পনে যখন সবারই ইমারত কুঁড়ে ঘর নড়ে ওঠে তেমনি ধর্মের নামে অনাচার ও দুর্নীতির পাপও সকলকেই সমান ভাবেই সইতে হবে বইতে হবে।

দেশের যে মাটিতে আলো ও বাতাস স্পর্শ করে না, যেখানে অবাঞ্ছিত বন্য লতা শাখা মেলে বিরাট মহিরুহের শীর্ষে স্থান দখল করে ও তার সারা দেহ জুড়ে রাখে ও বিরাট বিটপী শ্রেণী ও অসহায়ের মতই এদের উপদ্রব সহ্য করে থাকে। তেমনি দেশ ও সমাজে জ্ঞানের আলোর উন্মেষ নাই সে সমাজ কুসংস্কারের জঞ্জালে পরিপূর্ণ ও সে অন্ধ কুসংস্কারের আবর্তে পড়ে যদি পুরুষে ও মেয়েতে প্রেত-পূজা করে, সিন্নি মানত করে, আর অপরিনামদর্শী আলেমরা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে খোদ রছুলুল্লাকে খোয়াবে দেখেন ও এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অভূত পূর্ব কাহিনীকে "নাউজবিল্লা মিন্‌হা" বলে উড়িয়ে দিতে চান তবে তাদের জন্য আল্লার কাছে তাদের দোওয়া ছাড়া আর কোন পথ আমাদের জানা নেই। হেক-

www.pathagar.com

মতে বিশ্বাস থাকলে বিজ্ঞান একটা নিয়ামত। কিন্তু হেক্‌মতকে অবিশ্বাস করে, বিজ্ঞানকে উপহাস করাটা কোন গর্বের কথা নয়, আবার শুধু বিজ্ঞান দিয়েই সারা পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যের কথা চিন্তা করলে নাস্তিকতা বাড়ে। এ যুগের অনেক চিন্তাশীলরা বিজ্ঞানের চোখে খোদার অস্তিত্বকে করেছে স্তিমিত, আবার অপর পক্ষে ধর্মীয় পুরুষরা জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাকে অবলীলাক্রমে করেছে অবহেলা, তাই এ যুগের আলো বাতাসে তারা অবাঞ্ছিত, যে টুকু চলে তার চেয়ে হোঁচট খায়ই বেশী। এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়েই আমাদের সমাজ। এদের সমষ্টিগত সম্পদ নিয়েই আমাদের জাতি, এ জাতির এক পাতার ইতিহাস ধর্মীয় আদর্শের মতবাদে ধন্য হলেও আর এক পাতায় উৎশৃঙ্খলতার পাপে অবলুপ্ত। উভয়ের পথ স্বতন্ত্র। একজনের পাথেয় সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম বিশ্বাস হলে আর একজনের পাথেয় আধুনিকতার চুম্বক পরশ প্রগতি।

নূতন প্রগতির পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষে সমানে এগিয়ে চলে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিযোগিতা, নূতনত্বের প্রান, বিজয়ের আনন্দ অধুনিকতার গৌরব, অপরদিকে যাত্রা কাতর বিপদ সঙ্কুল পথে ভিরু যাত্রীর দল এক পা এগিয়ে, আবার দুই পা পিছিয়ে চলে, সম্মুখে চলার আহ্বান, ডাইনে বামে প্রগতির হাতছানী। এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিয়েই আমাদের জাতীয় কাফেলা চলে। গন্তব্য পথ এক হলেও চলার গতি ভঙ্গি এক নয়। একদল, হাতে মুখে মন মানসিকতায় সভ্যতা বজায় রাখেন। আর একদল কাঁটা চামুচে ইউরোপীয় সভ্যতাকে আঁকড়ে চলেন এ ওকে দোষারোপ করে এগিয়ে চলে পাওনাদার মহাজন এমনকি বীমার দালালের চেয়েও দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রগতি দলকে ভয় করেন। আবার অপর পক্ষে প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে ছোঁয়াচে রোগের মত ভয় করে

www.pathagar.com

এড়িয়ে চলেন। একই সমাজে এইভাবে শ্রেণীভেদ করেও আমরা গর্ব করি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি কারও ঘর পুড়ে, বানে ঘর ডুবে তবে আধুনিকতায় অনেক কিছুই লোপ পেয়ে যাবে। আবার যদি পুরাতন ইমারত দালান কোঠা ভূমিকম্পে বসে যায় তবে পুরানো নোংরা বিশ্বাসগুলিও চাপা পড়তে পারে। এ বিশ্বাস নিয়েই উভয় সম্প্রদায় পথ চলেন। তাই এদের পথেও মতে মিল নাই। তবু এরা ঘটা করে সমাজীকতা করেন। হাততালী দিয়ে একতার গান করেন। গগণ বিদারী ধর্মের জিগীর তোলেন।

যারা ধর্ম নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা ভাবেন ধর্ম অধিকার তাদের এক চেটিয়া সম্পদ। আবার যারা দেশ ও জাতীয়তাকে ধর্মের বাইরে এনে বড় করে দেখতে চেষ্টা করেন, পশ্চিমী সভ্যতার আদর্শ—প্রলেপ লাগিয়ে একে আধুনিক সংস্করণে ঢালাই করে সমাজকে সাজাতে চেষ্টা করেন—তারা মনে করেন ঝড় ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মের ও রং বদলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগে সেটা অবাস্তব তারও কাঠামোতে অলীক আদর্শ বাসা বেঁধে আছে। আধুনিককালে সংবাদপত্রে জানা যায় যে বিশেষ কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু এ কথাটা আজও পরিস্কার করে বলা হয়না যে কেউ কোনদিন হৃদ ক্রিয়া বন্ধ না হলে মরতে পারে কি না? যদি তা না পারে তবে সভ্য দেশে এ মিথ্যা দেশাচারের পরিবেশনা কেন?

বহুদিন হতে একটা কথা চলে আসছে যাকে বাংলা তর্জমা করে বলা হয় "মাথা ভারী শাসন।" কিন্তু একথা শিল্পীকে আজও জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই যে দেশে যেখানে মোটেই মাথা নেই তাকে কি বলা হবে?

যে দেশে কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে ডাকা হয়, কৃপণ

www.pathagar.com

মহাজনকে দয়া রাম দাস বলা হয়, বার বার চুরি করে জেল খাটলেও যে দেশের চোর ও ডাকাতের নাম সাধু চরণের মহিমায় অব্যাহত থাকে, খুনী চোরাচালানী, কালোবাজারী হয়েও যারা ভগবান ও খোদা বক্‌শ হয়ে বেঁচে থাকে সে দেশের জীবনের মূল্য, মান ও মনুষ্যত্বের অর্থবোধ আছে কি ?

তাই এ দেশের নেতা শাষক গোষ্ঠীর দক্ষতাকে বড় করে লোকের সামনে তুলে ধরা হয় কিন্তু তার ধর্ম জীবনের নীতি, ব্যক্তিগত জীবনের যা কিছু তা অপ্রকাশ্যই রয়ে যায়, সেখানে জনমতের দোহাই থাকলেও দায়িত্ব তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।

এক কথায় আমাদের জাতীয় চরিত্রে জীবনের কোন স্বার্থক অর্থ বোধ আছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তারা ব্যাকডেটেড ট্রেডিশান এ অবলুপ্ত হয়ে আছেন একথা টুপী ও টিকি দুইটিই স্পর্শ করেই বলা যায়।

গোটা সমাজ দেহ আজ মানবীয় স্থূল দেহের রাজনৈতিক খোলসে ঢাকা, মাথা পেট ও পদযুগল সমাজ ব্যবস্থায় তিনটি বিভাগ বলা চলে। মস্তিষ্ক উর্বর চিন্তা করবে, তার নির্দেশে শরীর দেহ পা ফেলে চলবে আর এই দুই ব্যবস্থার মধ্যস্থ যোগাযোগ রক্ষা করবে উদর, জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য শক্তি সঞ্চয় করবে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয়ে পা যদি না হেঁটে চিন্তায় বসে যায়, মাথা না চিন্তা করে মাটিতে গড়ে চলতে চায়, আর উদর দেবতা অনশন করে উভয়কে কাতর করে তুলে তবে গোটা শরীর দেহ শুধু নিষ্ক্রীয়ই হবে না, ভেঙ্গে পড়বে।

বর্তমানে জাতীয় জীবন চরিত্রে এ রোগের লক্ষন দেখা দিয়েছে। এ গনতন্ত্র রাষ্ট্রে সবাই নাগরিক অধিকারের টিকিট কিনে সাম্যনীতির ঝাণ্ডা উড়িয়েছে, সকলেই প্রতিযোগিতায় পঞ্চমুখ নিয়মানুবর্তীতার

www.pathagar.com

নীতি থাকলেও মূল্য নাই কথা থাকলেও কীর্তি নাই।

দেশের কোন চলতি বিধানকে আইন বলা হয়। আবার ঐ আইনের শাখা প্রশাখায় যে সমস্ত উপবিধি সৃষ্টি করা হয় তাকে সাগর পারের ভাষায় এমেণ্ডম্যাণ্ট বলা হয়। আমাদের জীবনের যা কিছু আদর্শ, যা কিছু গতিশীল ধর্মনীতি, দেশাচার, তার উপরেও আমরা এমেণ্ডম্যাণ্ট উপবিধির বেড়াজাল তৈয়ার করেছি। তাই যে পাপী চুরি করে সেও মাথায় টুপী দিয়ে চলে, যে মদ খায় সেও নামাজ না পড়লেও আর দশজনের চেয়ে সমাজটা বেশী বুঝেন। মিথ্যা বলা মহাপাপ এটা ধর্মীয় কথা হলেও জীবন বাঁচানোর গরজে দু'একবার মিথ্যা বলা—জায়েজ হিসাবে সেটাও মূল ধর্ম কথার এমেণ্ডম্যাণ্ট বলা চলে। সমাজপতি হয়েও যদি কেহ আর দশজনের ভোগ ও ভাগ্যকে উপভোগ করতে চায়, সেটা অন্যায় হলেও জীবনমান রক্ষার প্রশ্নে এমেণ্ডম্যাণ্ট এইভাবে এ যুগে প্রতিক্ষেত্রে এমেণ্ডমেণ্ট ও ইনটার প্রেটিশন এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কাজে লাগানোর পথে নিয়ন্ত্রিত বিধান ব্যবস্থাকেই এ দেশের আইন বলা হয়। মানুষের আদি ইতিহাস তার প্রাথমিক জীবন ব্যবস্থার কথা কেনা জানে? সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ হাত ও পায়ের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকত, অতি সাধারণ উপায়ে কাঁচা মাংস খেয়ে গাছের বাকল পরে জীবন ধারণ করত বলে সভ্যতার আকাশচুম্বী গর্ব সে সময় ছিল না—সমাজ নিয়ন্ত্রনের কোন সুষ্ঠু আইনের প্রয়োজন হয় নাই। তারপর মানুষ উন্নতজীবন মানের সন্ধানে নিজ নিজ উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটাতে শুরু করেন, আয্য সভ্যতার জন্ম হয়, মানুষের প্রয়োজন আরও বিস্তৃত হতে থাকে। সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন আসে আইনবিধী উপবিধির জন্ম হয়।

www.pathagar.com

এইভাবে এ যুগে মানুষ আপনার প্রয়োজনে ক্রম-বর্দ্ধমান আইন কানুনের বেড়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে। এ প্রগতিশীল বিশ্বে এখন তাই এত আইনের ছড়াছড়ি। এমেণ্ডমেণ্ট ইষ্টার প্রোটিশনের বাড়াবাড়ি।

* * * * * *

যুগের চেয়ে হুজুগের নামেই বর্তমানকালের পরিচয় মিলে। যুদ্ধের চেয়ে ঢাকের বাজনার মতই এ যুগে সবাই কাজের চেয়ে কথার ঢাকই বেশী পিটেন। কথা যে টুকু বলেন তার চেয়ে ন্যাকামু বেশী, কাজ যে টুকু করেন তার চেয়ে ঢং বেশী। ঘরে বাহিরে মিল নাই, তার দুঃখের অন্ত নাই, কথাটি পুরানো হলেও সত্য। বাংলার প্রতিটি গৃহের পারিবারিক জীবন কথা এ সত্যকেই বহন করে।

কবি সম্রাট রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর থেকে উপন্যাসিক কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত মনীষীগণ তাঁদের রচনা ও কাব্যের মধ্য দিয়ে এ সত্যটি প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। যেখানে মানুষে মানুষে সংঘাত, মনে মনে বিতর্কের বেড়াজাল, সেখানেই প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে তাকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস, উপন্যাস কাব্য সৃষ্টি হয়ে আসছে। এই ভাবে মানুষ যুগে যুগে পশ্চাতের ইতিহাসকে সম্পদ করে সম্মুখের চরিত্র গড়ে তুলছে।

তাই সর্বকালের মানুষের জীবন কথা ও তার ইতিহাস নিয়েই যুগ সৃষ্টি হয়ে আসছে। এই মানুষই চির সত্য সৃষ্টি—শ্রী চৈতন্যের অমর বাণী— সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এ চির সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মানুষ যুগে যুগে সংগ্রাম করে চলেছে। এই বিরাট পরিবর্তনশীল জগৎকে, তার প্রাকৃতিক সম্পদকে একমাত্র মানুষই তার প্রয়োজনে কল্যানে নিয়ে জিত করে চলেছে। কিন্তু তবু সব মানুষই এক নয়। ভাবে, পরিবেশ, চিন্তায়, চেতনায়,

www.pathagar.com

ভাষায় সবাই স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলে। একই মাটির রসে পরিপুষ্ট, বিভিন্ন তরু শাখায় বিচিত্র ফুল রাশির মতই মানুষ একই আকাশের নীচে, একই পরিবেশ বেষ্টনীর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও আদর্শের জন্ম দিয়ে থাকে। তাই মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ অতি স্বভাবজাত, প্রাকৃতিক নিয়ম সম্মত। যাঁরা নিজের প্রতিভায় বিকশিত হতে পেরেছেন তারা জ্ঞানের আলোকে নিজকেও আরও দশজনকে আলোকিত করেছেন। কিন্তু যাঁরা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে বিকল্প ও বিকৃত পথে হাঁটবার চেষ্টা করেছেন তারা শুধু নিজেই ধ্বংস হননি আর দশজনকে করেছেন বিস্মিত।

প্রকৃতি মানুষকে যে পথে চলবার ইঙ্গিত করে সে পথেই তার সরল সঠিক। মানুষের চলার কথাই তার জীবন কাহিনী। কেউ সোজা চলে, কেউ সোজা পথেই বাঁকা হয়ে চলে, আবার কেউ বাঁকা পথকেই সোজা করে চলে। যুগে যুগে এ চলার কাহিনীই আমাদের জীবনে উপন্যাস গল্প ও ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে।

মানুষ বিশ্বপালকের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সৃষ্টি। একই মাটির রসে পরিপুষ্ট বিভিন্ন তরু শাখায় বিচিত্র ফুল রাশির মতই মানুষ ও একই আকাশের নীচে, একই পথ ও পরিবেশের মধ্যেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই মানুষে মানুষে ভেদ পার্থক্য স্বাতন্ত্রতা স্বভাবজাত প্রকৃতি। যাঁরা নিজের প্রতিভায় বিকশিত হন তাঁরা জ্ঞানের আলোকে নিজকে ও আরও দশজনকে আলোকিত করেন। আর যাঁরা প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধে নিজকে ফোটাবার চেষ্টা করেন তারা নিজেও হন অভিশপ্ত আর দশজনকে করেন পথভ্রষ্ট।

আলো বাতাসে বনের ফুল ফোটে তেমনি বংশ আভিজাত্য ও শিক্ষাকে পাশে করেই মানুষ শারাফতি বা খানদানী লাভ করে। এ ছাড়া যেগুলি স্বভাবজাত নয় সেগুলির বিকাশ নাই অথবা অল্পেই বিনাশ হয়। যেগুলি স্বভাবজাত নয় সেগুলির যৌলস থাকলেও

www.pathagar.com

সৌরভ নাই, কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা।

বাদশাহ শাহজাহান প্রাণের মমতাকে পাষান পাথরে ঢেকে রেখেও মমতাজকে ভালবেসে ছিলেন, আর এ যুগের মানুষ মমতাজকে ভুলে তাজমহলকেই ভালবাসেন বেশী। তাজমহলের চাকচিক্য মমতাজের প্রকৃত স্মৃতিকে হারিয়েছে তাই একালের ব্যর্থ প্রেমিক সাধক দরবেশরাও আল্লাকে ভুলে তার মসজিদকে ভালবাসে বেশী, দরবেশের স্মৃতিকে স্মরণ না করে তার দরগাহে শিরনী মানত করে শেরেকী করে।

এই মতবাদ দেশাচার সর্বত্রই শাখায় প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে—তাই মাছের মায়ের পুত্রশোকের মত, একালের জনদরদী নেতারা মানুষের দুঃখ নিয়ে করুণ আহাজারী করেছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান করেন নি।

অনেকেই মনে করেন গোটা বিশ্ব নিয়ে নাকি সবাই নাটকীয় অভিনয় করেন। মঞ্চে কেউ রাজা, উজীর বীর সেনাপতি, কেউ দাতা হাতেম, কৃপন সাইলক, চাঁদ সুলতানা ঘেসেটি বেগম কিন্তু মঞ্চের বাহিরে তাদের পরিচয়, পরিবেশ স্বভাবকে কে কবে খুঁজে দেখেছেন ?

এ দেশের কুখ্যাত নর্তকীকে চাঁদ সুলতানার ভূমিকায়, ভবঘুরে বখাটে কাউকে সিরাজ-উদ-দৌল্লা, শাহজাহান আলমগীরের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে হাততালি পড়ে বেশী। তা হলেই বলুন আমরা অবাস্তব কল্পনা নিয়ে বাস্তব আদর্শের গৌরবকে ক্ষুন্ন করছি না অম্লান রেখেছি।

* * * * * *

বিত্ত না থাকলেও আজকাল নেতৃত্ব চলে পুরাদমে—বংশ আভিজাত্যের মূল্য সৌখিন চিরুনীর চেয়েও কম। মাথা না থাকলে মাথা

www.pathagar.com

ব্যথা ছিল না কোন এক কালে, কিন্তু গলা না থাকলেও আজকাল গান গাওয়ার বাতিক, বৌ না থাকলেও শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার মত একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধুর বচন এ যুগে খনার ও চানক্যের চেয়ে বেশী মানি। এ যুগে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে নেই। মিথ্যা বলে দায় এড়ান ভাল, তবু সত্য বলে বিপদে পড়াটা নাকি বেকুবী। তাই এ যুগে যা বুঝি তা অর্দ্ধেকটা ঠিক, যা করি তা সিকি মাত্রা ঠিক, আর যা বুঝি অথচ করিনা—তার সবটাই ঠিক। তাই একালের আদর্শ অলীক মতবাদপুষ্ট, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পিষ্ট. ধর্ম বিশ্বাস শিথিল সংস্কারাচ্ছন্ন। এতে না আছে শক্তির সমারোহ না আছে সাধনার বিকাশ।

এই কারণে আমাদের দেশে পীরানে-পীরের সংখ্যা ম্যালেরিয়া জ্বরের চেয়েও সংক্রামিত হয়ে বেড়ে চলেছে, ম্যালেরিয়াতে যেমন জ্বরের চেয়েন কম্প বেশী তেমনি এদেরও শিক্ষার চেয়ে দাপট বেশী। সস্তা হাটের মাটির পাতিলের মত আমাদের ঈমান আমরা লোভ লালসার চাপে অবলীলাক্রমে ভেঙ্গে তছনছ করি। আমরা যে দেশের মাটিতে নেতৃত্ব করি সেখানেও তেমনি আগাছা পর গাছায় পুষ্ট হয়েই নেতৃত্ব বেঁচে থাকে। এর কারণে যে কষ্টি পাথরে আমাদের নেতৃত্বের যাঁচাই করা হয় আসলে গলদ সেখানেই। কারণ বিচিত্র এ দেশের ভোট প্রথা—যেটা ভণ্ডুল হয় পরিপূর্ণ নাগরিক চেতনাবোধের অভাবে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতই আমরা ফেটে পড়ি মার মার করে জনদরদীর খোলস পরে। সবাই চান ভোট। ভোট দিতে হবে কাকে? কেউবা মহৎ প্রাণ দেশ সেবী, কেউবা দাতা হাতেমের জ্ঞাতি, কেউ জন দরদী, গরীবের বাপ সবাই প্রচার করে জারীগান, সারীগান, শ্লোগান সব গানই গলা ফাটিয়ে পল্লীর মাঠ ঘাট করে কম্পিত। অগনিত জনতা, সরল প্রাণ মানুষ বর্ষার

www.pathagar.com

পানার মত ভাবের আবেগে ভেসে চলে। তারা দিক ভুলে, ভবিষ্যত ভাবে না, পরিনাম ভয় করে না, ভোট দেয়। কিন্তু কেন দেয় কাকে দেয় তাও বুঝে না। তাই নেতারা দেনা করে ভোট পেয়ে ভাবে নেতৃত্ব তার দাবী। জনতার দানের মুল্য কানাকড়ি। ওদের দাবী বড় না দায়িত্ব বড় এটা এ যুগের প্রশ্ন। দেশের জনসাধারণ যতদিন চেতনা সম্পন্ন না হবে ততদিন নেতৃত্বের কদর এমনি করেই চলবে, গণতন্ত্র এ দেশের জন্য অমুল্য নেয়ামত কিন্তু চেতনামুখী জনমত দেশে না আসলে গণতন্ত্রের মৃত্যু অবধারিত। এ অপমৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী নেতৃত্ব নয়।

এক পয়সার বাঁশি কিনলে ছেলেরা দেখে কিনে বাজে কিনা কিন্তু দেশের অপরিনামদর্শী জনসাধারণ ভোট দাতারা মোটেই ভাবে না ভোট দেয় কাকে, আর দেয় বা কেন?

যে মূল্যে তারা ভোটকে কাজে লাগান নেতারাও তার চেয়ে বেশী মূল্য জনসাধারণকে কোন দিন দিতে চাননা।

একটা গল্প বলি, এক যুগে এক ঠগ এক ঘোড়া বিক্রেতার কাছে দেখলো একটা তাজি ঘোড়া, মনে ভাবল নিতে হবে কিন্তু টাকা কই? আরে টাকা নেই তাই বলে কি বুদ্ধিজ্ঞানও বেঁচে খেয়েছি নাকি?

সে এগিয়ে এসে বললো—ভাই, ঘোড়াটা কেমন চলে চড়ে দেখে তবেই তো দাম? যুক্তি অব্যর্থ, বিক্রেতা ঘোড়া ছেড়ে দিল। এরপর যেটা না বললেও অনেকেই বুঝেন—ঠগ ঘোড়া নিয়ে দৌড়; নিমিষে বহুদূর, বাস বিল্লা ফতে। পরবর্তী ঘটনা সে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে ঘোড়ার জিনটা মাথার তলায় রেখে যেমন শুয়েছে অমনি ঘুমে বিভোর। ঘুম ভেঙেতো অবাক, আরে ঘোড়া নিল কে? কষ্টে বুক ফেটে গেলেও মুখে কথা নাই—করে কি বুদ্ধি দিয়ে ঘোড়া কিনেছে লোকে শুনলে কি বলে? জীনটা

www.pathagar.com

ঘাড়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করলে পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু বলে ভাই শুধু জীন দেখছি ঘোড়া কই? ঠগ বললে ভাই ঘোড়াটা বেচে এলাম। বন্ধু বলে তা দাম কত পেলে? ঠগ বললে যে দামে কিনলাম সেই দামেই বেচলাম, লাভের মধ্যে এই জীনটা।

এটা যুগের আরব্য উপন্যাসের গল্প হলেও এ যুগে গল্প নয় সত্য। তাই যে দাম দিয়ে নেতারা ভোট কিনেন ওটা ঐ দামেই বাজার দরে বিক্রয় হয়ে যায়। লাভের মধ্যে পুলিশের গার্ড অব অনার ও জনগণের টি পার্টি, তাই জনতার দাবী যাই থাক, কালের পরিবর্তনে নেতার দাবীও ফিকে হয়ে আসে। জনতার দাবী দাবার ছকে লুট হয়ে যায়, নেতার দাবী অধিকারে এসে দাঁড়ায় ভোটদাতা সমাজকে তাই এ যুগের মন নিয়ে চিন্তা করতে হবে—অনাগতকালের কথা ভেবেই বর্তমানের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অন্যান্য দেশে প্রার্থীরা ম্যানিফেষ্টো দিয়েই বিরাট ভোটের নির্বাচনে পাড়ি দেয়। হাজার লক্ষ ভোটার নির্বিচারে নীতি ও আদর্শের উপর ভোট দিয়ে থাকে। আর এ দেশের ভোট কেন্দ্রে পুলিশ, পিয়াদা, পান সিগারেটের ছড়াছড়ি, দু'পক্ষের হুড়াহুড়ি এমনকি লাঠীয়ালদের পাঁয়তারাতে সীমা ছাড়িয়ে যায়। যে ভোটে জয়লাভ করে সে ভাবে অর্দ্ধেক রাজত্ব তার, যে হারে সে মরেও ভুত হয়ে আবার তার পিছে ধায়। দু'পক্ষের সমর্থকেরা লাভ লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায়। আর যে দু'চারটি নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ থাকে তারা ভোট কেন্দ্র থেকে পালিয়ে এলে প্রাণে বাঁচে, আর বাবার নাম করে। এ দেশে ভোট জয়ের আনন্দকে নেতারা জেহাদের আনন্দের চেয়ে বড় বলে মনে করেন এবং এরই জৌলুশে নেতৃত্বের গদিকে কায়েমী মৌরশী করে আটকে রাখেন। তাই এখানে ঝড়ে ঘর উড়ে, প্লাবন বন্যাতে ঘর বাড়ী ডোবে কিন্তু নেতা ভাগ্যবানদের আসন কোন দৈব দুর্বিপাকেও টলে না।

www.pathagar.com

যাদের ভাগ্য নিয়ে এরা ভাগ্যবান তাদের দুঃখকে এরা করে উপহাস। তাদের সুখকে এরা করে ঈর্ষা। এটাই আধুনিক নেতৃত্বের মহিমান্বিত।

এর ব্যতিক্রমে কেউ যদি গরীবের জন্য হা হুতাশ করেন, মর্ম পীড়াবোধ করেন তবে বর্তমান বাজারে তার দর নাই। নেতা হলেও তার কদর নাই।

বাদশাহ নাসির উদ্দীন হারুন-উর-রশীদ আরও অতীতের খেলাফায়ে-রাশেদীনের কথা নিয়ে অনেকেই আহাজারি করেন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে সেদিনের মানুষ ধর্মকে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহকেও ভয় করতেন। তাই দুনিয়ার ভোগ ও ভাগ্যকে আল্লাহের নিয়ামত বলেই মনে করতেন, তাই তাঁরা তখত্‌ তাউসের মধ্য দিয়েও মতি মসজিদের কল্পনা এঁকেছেন দেওয়ালে আমের চেয়েও বড় করে সোনা মসজিদের গুম্বুজ বসিয়েছেন। একালের ভাগ্যবানেরা আল্লার ভয় দেখিয়ে আর দশজনকে করেন নিবৃত্ত। নিজে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কেবল মউতের কথা ভেবে। আর আল্লাহের মসজিদকে দূর থেকে সালাম করেন কিন্তু কাছে ঘেঁসে না। যদি চুপী কিনতে টাইটা হারিয়ে যায়।

কথায় বলে ভাটি নদীতে পাল তুলে যেতে আর বাপের পয়সা খরচ করে বসে খাওয়ার মত সুখ নাই। কিন্তু এ বাজারে ধর্মের দোহাই বেশী চলে বলে ওটাকেই মূলধন করে দুনিয়াদারী করার মত সুবিধা আর কোথাও নাই। যদি নিজের কিছু থাকে ভাল, আর যদি কিছুই না থাকে, ধার করে চলো তবুও আফ্‌জল কিন্তু পরের হক না হক কোরনা। এতে তোমার ইন্‌ছানিয়াতের মৃত্যু হতে পারে—নাফ্‌ ছানিয়াতের জয় হবে—যার পরিনামে তুমি একদিন বনের পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হতে পারো।

জোরদার সভা চলছে, সভা মঞ্চ থেকে অবিরাম বক্তৃতার ধুলিঝড়

www.pathagar.com

উঠছে। মাঝে মাঝে মেঘ গর্জনের চেয়ে কঠোর কণ্ঠনাদে তক্‌বীর ধ্বনি উঠছে, ঠিক এমনি সময়ে মুয়াজ্জিন আজান হাঁকলো। সু-বিশাল জনতা মুহূর্ত মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ নামাজের জামাতে সামিল হল। দেখা গেল অর্ধেক মুছল্লীর মাথায় টুপী নাই। যা আছে তারও অর্দ্ধেক রুমাল। নামাজ শেষ হয়ে গেল, কারও কোন ওজুর প্রয়োজন ছিল কি না সে হিসাব আরশের ফেরেস্তারাই রাখবেন। নিন্দুকেরা অনেক কিছু বললেও আমরা শুধু এই বলি যে যারা দশ টাকার নেকটাই পরতে পারেন তাদের পাঁচসিকা দামের টুপী জুটে না কেন? এ রকম অনেক ক্ষুদ্র সমস্যার আজও সমাধান মিলেনি অথচ এমনিতর দেশাচারে গোটা সমাজ ভেসে চলেছে। এরাও মানুষ, শিক্ষা দীক্ষায় জ্ঞানে গরীমায় হয়ত অনেকের চেয়েও বড়। মানে মর্যাদায় হয়ত উচ্চাসনে সমাসীন। তবুও এরূপ অনেক দেশাচারে অলীক মতবাদকে অস্বীকার করতে পেরেছেন কি?

এরাই অমাবশ্যা পূর্ণিমাতে ঘটা করে নিশি পালন করেন। রোজার সময় পেটের অসুখ বলে শুধু চুনা মাছের ঝোল দিয়ে দু'বেলা দুটো ভাত খেয়ে জীবন বাঁচান, শবেবরাতে দেশের বাড়ীতে খুব ধুম হয় বলে নিজে কিছু করে না। কিন্তু ছেলের অন্নপ্রাশনে অকাতরে পানির মত পয়সা খরচ করেন। সেই ছেলে যদি তাদের জীবনে সাত পাক ঘুরে মাথায় সিন্দুর দেওয়া বৌ বিয়ে করার বাতিক তোলে তবে দোষটা কার পিতার না পুত্রের? এইভাবে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দেশের ও জাতির হরেক রকম রুচি ও রেওয়াজের গন্ধ পাওয়া যায়।

চার পয়সার চিনা বাদাম মসলা মিলিয়ে মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে খেতে শুধু মুখরোচক লাগে না দরেও সস্তা পড়ে, তাই বলে জাতি তার কৃষ্টি, চরিত্র, আদর্শ বৈচিত্র্য, সব কিছু দশটার সাথে মিশিয়ে একটা করে সেটাকেই আদর্শ বলে মেনে নিলে, এ দাম চিনা বাদামের

www.pathagar.com

চেয়েও কমে যায়। আগে শুনেছি যাঁরা জাতির সত্তা ও সম্মানকে তুলে ধরতে প্রাণ দিয়েছেন তারাই বীর। যাঁরা জাতির মানকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে সংগ্রাম করেছেন তারাই নেতা, রাষ্ট্র নায়ক সব কিছু। আমরা তুর্কীর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা গাজী মোস্তফা কামাল, ইরাক নেতা বীর গাজী করিম এদের মাঝে একই ইতিহাস সৃষ্টি করতে দেখেছি। কিন্তু এ যুগে যারা জাতিত্ববোধ মানে না, জাতির দুর্দিনে সরে দাঁড়ায়, নিজের প্রয়োজনে দুয়ারে দুয়ারে মাতামাতি করে তারাই নেতা নেতৃত্ব এরা লাভ করে না অধিকার করে। তাই একালের মধ্যবিত্ত মানুষ হয়েও যদি কোন রকমে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেন, তবে একটা রাজ্য জয় করেছেন বলেই মনে করতে পারেন। এরপর যদি গাড়ী, বাড়ী, মান ইজ্জত আপনার পাশে ছায়ীও কায়ার মত হয়ে আসে তবে সেটা ভাগ্যের কথা। আল্লার কাছে হাজার শোকরিয়া জানিয়ে আপাততঃ কিছুদিন নিশ্চিন্তে আপন আসনে জৌলুস বাড়িয়ে থাকতে পারেন। এ দেশের জনতা মূক, হয়ত বা বধির, তা না হলে এ ভোগ ও ভাগ্য কেমন করে রাতারাতি আমার কপালে এসে জুটলো এ প্রশ্নটা কোনদিন কেউ করেছেন কি? বরং সস্তা হাততালি দিয়ে সমাদর করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন অবারিত। যারা তালি দেন আবার তারা গালিও দেন এটাই এদেশের আভিজাত্য।

সংসারে যারা বড়, সমাজের যারা প্রধান তাদের দাবীটা আর দশ জনে মানলেও তাদের দায়িত্বটা তাকেই বইতে হবে এটাই কথা। আর সব চেয়েও বড় কথা, যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার মাঝে আমরা গড়ে উঠি সেটাই আমাদের প্রিয়, এই পরিবেশের মধ্যেই ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন আমাদের করতে হবে। এর ব্যতিক্রম যেখানে সেখানে একটা নৈতিক কিছু ঘটে যেতে পারে, তাই বলে স্থায়ী সমাধান হবে না। "অগ্রহায়ণ পৌষে আম-কড়ালী, ভাদর মাসে তাল" এটা এ দেশের চলতি কথা। কিন্তু কেউ

www.pathagar.com

যদি, এই ভালকে জৈষ্ঠ্য মাসে পাকাতে চান তবে তাকে শিরীষ বেতাল ভট্ট হয়ে, শশ্মানে গোরস্থানে শিরীষ গাছের ডালেই বুঝতে হবে এটাই সত্য। —এই আচার পদ্ধতির মানুষ নিয়েই আমরা বাস করি—এরূপ সংস্কার বিশ্বাসী মানুষের মন ও মেজাজ নিয়েই আমরা চলি। এরাই এদেশের নেতা যাদের নিজের এক সিকি —খোচ করা যায় আনা। এদের দেশে মড়ক লাগলে বাড়িতে মরা মানুষের দাফনে কাফনে সারা শরীয়তের কথা মনে করে, সেটা ধর্মের টানে না সামাজিকতার টানে এটা যদিও বলা অসম্ভব, তবে তাও যেটুকু করে তারা ষোল আনাই খান্দানী ও ঐতিহ্যের খাতিরে মাইয়েতের খাতিরে সে বিচার একদিন আল্লাহ পাকই করবেন। হয়ত নাক সিট্‌কিয়ে অনেকেই বলবেন—এরা আদতে কৃপণ। মোটেই নয় ঐ রোগের জীবাণু আজ সংক্রামিত। আবার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জলসাতে, আয়োজনে এরাই চৌদ্দ আনার আদর্শ বজায় রাখতে মেয়েতে পুরুষে "বুফে" লাঞ্চ বা ডিনার খাওয়াতে তৃপ্তি লাভ করেন। তা হলে বলুন কৃপণতার অপবাদ নয়, এটা আমাদের অনেকেরই ঘর ছাড়া বাহিরের আকর্ষণ, "ঘরকে আমরা পর করেছি বাহিরকে করেছি আপন"। হয়ত বলবেন হায়রে উদার হৃদয়, মোটেই নয়, ওটা আমাদের চাওয়া পাওয়ার অনেক বাহিরে।

বাংলার শ্যামল মাঠ, বিজন ঘাট, ঝিল বিল নদীর সেইরূপ ফিরিয়ে আনতে, কবির কল্পনাকে আকার মুখর করে তুলতে এরাই এ যুগে ইরান, ইরাক দেশের মরুভূমি দেখতে যান। আবার কেউ জাপান, চীন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া তুষার ঢাকা পথ ও প্রান্তর দেখে আসেন। উদ্দেশ্য যাই হোক, এ দেশের মাটিতে বরফ গলান সৌন্দর্য মরুভূমির হাহাকার কান্না-লু-হাওয়ার মাতম কোন দিন বইবেকি।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, পথে প্রান্তরে চার পয়সার চিনাবাদাম—শুধু দরে সস্তাই পড়েনা. কদর বড় বেশী কমে না। তাই যেখানে যে আসরেই যান—কবির গানের আসরে গানের চেয়ে ঢোলের বাজনাই বেশী শুনতে পাবেন, বিয়ে বাড়ী গেলে দেখবেন খাদ্য খানা পিনার খান্দানি রেওয়াজ বিদায় নিয়েছে; এক গ্লাস শরবত বা পান দিয়ে বড় দায় রক্ষা পেতে পারেন কিন্তু—ঢাক ঢোল আতস বাজির সস্তা খান্দানী পুরা মাত্রাই দেখবেন—কানের পীড়া বাড়বে তবুও বিয়ে বাড়ী ছাড়বে না। বোম ফটকার দৌরাত্মে আপনার বাড়ী পুড়তে পারে নিজেও পুড়ে মরতে পারেন কিন্তু ক্ষতি কি? খান্দানী তো রক্ষা পাবে। বর্তমানে খান্দানীর প্রবাহ ও প্রতিপথ এইদিকেই প্রবাহিত। মাইকের আর্তনাদে আমাদের চেতনাবোধ হারিয়ে গিয়াছে।

বাংলা আমার জন্মভূমি, বাংলা আমার ভাষা, এই ভাষাতেই লুকিয়ে আছে মোর জীবনের আশা।" কথাটা প্রবাদ নয় শুধু কাব্য নয়, প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনের অনুভূতি। তাই বাংলার হাওয়া বাতাস, বিল ঝিল, শালুক পদ্মের সমারোহ, তাল তমাল, হিন্তাল গাছের সারি। এ দেশের মানুষের মনই ভোলায় না —এরা মনে প্রাণে ভালবাসে এ দেশের মাটিকে। দুঃখের কথা হলেও সত্য যে এযুগে বাংলার আলোতে সিগ্ধতা নাই, বাতাস বহে সেঁদো গন্ধ। তাই বর্তমান কালের নায়ক মোক্তারেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিয়েছেন আবার কেউ দেশ ছেড়ে বিদেশের স্বর্গ মায়ালোকে আসর জামিয়েছেন। তাই সে দেশের আভিজাত্য ও আদর্শ এদেশে আমদানী করে আমরা ভুলে গেছি আমাদের পিছনের কৃষ্টি অতীতের ইতিহাস।

এ দেশের কৃষ্টি সভ্যতা অনেকেরই মনে হয় একটি নেংটি স্বভাব। তাই বাংলা ছাড়ার পথে এরা যখন টিকি কামিয়ে পৈত্রা

www.pathagar.com

ফেলে, পায়জামা আর টুপি ছেড়ে যান, বাংলায় ফিরে আসলেও এগুলো আর তাঁদের স্বভাবে ফিরে আসে না, এরা অধিকাংশই যা' হয় তাই না ঘরকা না ঘাটকা।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শের উপর যদি আমাদের—বর্তমান সমাজের ইমারত গড়তে হয় তবে আপনারাই বলুন সে ইমারতের বুনিয়াদি কিরূপ হবে? আজ এ প্রগতি সভ্যতার যুগে সেটাই বড় প্রশ্ন। রক্ষণশীল যারা তারা সমাজে প্রতিভা হারানোর পথে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু যেভাবে এর প্রচার গতি বৃদ্ধির পথে তাতে মনে হয় সে দিনের সভ্যতা আধুনিক রুচি আদর্শের কাছে, দিনে দুপুরে ডাকাতির মতই করে লুটপাট হয়ে যাবে। এর পরিণামে সমাজের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া এসেছে মানুষ তার অন্তরের মনুষ্যত্ব-বোধ এমনকি পারিপার্শ্বিকতা ও ভুলেছে। ভাড়াটে বাড়িতে বাস করে ভাড়ার বেশী খবর যেমন কেউ রাখেনা, আধুনিক সমাজে তেমনি নিজের প্রয়োজন স্বার্থ ছাড়া কেউ আর কারও কল্যাণ অকল্যাণের প্রয়োজন বোধ করেন না। এর পরে উৎসাহ হীন সমাজে আর কারও প্রয়োজন হবে কি?

সে দিন বড়ই প্রয়োজনে কলিকাতা রাজধানীর পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম কিছুতেই ডাক্তার রায়ের আস্তানা খুঁজে পাওয়া যায় না। নোটবুক থেকে বার বার দেখি ডাক্তার এ, কে রায় বাইশ নম্বর ম্যাকমাহারা ষ্ট্রীট। না ভুলতে' হবার কথা নয়—এটাই তো সেই জায়গা বড় বড় করে বিলেতী কায়দায় ইংরেজীতে রাস্তার নাম লেখা রয়েছে। চোখের ভুল, মনের ভুল কোনটায় তো নয় —তবে যাকেই বলি সেই বলে "ওনামে কোন মানুষ এ রাজ্যে নাকি নাই?" তাই শেষে হয়তো কেউ আমাকে দিনে দুপুরেই পাগল বলে ভাবতো এমন সময় এক ফিরিঙ্গী সাহেবের সাথে অনেক করে ইংরেজীতে কায়-ক্লেশে আমার অবস্থাটা সামান্য পেশ করতে

www.pathagar.com

পেরেছি বলে মনে হইল তিনি হাসলেন আমিও দম নিয়ে প্রাণে বাঁচলাম। সাহেব রহস্য জড়িত কণ্ঠে দুঃখের সাথেই বললেন— আপনি মিঃ রয়ের কথাতো মোটেই বলেন নি, "Here is Mr. Roy, my clase neighbour"—মনে মনে লাঞ্ছিত হলাম। হায় ছুয়াদৃষ্ট। কুল ছড়ির অজিত কুমার রায়, এখানে আকার হারিয়ে একেবারে রয় হয়ে বসেছেন একথা মনেই জাগেনি, ঘোর আধুনিকতা—।

এমনি করেই বর্তমান সমাজে অনেকেই আকার হারিয়েছেন, নূতন আভিজাত্যের ও পাশ্চাত্যের গন্ধে নিজের জাতি জ্ঞাতি সব ভুলেছেন যে যেটা নয় সেটা নিয়েই মাতামাতি করতে ভালবাসেন। তাই বলছিলাম এটা যে কলিযুগের কোন অবতার, তা স্পষ্ট করে বলবার কোন উপায় না থাকলেও, বর্তমানের পিচ ঢালা পথের গরিমায় আদিকালের মাটিও গেয়ো পথের স্মৃতিকে ভুলতে বসেছি এটা হলপ করেই বলতে পারি।

তাই ভাবি ঘোর আধুনিকতা প্রতি দিনের খবরের সংখ্যাগুলি পরপর মনে জাগে, তাই দত্ত পরিবারের সকলকেই আজ ডাট বলে ডাকা হয়। জোড়া সাকোর ঠাকুর পরিবারকে টেগর নাম করা আই, সি, এস সান্যালকে সাহেবরা খুশী হয়ে জানিয়াল বলে আদর করে ডাকতো। এ যুগের প্রতিভাবান ডাক্তার আহম্মদ আজ আমেদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন, নাম করা সাহিত্যিক মিঃ রহমান ও তেমনি আকার হারিয়ে রেমান বলে পরিচিত। এদেশের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক জীবন এরা বহু পূর্বেই হারিয়েছেন কিন্তু কদর পেয়েছেন বেশী।

এরাই আবার মুখেয় সিগারেট, দুই দিগন্তে বাঁধনহারা গোফ টিকে একই কাতারে রেখে ভাঙ্গা আর বিকৃতি করে—আরও নেকামী করে কথা বলে, একটু বাঁকা করে সোজা নামকেও ন্যাকামু করে

www.pathagar.com

ডাকে। এরাই আবার পাশাপাশি ভাড়া বাড়ীতে বাস করলেও প্রতিবেশীকে বেশী করেই পাশ কাটিয়ে চলেন। বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিতে এরা নিজের সম্পর্ককেও চুকিয়ে চলে। কারো সুখে হাসেনা, কারো শোকে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে আহ জারীও করেনা। বিচিত্র এদের জীবন। এরা নির্জ্জন পরিবেশ, নিরালা হয়েই বাস করেন, সমাজ মানেনা অথচ জাতির জন্য গলা ছেড়ে চিৎকার করেন।

আপনি হজরত আলী (রঃ) ধর্ম্ম প্রেম নিয়ে হা হুতাশ করুন, খলিফা ওমর (রঃ)র পরোপকারিতা নিয়ে কাব্য লিখুন ওটা এ যুগের রিয়ালিটি নয় ওটা সেন্টিমেন্ট, ভাবখানা এই যেন এ সবের প্রয়োজন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এটাই আধুনিক মতবাদ বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন।

আদি যুগের শাহ্ ফকীরের দল, বাল্মীকি মুনি জন্ম ও দায়িত্বের কথা বলে মানুষকে ভাবিয়েছেন। মধ্যযুগের গোপাল ভাঁড় রসিকতা করে সেকাল ও একালের মানুষকে হাসিয়েছেন। আর এ যুগের চিন্তাশীল নেতারা বৈজ্ঞানিকরা একদিকে এনেছেন এটমের আতঙ্ক আর একদিকে পেটের চিন্তায় সকলকেই করেছেন উশৃঙ্খল ও বেপরোয়া।

এখন মানুষ দুর্দিনকে চিন্তা করেনা। অতি সুখেও প্রাণ খুলে হাসেনা, শুধু দল পাকিয়ে কোন্দল করতে ভালবাসে। তাই সেদিনের ৭৭-এর মন্বন্তরে মানুষে-পশুতে একই ডাষ্টবিনে উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, নির্ব্বিঘ্নে, পোড়া কপালের দোষ দিয়ে আত্ম তৃপ্তি লাভ করেছে, ফুটপাতে অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষকে পায়ে মাড়িয়ে চলতে কারো হৃদয় কাঁপেনি, এক ফোঁটা চোখের পানিও পড়েনি।

এককালে রাজা অশোক কৌলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করে নিজ চোখে মানুষের মৃত দেহ দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে যুদ্ধে মানুষকে

www.pathagar.com

নির্বিচারে হত্যা [redacted] প্রয়োজন হয়, এরূপ যুদ্ধ করে রাজ্য বিস্তারে তার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি জীবনে মানুষের বিরুদ্ধে আর কোন দিন অস্ত্রধারণ করেন নি, এই অহিংস নীতির প্রসারে এককালে সমগ্র ভারত ভূমিতে তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। আজ বিনাযুদ্ধে অনাহারে অগনিত মানুষ মরলেও মানুষের মনে সাড়া জাগেনা। যারা নেতৃত্ব করেন তাদেরও হৃদয় দোলেনা।

এককালে গল্প শুনেছিলাম যে লজ্জা করে ফুটপাতে চানাচুর বাদাম ভাজা না খেলে সারাদিন উপোষ অনাহারে কাটাতে হবে। তাই বোধ করি এ যুগে সকলেই লজ্জা বস্তুকে বিদায় দিয়েছেন বনবাসও বলতে পারেন। তাই যারা মানুষের কল্যাণে রাজ্য বিস্তার করে তারা মানুষকে মেরেই তা করেন। মানুষের দুঃখে হা-হুতাশ করলেও তাদের মূল শক্তিকে হিংসা করেন। তাই যারা মানুষের অধিকার হরণ করে রাজ্য দখল করে আছেন তারাও গলা ফুলিয়ে গণতন্ত্রের বুলি জাহির করতে ছাড়েনা।

আধুনিক নেতাদের দাবী নেতৃত্ব দায়িত্বের যেটুকু তা ভোটের আগেই জনতা সুদে আসলে শোধ করে নিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন। জনতা দাবী করেন নেতারা বিনাশর্তে খেদমত করেনা। এই আলাদা দৃষ্টি নিয়ে উভয়ে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালে যে বিশ্বাসের কানাকড়ি আমরা লাভ করি তাই নিয়ে ভবিষ্যতের সওদা করি। নেতা ও জনতার একাত্ম ভাব ও নিকট সম্পর্ক গড়ে না উঠলে যা হয় এতদিন আমাদের তাই হয়েছে। এই মন আর মানুষ নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে উঠেছে। নেতাদের ভোগ ও ভাগ্যকে অনেকেই ঈর্ষা করেছেন, রাতারাতি গাড়ী, বাড়ী, বৌ বাতিক এসব দেখে অনেকেই আঁতকে উঠেছিল "তাদের বিত্ত ও সম্পদ গড়ে উঠতে দেখে দুষ্ট লোকে অনেক কথা

www.pathagar.com

বলেছেন কিন্তু ভাল দশজনে বলবেন 'ওটা তকদির, ওটা বিশ্বাস না করলে পাপ্ করা হবে' আল্লা বলেন 'তদবির করো তকদির মিলবে। যারা তকদির লাভ করেছেন তাদের তদ্বিরে ছিলো জোর বরাত—তারা ভাগ্যবান হয়েছেন। —এর পরে যা' তার সমাধান তর্কে নাই। আকাশে শুধু কাল মেঘই জমেনা, আঁধারের পরে ঝিল্কী দিয়ে তারার আলোও জ্বলে।

এই বিশ্বাস নিয়েই আপাতত এখানেই ক্ষান্ত। বন্ধু ইয়াজদানী ভাবের আবেগে অনেক কথাই সেদিন বলেছিলেন—বিস্তীর্ণ রাজপথ ধরে মানুষই চলেনা, ফিটন গাড়ী, মোটর সাইকেল, রিক্সা চলে—ফিয়েট, টয়োটা, কনসাল, মজদা, মোটরের পাশ দিয়ে ঝলক লাগিয়ে রোলস্ ওয়েস তাও ছুটে চলে মানুষের মধ্যে ধনী বিত্তশালীর পাশ কেটে গরীব ভিক্ষুক তারাও চলে—আবার পঙ্গু লুলা লেংড়া মানুষে ফুটপাতে চিরকালের ঘর বানিয়ে পথ চারি পথিকের কাছে আজাহারি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই যে দুনিয়া সৃষ্টি জগতে ভালমন্দ আলো আঁধার এমনি করেই পাশাপাশি তাদের যাত্রা শুরু করেছে কিন্তু অতীতে কি এমনি ছিল? প্রশ্ন করেই উত্তরের প্রতীক্ষা, না —করে ইয়াজদানী আবার বলেন সে দিনের দান বীরেরা মাথায় করে ক্ষুধার অন্ন বিলি করেছেন, গরীবের আস্তা কুঁড়ে খলিফা ওমর নিজের কাঁধেই আটার বস্তা বয়ে নিয়ে মাসুম বাচ্চার মুখে আহার ও হাঁসি দুই ফুটিয়েছেন, —সহচর গোলাম কাঁপতে কাঁপতে বলে আমিরুল মুমেনীন—নাদান বান্দা হাজির থাকতে হুজুর নিজে কাঁধে করে বস্তা বয়ে নিবেন—সেকি হয়? খলিফা হেঁসে বলেন "কিয়ামতের দিনে আমার খেলাফতের দায়িত্ব ভার তুমি যদি বইতে না পার তবে আজকের আমার দায়িত্বের বোঝা তুমি বহন করলে, এর ভারটাও সেই দিন আমাকেই বইতে হবে বন্ধু"—তিনি আবার বললেন দাতা হাতেমের বিশ্ব জোড়া খ্যাতিতে সম্রাট নফেল বিস্মিত

www.pathagar.com

হলেন। দাতা হিসাবে তার যে সুখ্যাতি ছিল সেটা হাতেমের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়াল—অহমিকায় তার অন্তর মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। হাতেমের একটি সুদৃশ্য তাজি উট ছিল—সম্রাট মনে মনে ফন্দি আঁটলেন,—এবারে হাতেমকে পরীক্ষা করতে হবে খাঁটি না মেকী? সম্রাটের নির্দেশে তার নিজস্ব কাসেদ হাতেমের দৌলত খানায় হাজির হোলেন—এবং রাত্রি বাসের ইচ্ছা জানালেন। অসময়ে হোলেও হাতেম সম্রাটের কাসেদকে না চিনেও পরম আদরে আপ্যায়িত করলেন।

পরদিন প্রত্যুষে কাসেদ নিজ পরিচয় দিয়ে উক্ত সুন্দর উটটি দানের জন্য সম্রাটের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কাসেদ চেয়ে রইলেন এবারের পরীক্ষায় হাতেম উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা? হাতেম অবাক বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বললেন ভাই—গত রাত্রে আপনার অসময়ে আগমনে কোন পথ না পেয়ে আমি আমার ঐ প্রিয় উটটিই জবেহ্‌ করে অতিথি সৎকার করেছি, আফশোস এ কথাটা আগে বলেন নি?

—কাসেদ ফিরে গেল। বাদশাহ নফেলের গর্বের শির আপনিই নত হয়ে গেল। সেই জন্য বলতে হয়, এই সব দান বীরদের দানের চাইতে ত্যাগই ছিল তাদের চরিত্রের মহান আদর্শ। দাতা কর্ণ, রাজা হরিষ চন্দ্র দান করে নিজদের সত্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা হরিষচন্দ্র সবকিছু বিলিয়ে শূন্য হাতে শ্মশানে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। ত্যাগের সীমাহীন আকর্ষণ আছে, মোহ আছে, আসক্তি আছে—একবার মানুষ এর প্রভাবে এসে পড়লে সে কখনও লোভ লালসার আকর্ষণে লিপ্ত হতে পারে না। সমাজপতি, নেতা ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনেতা, শিক্ষক এমনকি ক্ষুদ্র একটি গৃহস্বামীরও চরিত্র গড়ে তুলতে যেটুকুর সব চাইতে বেশী প্রয়োজন সেইটেই ত্যাগ। একমাত্র এইটির অভাবে আজ বিরাট বিশ্বে মানুষ মানুষে হানাহানি ও স্বার্থের সংঘাত

www.pathagar.com

এমন কি শান্তিময় জীবনেও চরম সংকট দেখা দিয়েছে। পোড়া জমিতে আগাছা জন্মে, অশিক্ষিত মনে কুসংস্কারের বিশ্বাস বাসা বাঁধে, তেমনি যে চরিত্রে ত্যাগের আকর্ষণ নাই, সে অন্তর স্বার্থ চিন্তায়ই মগ্ন থাকে সে নিজকে নিয়েই বিব্রত থাকে এবং লোভ লালসার পরগাছা তার অন্তরকে পিষ্ট করে। সমাজ, দেশ বা জাতি সবটাকে সে আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সীমার মধ্যে আবিষ্ট করে রাখে। সব চাইতে দুঃখের কথা এই যে এ যুগে কে আসল আর কেবা নকল তা বেশভূষার পারিপাট্য দেখে বুঝবার কোন উপায় নেই বলে ভালমন্দ আলো-আধার হক না হক একই কদরে আদরে একই বাজারে সমানে চালু হয়ে আসছে।

এদের গতিবিধি অবাধ—এরা শোষণ করে কোন শাসন মানে না। জুম্মার মসজিদের খোতবা থেকে শুরু করে, ফটকার বাজার ঘুরে আবার সন্ধ্যের আবডালে গুলিস্তানের কাউন্টারের পাশেই এদের জটলা করতে দেখা যায়। গরীবের ছেলের মাথায় ফুঁদিয়ে রোগ নিরাময় করা জীন তাড়ান, গ্রামের নালিশে শালিসে মাতববরী করা মিথ্যা মামলার জন্য সত্য সাক্ষ্য দিয়ে দেশের সেবা করা, গরীবের কল্যাণে বক্তৃতার মঞ্চে বুকে হাত মেরে আহ্‌জারি করা—এতিম, মিস্‌কিনের জন্য কান্নায় আল্লার আরশ মোবারক কাঁপিয়ে তোলা, এদের স্বভাবই নয়—এটা দস্তুর।

ওরা চায় এই পথেই এন্‌কেলাব।

* * * *

আধুনিক কালের বড় শহর, বড় রেস্তোরাঁ, ছবি ঘর, হোটেল সবই আছে শুধু নাই দশজন মুশল্লীর নামাজ পড়বার একটি স্থান বা মসজিদ দাবি উঠলো মসজিদ চাই। জনতার মাঝে নেতারা

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়লেন গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা করলেন, উত্তেজনার চাপে জনসাধারণ জোয়ারের পানির মত ভেসে চললো কতগুলি গরীবের কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে মসজিদের ভিত্তি পত্তন করা হলো। রাধা এল কিন্তু উত্তেজনার মুখে ভেসে গেল। দুঃখী মিসকিনদের উৎখাত করে মসজিদের শাহী ইমারত গড়ে উঠলো। উত্তেজনা প্রশমিত হলে, ন্যায় অন্যায়ের বিচার শুরু হলো। বে-আইনী জনতার উপর পুলিশের হামলা শুরু হইল, কেউ রক্ত দিল কেউ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে বড় করে শিরোনামায় বাহির হইল দেশভক্ত ধর্মপ্রাণ নেতার প্রচেষ্টায় শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আল্লাহের এবাদত গাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর কিছু সংখ্যক মানুষ বে-আইনী জনতায় মিলিত হওয়ায় গুণ্ডা আইনে কারাগারে বন্দী হয়েছে। এটা অবাস্তব কল্পনা বা কাহিনী নয়, আধুনিক যুগের অতি সত্য সুন্দর দেশাচার ও প্রতি দিনের ঘটনা। এ ঘটনার পিছনে যারা বিত্ত সম্পদ হারালো মসজিদের নামে আপন রাস্তা ত্যাগ করলো যারা আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে মসজিদকে রক্ষা করলো খুন দিল, তাদের কোন কথা প্রচার হইল কি? এইভাবে গোটা দেশ নিয়ে আজ যে সত্যের জয়ঢাক বাজানো হয় তার পিছনের ইতিহাস গরীব ও দুঃখের ত্যাগের কাহিনীগুলি ইচ্ছাকৃত ভাবেই গোপন করা হয় কেন?

দান বা ত্যাগের কাহিনী ব্যক্তি কেন্দ্রীক বলেই এত দিন স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু এ যুগে কাহারও দান ও ত্যাগের প্রচার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। এমনি অনেক স্মৃতি ও প্রতিষ্ঠান গত দশকের মালিক মোখতারদের নামে আজও চালু হয়ে আসছে কিন্তু কেউ বলতে পারেন কোথায় কাহার কতটুকু ব্যক্তিগত দান বা ত্যাগের কাহিনী জড়িত আছে? এটা নিয়ে কেউ এতদিন প্রতিবাদ করেন নি, হয়ত করলে রাঁচি বা হেমায়েতপুরে আশ্রয় লাভ করাটাই

www.pathagar.com

ভাগ্যে জুটত। আল্লা বলেছেন গরীবের ক্ষুদ্র দান ও ত্যাগে বিরাট কল্যাণ সাধিত হতে পারে। অতি সামান্য পয়সা জন প্রতি ফেতরা ছাদকা আদায়ে আজও মুসলমান সমাজ প্রতি বৎসর লক্ষ কোটি টাকা আদায়ে লাখে লাখ নিঃস্ব মিছ্‌কিনের মুখে ঈদের দিনে হাঁসি ফুটিয়ে তোলেন। এটা বাস্তব সত্য এবং এর পিছনে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু কোটিপতি বিড়লা, ইস্পাহানীর দানে কোথাও কোন গরীব দুঃস্থের কল্যাণ করা হয়েছে বলে আজও শোনা যায়নি।

গরীবের খুদ কুঁড়ের কথা কেইবা জানে আর কেইবা শোনে? যারা জানে বা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তাঁদের মুখ থাকলেও ভাষা নেই-অন্তর আবেগে ফেটে পড়লেও এদের মুখ ফোটেনা। এরাই বর্তমান বিশ্বের অগণিত সংখ্যা গরিষ্ঠ অভাব ও বেদনা পিষ্ট সমাজ

যারা লক্ষ পতি তাদের দানকে এদেশের পথে ঘাটে এত বেশী ঢাক ঢোলে প্রচার করা হয় যে, তার জন্য কারও অন্তর স্পর্শ করেনা, অনেকেই করুনা করে বলেন যে দানের চাইতে দাবী বড় সেটা গাছের আগাছা পর গাছার মতই পর ভোজী। এদানে মর্য্যাদার চাইতে মোহই বেশী

আধুনিক কালের দানকে গর্ব করে প্রচার করা হয়ে থাকে বিভিন্ন কায়দায় বার-বার এর প্রতিধ্বনী কানে বাজে। যারা শুনে তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে দেশে বর্গী আসার গল্প করে। বয়সে যারা নবীন তারা ভাবে এত টাকায় দুটি ছবি ঘর ভাল চলতো আবার প্রবীনেরা ভাবেন এদানে দশজনের কিছু উপকার হোলেও অনেকেরই যে কর্ম্মপীড়া সৃষ্টি করে একথা কে বলবে? যে দানের চেয়ে দক্ষীনার কদর এত বেশী সে দানের আজ মূল্যবোধ আছে কি?

অতি ঝাঁজাল তীব্র প্রচার কানে শুনে বিদেশী পর্য্যটকের দল নাক ও মুখ দুই ছিট্‌ কিয়ে কুঞ্চিত করে বলেন "সাই গনের

www.pathagar.com

কাঁদুনে গ্যাসের তীব্র ঝাঁজ সহ্য করেছি কিন্তু মাইক্রোফোনের এক ঘেয়ে চিৎকার ও ইতরামী কোথাও দেখিনাই। ঋতুর পরিবর্তনে হাওয়া বদলায় আর যুগের পরিবর্তনে মন বদলায় তাই এ যুগে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, সামান্য কিছু পেয়েছি বেশী কিছু বদলিয়েছি। বিবাহ সাদী, উৎসব আয়োজনে পূর্বে মানুষ যে সমাজ করে অতিথী আপ্যায়ন করতো কোন উৎসব আয়জনে দশজনকে আপ্যায়নে আজ তৃপ্তি লাভ করতেন—যারা অভাব ক্লিষ্ট তারাও কখনও লোক লজ্জার ভয়ে দেনা করে সাহায্য নিয়ে সামাজিক মান মর্য্যাদা রক্ষা করতেন। এ যুগের—হাওয়া বদলিয়েছে. কোন উৎসব আয়োজনে কারও কিছু থাক বা না থাক, "দেনা করে হলেও তিন দিন তিন রাত ধরে" মাইক্রোফোনের চিৎকার ও গানের আসর জমিয়ে আর দশ জনের ঘুম শান্তি বিনষ্ট—করতে কারও কনা মাত্র সংকোচ আসেনা।

নিজের দুঃখ ও দারিদ্রতাকে আরও জাহির করে প্রচার করতে কারও কোন সঙ্কোচ বাধা আসেনা কেন? তাই বলছিলাম আমরা শুধু মন বদলাইনি তার সাথে মনের রুচি ও চিন্তা বোধকেও বদলিয়েছি। শুধু মন নয় যুগের পরিবর্তনে মানুষের জাতীয় জীবনের আলেক্ষ্য চেতনা বোধ তাও বদলায়—কথা প্রসঙ্গে ইয়াজদানি সাহেব অতীতের সেই দিন গুলি স্মরণ করিয়ে বললেন—ভাই অরুপ আজও অতীত আমাদের স্মরনাতীত নয়—একবার মনে করো - ১৯৪৭ সালের আগষ্ট—মাস আমাদের মাঝে দেখা দিল নতুন জাতীয় জীবণের শুভ সুচনা. গোটা জাতীকে দুশো বৎসরের গোলামী জিঞ্জির ভেঙ্গে চুরমার করে শোনান হলো মুক্তি সনদ কিন্তু তারপর মুক্তি আসিল তাদের যারা কোন ত্যাগ করেনি বা আন্দোলন করেনি. তারাই আবার একাত্তরে অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামী মানুষকেই হত্যা করিল এটা নির্ম্মম অবাঞ্ছিত ইতিহাস।

মধ্য রাত্রির ঘোষনায় অসহায় কাহাফের আবার ঘুম ভাঙ্গালো

www.pathagar.com

নূতন দিনের আলোকে এরা আবার জাগলো, নূতন পুলকে। ভোরের বাতাস ফুলে ফুলে দোলা দেওয়ার আগেই, শিশির স্নাত চামেলীর বুকে সূর্য রঙ্গীন ছটা লাগবার আগেই, রাতের রানী দোয়েল সুর তুলার আগেই এরা আবার জাগলো। স্বপ্নের আবেগে শুনলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এর বেশী ওদের কিছু ছিলনা। পলাশীর রক্ত রাঙ্গা খুন মেখে যে সূর্য লক্ষ রাগের আভ্র কাননে মুখ ঢেকেছিল, সেই অস্তমিত সূর্য অরুণ প্রভাতে তরুণের গান গেয়ে আবার জাগলো। ঘুম ভেঙ্গে তরুন শিশুর দল গান ধোরল॥ আবার জাগার পালা, নূতন প্রত্যাশার গান—ছাত্র তরুন দল গেয়ে উঠলো বুড়োরা দুই হাত তুলে অল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করলেন, সাধক ফকির দরবেশরা তস্‌বীরে দানা কপালে ঘুঁসে শোকরিয়া জানালেন। অনেক রক্ত ও হত্যার পর আবার যাত্রা শুরু হলো। গোটা সৃষ্টি জগতে প্রাকৃতিক নিয়মে পা ফেলে চলে। মাসের পর মাস গত হয়, তার সাথে পালাক্রমে ষড়ঋতু আসে ও যায়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপকে হরণ করে বর্ষার বিদ্যুত ভরা জলধারা, হেমন্তের কুহেলী ভরা বাতাসে শীতের উদ্দাম হাওয়া আনে ব্যর্থতার পরিবেশ, আবার বসন্তের আগমনে মুঞ্জরিয়া ওঠে নবীন পত্র বিন্যাস—এইত প্রকৃতি, সৃষ্টি জগত নিয়ে এমনি খেলা প্রতি নিয়ত চলছে। মানুষের গড়া ইতিহাস ও তেমনি আলোর পিছে আঁধারের, ভালোর পাশে মন্দের সৃষ্টি করেই চলেছে।

আমাদের জীবনেও তেমনি দুই শতকের অন্যায় অবিচারের পরিনাম হিসাবেই এসেছিল আজাদী—তাই জাতি ভবিষ্যতের ক্ষয় ক্ষতি হতে একে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, পাক কোরানের মহান ঘোষনা তোমরা একতার রজ্জু শক্ত করিয়া ধরো পৃথক হইওনা, আবার প্রতি প্রানে স্পন্দন দিয়ে গেল, ইয়াজদানী সাহেব প্রশ্ন করলেন এবার বলুন এ সাধুবাদের প্রচেষ্ঠা কে বা কারা করবেন?

www.pathagar.com

তাই আজ যাবতীয় সমস্যার মাঝ খানে এই যে ফাঁক বা আবর্ত রয়ে গেছে, এটাই গোটা জাতীয় জীবনে যে ঘুর্ণী ও আবর্তের সৃষ্টি করেছে, তাতে গোটা সমাজ আজ ঘুর পাক খেয়ে মরছে হয়তো ভবিষ্যত সাইক্লোনের মতো উড়ে যাবে। এ কথাটা কত সত্য সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝতে কষ্ট হয়না। যদি বলি আমি—শৃঙ্খলা মানি মিথ্যা বলা হবে, যদি বলি মানিনা আদবের খেলাপ করা হবে, কারণ আমরা এর প্রয়োজনটা যে টুকু স্বীকার করি বা মানি তা মেয়েদের আট পৌড় শাড়ি ও পুরুষদের সৌখীন চিরনার চাইতে বড় বলে মানিনা।

মহাকবি ইকবাল মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি কেন চেয়েছিলেন? মনের ভাবকে হাতের কলমে প্রানবন্ত করেছিলেন কল্পনার আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রুপায়িত করতে চেয়েছিলেন, এবং এটাই সে দিনের পাকিস্তানের জন্ম ইতিহাসের আদি কথা ছিল নয় কি?

মহাকবি দেশান্তরিত হয়ে আজ জান্নাত বাসী কিন্তু এ যুগের স্বপ্ন বিলাসীরা ইক্‌বালের স্বপ্নকে আরও বিচিত্র করে এঁকেছেন ইউরোপীয় সংস্কার ও ভাব ধারাকে টেনে এনে ইহাকে স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলতে গিয়ে বার বার পশ্চিমের সভ্যতার ও আদর্শে জড়িয়ে পড়েছেন। স্বার্থ ও লোভ লালসার জন্য গোটা জাতিকে করেছে বিড়ম্বীত। এদেশের আলাহিদা বুনিয়াদ হবে, পৃথক স্বতন্ত্রতা গড়ে উঠবে একথা বার বার বললেও আমরা ইউরোপীয় কানুন শিক্ষা, সংস্কারকে কখনও ছাড়তে পারিনি। তাই সেদিন এ দেশে নূতন করে জিম খানা ক্লাব গড়ে উঠেছে। নারী পুরুষে মিলে বন্ধুত্বের আসর জমিয়েছে তাসের টেবিলে। এরা সুইমিং পুলে অংশ গ্রহণ করে বিকালে টেনিস—লনে আবির্ভূত হন, সন্ধায় ব্রিজ খেলে দুই পেগ ভারমুথ ও হুইস্কি টেনে সব শেষে বুকে ডিনার খেয়ে মধ্য রাত্রিতে গৃহে ফিরেন। ঘরের আকর্ষনের চাইতে এ যুগের নর-নারীর

www.pathagar.com

ক্লাবের আকর্ষণ হয়েছে বেশী, এখানে এরা স্বাধীনতার নামে হরি লুট করে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করেছে। এই ভাবে ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমা শাসক হরিলুট করেছে।

* *

ইসলামে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়নি, জীবনের সর্ব্ব স্তরে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলেই স্ত্রীকে অপর নামে সহ ধর্ম্মীনি বলা হয়েছে কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ ব্যাধির চাইতেও ধর্ম্মকে এরা এড়িয়ে চলেন বলেই এরা স্ত্রীকে সহ ধর্ম্মীনি নাকরে সহ কর্ম্মী এ হিসাবেই বেশী জাহির করেন, সেযুগে উজিরে আজম থেকে শুরু করে সমস্ত ভাগ্যবান নেতারা এটা দস্তর হিসাবেই মনে করেছেন তাই দেশে ও বিদেশে এরা স্বস্ত্রীক ভ্রমন করেছেন, স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতীর কদর বাড়ানোর জন্য দেশে বিদেশে একই ভোজ সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমনকি কুচকাওয়াজেও অংশ গ্রহন করে ধন্য হয়েছেন। বিলাতের খ্যাতনামা মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ ইডেন থেকে স্মিথ পর্যন্ত্য, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার থেকে আজ রিগ্যান তক কেউ স্বস্ত্রীক অনুষ্ঠানে বহির্বীশ্ব ভ্রমন করেছেন বলে জানা যায়নি। অতি আধুনিক রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্র রচনা করলেও কবি লিখছেন. "পতির পূন্য সতীর পূন্য নইলে খরচ বাড়ে"। কবি বেঁচে থাকলে হয়ত খরচের সাথে বিড়ম্বনার কথাটা অবশ্যই লিখে দিতেন।

তাই বলতে হয় আমাদের পারিবারিক জীবনের ভিত্তি বুনিয়াদ আজ ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে, তাই আমরা এ যুগে বিবাহ উৎসবে অতিথি সেবা করি প্যারামাউন্ট হোটেল, গ্রীন হোটেল, জাভিস

www.pathagar.com

হোটেল, মাউন্ট এভারেষ্ট এমনকি রাজধানী ঢাকায় হোটেল শাহবাগে পূর্বানী এমনকি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। এখানেই অতিথি আপ্যায়ন, বন্ধু মিলন এমন কি ছেলের জন্ম বার্ষিকী ও খাৎনা পুরামাত্রায় চলেছে।

অতীতের ১৯৬৮ সালে সেই এক দিন এইরূপ এক ভোজ সভায় মিলিত হতে হয়েছিল অবস্থার চাপে শহর করাচীতে। অতি আধুনিক শহর প্রশস্ত পথঘাট, প্রসারিত দালান ইমারত। হয়ত সাংবাদিক হিসাবেই এই সুযোগটা এসেছিল। ধীরে ধীরে হোটেলের পথে পা বাড়ালেম। মেহমান মিসেস বোখারী, করাচী বন্দরের বিশেষ শিল্পপতি মিঃ কাইসার আলী বোখারীর সহধর্মিনি। ভাগ্য ভোগ গাড়ি বাড়ি সবই যেন বিধাতা অকৃপন হস্তে তাদের জন্য দান করেছেন। মিসেস বোখারী অতি আধুনিকা, সর্বক্ষেত্রে অনুষ্ঠানে তার অবাধ গতি, তিনি সকলেরই অতি পরিচিত। সদালাপী, অতি মিষ্টভাষী, সরল ও স্নেহ বৎসলা প্রাণ, প্রবেশ পথে কেউ আসে কেউ যায়, দাঁড়িয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় একটি নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে আমন্ত্রণ জানালেন কতগুলি ভদ্রলোক। পোষাকে পরিচ্ছদে বেশ আধুনিকতার ছাপ। ঠোঁটে মুখে বিদ্যুতের হাঁসি আমি দিগকে দেখেই স্মিত হাস্যে বললেন আমরা জানি আপনি নিমন্ত্রিত আমরা ও তাই. তবে নিজেদের গরজেই একটু উৎসুক বেশী। অতিথি এখনও আসেননি হয়ত এসেই পড়বেন, আপত্তি না থাকে আসুন একটু গল্প করা যাক। মনে মনে অবাক হলেম এদের চরিত্র মাধুর্য্য লক্ষ্য করে—এরা বাহিরে অতি অনুসন্ধি সু প্রিয় নাছোড় বান্দা হলেও ভিতরে অতি রুচি মার্জিত স্নেহশীল প্রাণ। এরা দেশকে ভালবাসেন বলেই দেশকে সম্মান দেন, সত্যকে সমাদৃত করেন বলেই অসত্যের অন্যায়ের সাথে এদের বিবাদ—এদের গতি সর্বত্র তাই বলে সকলেরই করুণা এরা সমান ভাবে পায়না এরা সাংবাদিক। নাগালের বাইরে

www.pathagar.com

কিছু হাতে পেলে সবাই যেমন আনন্দিত হন, আমরাও তেমনি দূরের বন্ধুকে কাছে পেলাম গল্প চলতে লাগলো। এমন সময় একখানি কনসালকার এসে পথে দাঁড়াতেই একটু কাতরানীর শব্দ কানে এল - অবশ্য মানুষের কাতরানী নয় চার চাকার ব্রেকগুলি এক সঙ্গে যেন প্রতিবাদ করে উঠলো বুঝলাম গাড়ী ব্রেক কসেছে। হঠাৎ মনের মধ্যে একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত ক্ষণিকের কথা কানে বলে গেল— মানুষও এমনি তার জীবন চলার শেষ পথে হঠাৎ এমনি থোমকে, দাঁড়াবে তার বুকের পাঁজরাগুলি ভেদ করে এমনি কাতরানী উঠবে, যেটা সে নিজে শুনতে পাবেনা। এখানেও মিসেস বোখারী এর কিছুই টের পেলেন না স্বহাস্যে এসে সকলের সামনে দাঁড়ালেন। আগেই বলেছি মিসেস বোখারী অতি আধুনিকা, মাথার এক রাশ চুল ছোট করে কাটা, সর্ব শরীরে শাড়ির উচ্ছল পাড়গুলি সুবিন্যস্ত ভাবে নীলাম্বরে বিদ্যুতের হাঁসি ছড়ানোর মত জড়িয়ে আছে।

মাথায় বব-চুলের উপর অতি সূক্ষ্ম কাপড়, ঢাকার মুসলিন না হলেও মশারীর নেট নয় এটা জোর করে বলতে পারি। মিসেস বোখারী এলেন স্মিত হাস্যে হ্যালো মিঃ আমেদ, এই যে বীনা দিদি, আপা মনি ইত্যাদি সম্ভাষণ করে সকলের সাথেই প্রাথমিক আলাপ করে নিলেন। আলাপের প্রক্রিয়া পদ্ধতি এক নয়, সালাম সম্ভাষণের প্রকার ভেদ দেখলাম। কোথাও হাত বাড়িয়ে করমর্দ্দন, কোথাও পিট চাপড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ, কোথাও দূর থেকে হাত তুলেই, কোথাও হাত মুখ কিছুই না নেড়ে একটু হাসি দিয়েই কার্য্য সমাধা করলেন। ভাবলাম তাইতো, এটাই আজকাল রেওয়াজ বা দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক্ খাবারের দিকে এগুলাম। গৃহের এক কোনে দাঁড়িয়ে বাদ্য বাদকের দল—পোষাকে চিত্র জগতের সবকটা রঙ্গই যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিরাট হল ঘর, কেন্দ্রে প্রসারিত সফেদ বসন বৃত্ত দীর্ঘকায় টেবিলে অতি উপাদেয় ভোজ্য

www.pathagar.com

সামগ্রী সুবিন্যস্ত করে সাজান। সুপ থেকে স্যাণ্ডুইচ কোনটারই অভাব নেই। আয়োজনে ব্যয় কুণ্ঠতা বর্জ্জন করা হয়েছে। বিচিত্র ফুলের সমাবেশ মাঝে মাঝে রঙিন ফুলদানীতে আরও সুন্দর করে সাজান ফুলের তোড়া, অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম পাশ থেকে এক বন্ধু আমার ভাবাবেগ লক্ষ্য করে বললেন কি দেখছেন সাহেব— ? ফুল দেখছেন না সৌরভ খুঁজছেন রঙ্গ না সুবাস ? আমি অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, কিছু না, তিনিও হেঁসে বললেন তাই বলুন - ওসব খুঁজতে গেলে আপনিই হারিয়ে যাবেন। আমার সম্বিত ফিরে এল, তাইত সব কথার মানে খুজলে নাকি এযুগে কথাই থাকেনা।

০ ০ ০ ০

যাক এসব ভাবাবেগের কি দরকার মনে করতেই ব্যাণ্ড পার্টি বেজে উঠলো। ডিনার শুরু হলো। অপরিমিত খাদ্যের আয়োজন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও কম নয়। বৃহৎ হল ঘরেও তিল ধারণের স্থান নেই। খাওয়া শুরু হলো কাটা চামচের চমক লাগলো, অনেকেই কাঁটা চামচ হাতে করে অতি সন্তর্পণে খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে খাওয়া শুরু করলো। কারও কোন তাগিদ নেই, এটা খাবনা, ওটা দেই, ওটা খাবনা—সেটা চাই বলে কেহ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। কেহ হয়ত গোস্তের কোরমার কাছে পৌছতেই পারল না, ফাউল রোষ্ট খেতে অনেকেই ফাউল করে টেবিলে পৌছল। আবার কেউ দেখলাম আলুর চপের পাশেই স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কিছু দূরে কতকগুলি মেয়ে শুধু জটলাই কোরল, জোট বেঁধে পারিবারিক জীবনের ইতিকাহিনী নিয়ে আলে চনাই কোরল, টেবিলের সীমান্তে পৌছতেই পারলোনা। পুরুষেরা সাধারণত ভোজন

www.pathagar.com

প্রিয়, কিন্তু মেয়েরা অতি আধুনিক হলেও ভোজনেসঙ্কোচপ্রিয় তাই পুরুষের কাঁটা চামচের সংঘর্ষে আলু ছিট্‌কিয়ে শাফ্‌কনের শাড়ি খানা বরবাদ করার চাইতে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়েই কর্তব্য শেষ করলেন, ওষ্ঠ যুগলের ওষ্ঠ রঙ্গিন লীপষ্টিকের সুন্দর, প্রলেপটি অব্যাহত রেখেই কর্তব্য পালন করলেন।—খাওয়া সমাপ্ত হলো, কিন্তু জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলোনা, হল ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে খাদ্যের বিপুল সমাহার সামনে রেখে আধুনিক সভ্যতার নামে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম কি বিচিত্র রীতি দেশে এলো। নিজকে ফাঁকি দিয়ে, ক্ষুধা নিবৃত্তি না করেও দাঁত বের করে বলতে হলো আহ্‌ কি খেলাম। কত খেলাম চমৎকার, অশেষ ধন্যবাদ ইত্যাদি।

হঠাৎ পার্শে দেখি আমারই মত আর একটি প্রাণী যেন আমার মনের কথাগুলি শুনতে পেয়েছেন তিনি আর একটু কাছে ঘেঁসে প্রশ্ন করলেন ভাই খেয়েছেন তো? আমি কি উত্তর দিব ভাবছি। তিনি বোধহয় সেটাও অনুমান করেই বললেন. আর প্রতারিত হয়ে লাভ নেই চলুন বেরিয়ে পড়ি– রাত হ'লে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তাকেই অনুসরণ করলাম। জীবনের প্রথম সাক্ষাতে এত আপন করে তাকে ভাবতে পারার কারণ সেদিন না জানলেও আজ বুঝতে পারছি। ভোজন শেষ করে সকলেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন কিন্তু "এ তুচ্ছ আয়োজনে ত্রুটি মার্জ্জনীয় বলে মিসেস বোখারী কোন নিবেদনও করলেন না। বিদায়ের আগে মনে মনে মিঃ বোখারীর পরিচয় ও তাকে চিনবার চেষ্টা করছিলাম। নূতন বন্ধু কানে কানে বললেন ওটা এ যুগের সভ্যতা ও শিষ্টাচারের বাইরে। মিসেস বোখারীর স্বামী আজ শোক পেয়ে মারা গেলেও এ দরবারে তাকে স্বামী বলে প্রকাশ করা হবেনা।

www.pathagar.com

হেড মিষ্ট্রেসের স্বামীর মতই মিঃ বোখারী সেদিন অনেকেরই অপরিচিত রয়ে গেলেন। হায়রে দারুন প্রগতি, এই প্রগতির মায়া বন্ধনে বাঁধা পড়লেন হতভাগ্য মিঃ বোখারী।

০ ০ ০

মনে মনে ভাবছিলাম হায়রে সমাজ জীবন ১৯৫৭ সালে ইহার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। পরবর্তি সাহিত্যিক সমাজ তাই নিয়ে খেদ করেছেন, শোক কাব্য লিখেছেন কিন্তু পরিপূর্ণ সমাজ ফিরে আসেনি। আবার এসেছে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় অভারতীয়ের সংঘর্ষ। যে কয়টি গুলী ভারতীয় সিপাহীর বুক বিদ্ধ করেছে তার দ্বিগুণ প্রতিদান এসেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে গলা ধরে বাঙ্গালী কেঁদেছে। প্রতি হিংসায় জ্বলেছে কিন্তু কেউ কাহাকেও প্রত্যারিত করেনি নিজেও হয়নি। অবশ্য এ যুদ্ধ ছিল বৃটিশ বনাম এক শ্রেণীর এক তরফা যুদ্ধ।

এটা সেই সমাজ যেখানে চেঙ্গীশ খাঁন, সুলতান মাহমুদ। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী অসি চালিয়ে নিজ জাতীয় কলঙ্ক মসী ঢেলেছেন! গোটা দেশে শুধু জেগেছে শীবির, পড়েছে ছাউনী আর বেজেছে দামামা। এদেশেরই মাটিতে মিশে আছে মোহাম্মদ ঘোরী, তৈমুর, বখতিয়ার যাদের অশ্ব ছুটেছে বিরামহীন, বলগা হয়নি শিথীল।

এরা শুধু হত্যাই করেনি, অকাতরে দান করেছেন, বিপন্নের সেবা করেছেন। আজকের এই প্রোগ্রেসীভ এজের স্বপ্নসীমান্তে দাঁড়িয়ে সেই হিরোইক এজের কথা ভাবলে মনে আসে নিদারুন পীড়া, যার পরিনাম কারও কপালে পটাসিয়াম সাইনায়েট, নয়তবা বাঙ্গলা বধুর জল ভরা কলসী। জানিনা এ এলোপাথাড়ী চিন্তা

www.pathagar.com

কোথায় নিয়ে যেতে হঠাৎ আমার বন্ধুটি আমাকে ইঙ্গিত করে গাড়ি থামিয়ে দিলেন। হোটেল জাভিস-বিরাটকায় অট্টালিকা, আকাশের দিকে বিরাট দেহটি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে, হোটেলের রিসেপসনে এক ভদ্র মহিলা আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। ছয়তালার এক সুন্দর কক্ষে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হোলে। রাত্রি দশটা, খাবার এলো তৃপ্তির সাথে আহার শেষ করে উভয়ে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিলাম।

বেশীক্ষন শুয়ে থাকাসম্ভব হলোনা, আকাশে এক ফালি চাঁদ ততোক্ষণে রুপের আলো ছড়িয়ে মধ্য গগনে স্থির হয়ে গেছে। আমারা সবউচু তলায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে বৃহৎ নগরীর দৃশ্য দেখে মোহিত হলাম। গভীর রাতে দুরে শান্ত সমুদ্রের সৈকতে এই শহরের শেষ সীমা রেখা যেন হঠাৎ চলতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বিপুলায়তন শহর এই নগরীর শ্যামলীয় রূপ ছবির অভাব থাকলেও পথ প্রান্তর নিয়ে বিশাল অট্টালিকা, প্রসারিত ও প্রসস্ত রাজপথ দেখলে বিস্ময় লাগে। নীরব নীথর অট্টালিকা সারি —যেন স্তব্ধ আকাশের রূপ শোভায় আলোক ও আঁধারের স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণ আলোক বিকশিত করে আকাশের মাঝে মধ্য গগণে দাঁড়িয়ে যেন চাঁদ তার নিজের শোভাই অবলোকন করছে মাটির মানুষের মনে ও অন্তরে অকৃপন হস্তে পুলক বিতরণ করে চলেছে. এমনি এক শুভ মুহূর্তে আমার নূতন বন্ধু তার জীবনের কাহিনী শুরু করলেন।

এই কিছুক্ষণ পূর্বে মিসেস বোখারীর বুকে ডিনারে যার সাথে প্রথম সাক্ষাত, মাত্র ক্ষণিকের আলাপে কেউ এত আপন করে ভাবতে পারে এ বিশ্বাস আমার কোন দিনই ছিলনা। ১৯৩৮ সাল থেকে দিন তারিখ উল্লেখ করে তার জীবনের এক অমূল্য ইতিহাস গড়ে রেখেছেন মিঃ ইয়াজদানী। নিজ গৃহকে সৈনিক শিবিরের চাইতে

www.pathagar.com

ও মজবুদ বলে মনে করেন এমনি এক সম্ভ্রান্ত পাঠান বংশে তার জন্ম। চেহারার পরিপাট্য দেখে সহজেই অনুমান করার উপায় নাই, তিনি পাঞ্জাবী, শিখ, না গুজরাটি না এর কোনটি? দীর্ঘায়তন দেহ, বলিষ্ঠ মাংস পেশী, উন্নত বক্ষ পুট, বিদ্যুৎ ভরা দৃষ্টি দেখলেই খিলজি বংশের কথা মনে পড়ে।

আগুনে হাত দিবার আগেই যেমন তার তেজ অনুভব হয়, তেমনি তার সাথে কথা কইবার পূর্ব্বেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। মোঘল দস্যুগন দিল্লী নগরী লুট করেছিল। আমীর ওমরাহদের করেছিল বিতাড়িত দিল্লীর বাদশাহ্‌ আলাউদ্দীন খিল্‌জী ছাউনী গড়ে ছিলেন দিল্লীর বাহিরে "কুতুবে"

দুর্দ্ধর্ষ মোঘলদের পথ রোধ করার শক্তি বাদশাহ্‌ হারিয়ে ছিলেন। সাধারণ প্রজারা দিয়েছিল প্রতিরোধ মোঘলদের সামনে এসে অকাতরে জান ও মান দুইই দিয়েছিল। তাদের রক্তের লাল কনিকায় তখনও মোহাম্মদ ঘোরী, গিয়াসউদ্দীন অ ইবেকের শক্তি তেজ ছিল অপরিমীত। এদের বলিষ্ট তেজ ও প্রতি রোধে মোঘল দল পশ্চাদপ্রোসরণ করেছিল। এদেরই পুরোভাগে সেদিন যারা শক্তি জুগিয়ে ছিল, সহস দিয়েছিল তাদেরই অন্যতম শর্দ্দার খাঁন মোহাম্মদ গুল্‌জার খাঁন। ইনিই বঙ্গ খাঁন মোহাম্মদ ইয়াজদানী খানের প্রপিতামহ। খাঁন মোহাম্মদ তোঘরল খাঁন মিঃ ইয়াজদানী খানের পিতা। এরা সকলেরই সেদিন সুলতানকে জুগিয়েছিলেন শক্তি তাই খিল্‌জী সম্রাট আলউদ্দীন মোঘলদের বিতাড়িত করে তাদের আক্রমন প্রতিহত করবার জন্য নূতন নগরী স্থাপন করেছিলেন। এক হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মান করে স্থায়ী প্রাচীর বেষ্টিত করেছিলেন সেই সমৃদ্ধ নগরীকে। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ "সিরী নগরী"। এই নগরীর ধ্বংশ রেখ গুলী আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। মৃত গেসলজার খাঁন ও তোঘরল খানের অস্থি আজও সিরীর নগর প্রবেশ পথে মাটির সাথে মিশে

www.pathagar.com

আছে। খাঁন ইয়াজদানী খাঁনের রক্তে আজও বহে যুদ্ধের নেশা নিঃশ্বাসে বহে বিপ্লবের প্রবাহ। এরাই পেয়েছিল খিলজী সম্রাটের প্রদত্ত বিশাল জায়গীর, তার বিনিময়ে সম্রাট পেয়েছিলেন রাজ্য পত্তনে এদের মেধা, রাজ্য রক্ষায় এদের বাহু ও রাজ্য বিস্তারে এদের হিম্মৎ। ইয়াজদানী খাঁন বলে চললেন তার জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস।

১৯৪৭ সালে বিপদের কালমেঘ ঘনিয়ে এল দিল্লীর আকাশে। মোঘল পাঠান ও তার লক্ষ সেনা দিল্লীর মাটিতে ঘুমিয়ে রইল। ঘোরী, গজনী পতি, বীর আইবেকের অশ্ব খুরের দাপটে যে পথে ধূলি উঠতো, সেই পথেই আজ নেমে এল পরাজয়ের গ্লানি। দিল্লীর মসনদ, শাহী কেল্লার শীর্ষ জুড়ে উড্ডীন হলো ভারতীয় পতাকা। অদৃষ্টের পরিহাস দুই শতাব্দী ব্যাপী বাদশাহের দল যে দিল্লীকে শক্তি পরাক্রমে করেছে শাসন, বীর রাজপুতদের ঘন ঘন আক্রমনকে নির্ম্মমভাবে করেছে প্রতিহত, সেই দিল্লী বিনা যুদ্ধে আজ পথ ছেড়ে দিল। তার যুগ শতাব্দীর দাবী হলো প্রত্যাহৃত, দিল্লীর শাহী গৌরব নেমে এলো পথের ধুলায়।

এরই নাম ইতিহাস যা' বাস্তব সত্যকে ধরে রাখে কাব্যে কল্পনায়। কালের প্রবাহে যার নূনতম সামান্য স্মৃতি ও ম্লান হয় না। তাই ইতিহাস অবিকৃত। কবির কল্পনা যার অস্তিত্বকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস স্বাধিনতার কথা আজ অতীতের আস্তাকুঁড়ে নিমজ্জিত হয়েছে। কালের প্রবাহে আজ আমরা প্রকৃত স্বাধীন হয়েছি—আমাদের জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নব দিগন্তের পানে আজ আমাদের যাত্রা শুরু তবুও কথা প্রসঙ্গে সে দিনের কথা, যা' ইতিহাসের অমর বাণী, তা প্রকাশ না করলে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। ১৯৪৭ সালে

www.pathagar.com

আমরা স্বাধিনতার নামে আমাদের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক আদর্শ হারিয়ে ছিলাম।

১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল পাক ভারতের জন্ম কথা ঘোষনা করলেন। বৃটিশের শেষ গভর্নর জেনরেল লর্ড মাউন্ট বেটন। দিল্লীর চারিপাশ যে মোঘল ও পাঠানদের কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যারা আকাশ চুম্বী গর্ব ও ইমারত দুই বানিয়ে দিল্লী হইতে কুতুব এমন কি তোঘলক বংশের বিস্মৃত মেহ্‌রৌলী পর্য্যন্ত প্রতিভাও প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর দশটা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির মতই তাদের ইতিহাস স্মৃতির আড়ালে বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হলো শুরু হলো ভারত পাকিস্থানের সীমান্ত বেয়ে এপার ওপার পারা পারের পর্ব। অন্ধ পরিনাম, অনিশ্চিত ভাগ্য নিয়ে সেদিন লক্ষ কোটি মানুষ রাতের আধারে পাড়ি দিয়েছিল। কাহারও বিও সম্পদ তার পথ রোধ কোরলনা, কাহারিও ঘরের মায়া, দেশের আহবান তাকে ঘরে আটকে রাখতে পারলনা। এপার ও পারের অসহায় যাত্রী কাফেলা অনিদিষ্ট ও অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিল। মোঘল ও পাঠান বাদশাহ্‌দের শাহী দরবার স্বর্ণ মসজিদ। ময়ুর সিংহাশন সব কিছু পড়ে রইল, তাদের বংশধরের আজ দিল্লীতে দেওলীয়া হয়ে দিল্লীর দহলীজ ছেড়ে পথে নামলো। শুধু অগনিত আউলীয়া, দরবেশের মাজার, অসংখ্য মোঘল পাঠান, তোঘলক খিল্‌জি বাদশাহ আলম পনার সমাধি অতীতের স্মৃতি বুকে ধরে দিল্লীর দহলিজে পোড়ে রইল।

দেশ বিভাগের পরে শুরু হলো বাস্তত্যাগীদের কাফেলা। এ বাংলার মাটিতেও সেদিন এমনি করেই লক্ষ্য লক্ষ্য পরিবার তাদের পারিবারিক জীবন শুরু করেছিল কিন্তু নিষ্ঠুর প্রতি ও ভবিষ্যতের কঠোর পরিনামকে বাঙ্গালীরা সেদিন বুঝতে চেষ্টা করেনি তাই পরম আত্মীয় করে যাদেরকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল একাত্তরের ধ্বংসের

www.pathagar.com

এককালে তারাই বাঙ্গালী নিধনে অস্ত্র ধারণ কোরল। একদিন লুণ্ঠিত হয়ে যারা—এসেছিল তারাই আবার লুণ্ঠন করে যে যার মাটিতে ফিরে গেল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীর মাঠের বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলীর কলঙ্ক আবার লেখা পোড়ল বাংলার ইতিহাসে। ১৯৭১ এর গণহত্যার কলঙ্ক দিয়ে।

০ ০ ০ ০

যাক যা বলছিলাম. দিল্লীত্যাগ করে এমনি এক বাস্তত্যাগীদের সাথে উৎখাত হোলেন হতভাগ্য মিঃ ইয়াজদানী।

ইয়াজদানীর বিত্ত বিভব সহায় সম্পদ, সব পড়ে রইল তিনি রিক্ত হস্তে পথে প্রান্তরে পাড়ি জমালেন।

দিল্লীর মোঘল সম্রাট হুমায়ন শের শাহের কাছে বার বার পরাজিত হয়েছিলেন শের শাহ হুমায়ুনের পিছু ধাওয়া করেছিলেন। পরাজিত হুমায়ন বিতাড়িত হয়ে কান্দাহারে আস্তানা গড়েছিলেন, বার বার পরাজিত হয়েও হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করেছিলেন, আবার যুদ্ধ ও করেছিলেন হৃত রাজ্য আবার ফিরেও পেয়েছিলেন। মোঘল সাম্রাজ্যের শক্তি দৃঢ়তর হয়েছিল, সম্রাট আকবরের শাসন আমলে বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহলের প্রতিষ্ঠা, মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের অপূর্ব্ব কৃত্তি, আজও ঐতিহাসীক সম্পদ। কিন্তু সেদিন যারা দেশ বিভাগে বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্থানের মাটিতে ঘর বাঁধলো, তাদের দেশ প্রিয়তা বড় না আত্ম প্রতিষ্ঠার লালসাই বড় ছিল, সেটা লেখা পোড়ল ১৯৭১ এর কলঙ্কময় ইতিহাসে। মিঃ ইয়াজদানী সত্যিকার ভাবে দেশেকে ভালবেসেছিল বলেই তার জীবনের গতি ভিন্ন. চিন্তার ধারা আর দশ জনের মত নয়। ইয়াজদানী, দিল্লীতে হারালো দৌলত, পথে হারলো পরিজন, পাথেয়,

www.pathagar.com

সেদিন পাকিস্থানে পেলো মহাজেরের খেতাব। দুর্ভোগ আর লাঞ্ছনাই যার জীবনের পাথেয় তার শিরদেরকে জিওন কাঠির স্পর্শ দিলেও সে জাগেনা কারণ মানুষ সব কিছু এড়িয়ে চললেও নিজ ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে পারেন।

মিঃ ইয়াজদানী যাত্রী কাফেলার সাথে লাহোরের উপকণ্ঠে রাবিনুজে বসতি স্থাপনে উদ্যত হলেন। আয়োজনও শেষ হলো, বিশ্রামের মুখ দেখা দিল, অবিরাম পরিশ্রম হেতু অবসাদ যার পরিণামে বাস্তত্যাগীদের তাবুতে দেখা দিল মহামারী, বেরী বেরী রোগ আত্ম প্রকাশ করলো।

০ ০ ০ ০

পাক স্বাধীনতার রূপ রেখা কি হবে, এসব তখন অনেকেরই অবিদিত বাঙ্গালীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো আর যারা অ-বাঙ্গালী ভারত হতে বিদায় নিয়ে এদেশের মাটিতেই আস্তানা গেড়ে ল। বাঙ্গালীর ত্যাগ সংগ্রাম শক্তি প্রাণ আন্দোলনে আর, তাদের ত্যাগ দেশত্যাগী মোহাজীরি—। এদেশের মানুষ সে কথা মনে করেই দলে দলে অবাঙ্গালীদের ঘরে ঠাই দিয়েছিলেন আপন ভ্রাতৃত্বের টানে আপন করে নিয়েছিলেন—যেমন একদিন মদিনা বাসী হযরত রাসুলের করীম ভাইকে দিয়েছিলো আশ্রয়, সহায় সম্বল সব কিছু।

যাত্রী কাফেলার বেরী বেরীর প্রকোপে অনেকে মরলো আর যারা বাঁচলো তারা তালি দেওয়া কাগজের মত অবাঞ্ছিত হয়েই বাঁচল।

ইয়াজদানী তার সব কিছু দিল্লীর মাটিতে ফেলে শুধু দেহের খোলছ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানের পথে প্রান্তরে শীবির গড়লেন

www.pathagar.com

আবার তেমনি করেই ভাঙ্গলেন—এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেই তিনি মা ও মেয়েকে লাহোরের মাটির নিচে সির্বাসিত করে দুঃস্থ পরিবারটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গোটা দুই শতকের পাথর চাপা উপনিবেশীক শাষনে পিষ্ট এদেশ আর মানুষ আজ স্বাধীন, এর আকাশে বাতাসে উঠে স্বাধীনতার শ্বাস, মর্মপীড়া ওড়ে জনে জনে, মনে মনে স্বাধীনতার উচ্ছাস কিন্তু তবুও অস্বীকার করার উপায় নাই যে এরি পাশে হাজার হাজার মানুষের বুক ফাটা কান্নার প্রতিধ্বনী সাহায় সম্বলহীন পিড়ীতদের হা হুতাশ এখনও শেষ হয়নি তাই এই উভয় শ্রেণীর মানুষ নিয়েই সে দিনের স্বাধীনতার জন্ম একটি ভারত অপরটি, পাকিস্থান, এই পাকিস্থানের ইতিহাস কাহিনী কোন পথে বয়ে চলেছিল বা তার পরিণাম নিয়ে বারান্তরে আলোচনার আশা রহিল। পাকিস্থান বাঙ্গালীদের দিয়েছিল প্রতারনার পুরস্কার, যার জন্য ৩ লক্ষ বাঙ্গালী অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল সেই তিক্ত সুন্দর কথাটা উল্লেখ করেই এ বিষয়ের আজকের সমাপ্তি টানতে চাই—কবির কথা "মন না রাঙ্গায়ে কাপড় রাঙ্গিয়ে কি ভুল করিলি যোগী"। আজকের তের আশি সালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিচল্লীশ সালের ১৪ই আগষ্টের কথা মনে করলে স্বভাবতই মনে হয় যে সে দিন বাইরের অবয়বে যাদের বন্ধু ভেবেছিলাম, তারা কি তাই? তবে কি ভুল তথ্যের উপর একটা দেশের ইতিহাস রচনা করা হয়েছিল? যাক বারান্তরে এর আলোচনার ইচ্ছা রহিল, যে কথা বলছিলাম। আমরা ক্ষণিকের বন্ধু ইয়াজদানী যার জীবন চরিত্রটি আজও আমার কাছে সমস্যাই রয়ে গেল শ্রাবণের আকাশে ছন্ন ছাড়া মেঘ রাশি যেমন উন্মুক্ত বিশাল আকাশেও তার ঠাঁই পায়না, তেমনি ছন্ন ছাড়া ইয়াজদানী দেশের অন্তর প্রান্তর নিয়ে অবিরাম ছুটা ছুটি করেও কোথাও ঠাঁই পায়নি।

www.pathagar.com

মিঃ ইয়াজদানীর জীবন আজ সত্যই রূপ রসহীন, এতে না আছে কোন বৈচিত্র না আছে আকর্ষণ।

১৯৫২ সালে এরা বেদুইনের ছাউনী নিয়ে ঘুরলো, সিন্ধুর শান্ত প্রকৃতি এদের দিলনা আশ্রয়, সীমান্ত রাজ্যের প্রস্তর কংকরে এরা হলো জর্জরীত, পানজাব নগর প্রধানে এরা পেল হতাদর। জালিওয়ানা বাগের নির্ম্মম প্রকৃতিকে এরা ভর করলো শেষে-রাওয়াল পিণ্ডীর রুক্ষ পর্ব্বত সীমায় এদের ছাউনী থামলো।

০ ০ ০

দেশ বিভাগের কালে এদেশে প্রবাহমান দু একটা ঘটনার উল্লেখ না করলে চলেনা। বলা বাহুল্য তৎ কালীন বাংলাদেশের রাজনীতি তে খাজা নজিমুদ্দিন ও হাসান শহীদ শোহরাওয়ার্দীর প্রভাব অতুলনীয়। মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্ব্বাচনে ১৯৪৬ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন পরাজিত হন। কিন্তু দেশ বিভাগের প্রাক্কালে খাজ সাহেব আবার রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এর কিছু পূর্ব্বে শোহরাওয়ার্দী সাহেব যুক্ত বাংলার প্রধান থাকা কালিন কলিকাতায় সম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষীতে তিনি অনেক সদস্যের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েন। তাছাড়া নুতন এদেশের সহিত সংযুক্ত হবার প্রাক কালে শ্রীহট্ট জেলা হইতে দুই জন মন্ত্রী পদ দাবি করা হলে, শোহরওয়ার্দী সাহেব যে দাবী প্রত্যাক্ষাণ করেন ফলে তার দলীয় শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ইহা ছাড়া জনাব নুরুল আমীন, ফজলুর রহমান, মওলানা আকরামখাঁন ও ফরিদপুরের মোহন মিয়া, প্রদেশিক সরকারের হেড কোয়াটার ঢাকায় স্থানান্তরিত করার পরিপ্রেক্ষিতে খাজা নাজিমুদ্দিনকে সমর্থন দান করেন যার ফলে খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ১৯৪৭ সালে পার্টির নেতা নির্ব্বাচিত হন।

www.pathagar.com

খাজা নাজিমুদ্দিন অতঃপর নূতন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত হলে তার প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

এরপর ১৯৪৮ পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে দূরে সরে যান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রশাসনে দেশে শান্তি মিশন স্থাপন করে সারা দেশে শান্তি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন —পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার পুরোভাগে খাজা সাহেব, জনাব নূরুল আমীন সমাসিন হন। ১৯৪৮ সালে কায়দে-আযমের ইন্তেকাল তৎপূর্বে ঐ সালেই ৩০শে জানুয়ারী—ভারতের জনৈক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মাগান্ধী উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদি হিন্দু নাথুরাম গড়সের গুলীতে মৃত্যু বরণ করেন।

ফলে ১৯৪৮ সালে পাকভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ মানবের বিয়োগে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার পরিণামে বিশেষ করে পাকিস্তানে এক উগ্র মনোভাবের জন্ম হয়। পাঞ্জাবী গোষ্ঠির প্রাধান্যে বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে, যার প্রথম উন্মেষ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়া। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা সাহেব যিনি বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন না এবং বাংলার প্রধান সচিব পাক পররাষ্ট্র সচিব জনাব আজিজ আহমদ ভাষা আন্দোলনে জনাব নূরুল আমীনের মাধ্যমে দমন নীতি জোরদার করেন।

এইভাবে পাকিস্তানের দু'মুখো নীতি প্রবাহিত হতে থাকে যার সর্বশেষ নায়ক ইয়াহিয়া খান।

এতগুলি বলার প্রয়োজন এই জন্যই মনে করি যে, এ আন্দোলনের গোড়ার যাদের অবদান—তারা বাংলায় মানুষের প্রতিনিধি আর যে মানুষ রক্ত দিয়ে এ আন্দোলনকে মুখর করেছিল তারাই বাঙ্গালী। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে "পাকিস্তান প্রস্তাব

www.pathagar.com

বলা হয় কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে পাকিস্তান কথাটার কোন উল্লেখ ছিল বলে জানা যায় নাই। পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সর্বপ্রথম তার ছাত্র জীবনে এই কথাটির ব্যাখ্যা দেন যার পরিকল্পনা মতে প'ঞ্জাবের (প) আফগানিস্তানের (আ) কাশ্মিরের ক) সিন্ধুর (স) ও বেলুচিস্তানের (স্তান) নিয়ে পাকিস্তান বলা হয়ে থাকে। শাহ মোঃ জাফরুল্লা এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন।

লাহোর প্রস্তাব পাশ হবার পরে বংলার ত কালীন দৈনিক "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" 'আজাদ" পাকিস্তনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে যার ফ প্রসু হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে "পাকিস্তান" শব্দের পরিচয় ঘটে। প্রকৃত পক্ষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাবে বংলার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ১৯৪৮ সলে তিনিই লাহোরে এসে খণ্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাবকে দেখে গভীর মর্মাহত হয়ে লণ্ডনে চল যান এবং সেখানে একটা বই প্রকাশ করেন যার নাম দেন Great betrayal অর্থাৎ চরম বিশ্বাস ঘাতকতা। অবশ্য এর পরেই তিনি লণ্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। লাহোর প্রস্তাবে মূল ব্যাখ্যা মতে নূতন দেশকে" স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সমূহ বলা হয়েছে।

আমার এতগুলি কথা অবতারণার একমাত্র কা ণ এই যে যারা দেশ স্বাধীন করতে শক্তি দিল। হিম্মৎ দিল ত্যাগ তিতিক্ষার অ দর্শে আন্দোলন করলো তারাই পরবর্তী কালে হলো উপেক্ষিত, সংখ্যা গরিষ্ঠের দাবী হলো প্রত্যাখ্যাত।

উড়ে এসে জুড়ে বসার মত নায়ক মোম্‌তার নেতা উপনেতার দল পাঞ্জাব হতে এসে এই স্বাধীন দেশের উপর শাসনের নামে চালালো শোষণ,—যার পরিনামে একাত্তর সালের মর্ম্মান্তিক গণ হত্যা করেও, নিজের পাপেই তাদের হলো ভরাডুবী—সে দিনের বন্ধু ইয়াজদানীর আশা আকাঙ্খা আজ যে এত সত্য হয়ে প্রমাণিত হবে এটা সেদিন ভাবতে পারিনি।

www.pathagar.com

দেশ গঠনে, দেশের সেবায় বা দেশের সুষ্ঠু শাসণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে যে জিনিষের সব চাইতে প্রয়োজন তার সবটাই ছিল সে দিনের নেতাদের চরিত্রে। শেরে বাংলা ফজলুল হক, বাংলার মাটি ও মানুষকে যেমন ভালবেসেছিলেন, তেমনি লোভ লালসার সৃষ্টি ও ব্যক্তি সম্পদ আহরণের কোন পথই তার ছিলনা বা তার সমর্থক, কর্মীদের রাতারাতি ভাগ্য গড়ার সুযোগ তিনি কোন দিন দান করেন নাই বলেই তিনি আজও স্মরণীয়, বরণীয়। দেশবাসী তাকে তেমনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। জনাব সোহ্রওয়ার্দী ও তেমনি ছিলেন, ধন-সম্পত্তি হতে লালসা মুক্ত তার ভক্ত অনুরক্তের দল রাজনৈতিক নিশান জোরদার করেও আজ অনেকেই তেমনি হয়েই আছেন। গাড়ী বাড়ীর সানশওকাত সে যুগের কল্পনাতীত বলেই সকলেই বিশ্বাস করতো।

সোহ্রাওয়ার্দী সাহেবের সময় ভারতে কংগ্রেস ছিল বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং গোটা ভারতের মুসলমানের সংখ্যানুপাত শতকরা ২১শের কিছু উর্দ্ধে। তিনি সেকালেও যুক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রীত্ব করেছেন কেবলমাত্র তার ব্যক্তিগত প্রভাব ও সাহসিকতার উপর নির্ভর করে। অতি বিরোধী বাদিরাও ব্যবস্থা পরিষদে তার শক্তিশালী ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক ও সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে কত উদার ছিলেন তার কথা অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছাড়াও যারা একবার কাছে গিয়েছেন, তারা জানেন। আমারও ব্যক্তিগত জীবনে তাদেরকে জানবার অবকাশ, অনেক হয়েছে। গোপনে দান করা ও মুখে শাষণ করা ছিল উভয়েরই চরিত্র বৈশিষ্ট।

তাই যারা জীবনে রাজনৈতিক দিক পাল, তারা শেষ জীবনে অতি নিঃসঙ্গ জীবন দান করে গেলেন। সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব সম্পূর্ণ একাকি, অসহায় অবস্থায় সুদূর বৈরুতের এক হোটেলে প্রাণ

www.pathagar.com

ত্যাগ করলেন। এরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে এমন কি মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তেও যে ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন আজ সেটা অতুলনীয়, অচিন্তনীয় সন্দেহ নাই।

আজকের নেতৃত্বে গাড়ী বাড়ী সন্শওকাতের ছড়াছড়ি, পাত্র মিত্রর ছড়াছড়ি নাহলে নেত দের আমারও জৌলুস জমেনা।

নওয়াব সিরাজউদদৌলার ভূমিকায় গঙ্গা নাপিত যে অভিনয় করে গেল দর্শকের কয় জনই সে খোঁজটা পেলনা বা তাঁদের সে কথা জানান হলোনা। সবাই হাততালি দিয়ে নওয়াবকে স্বাগত জানাল। অতি আধুনিক রাজনীতিতে, আমরা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকেই দেখে হাততালি দিয়ে থাকি, তার বাইরের জীবন, পর্দার আড়ালের চরিত্র কেইবা জানি আর কেইবা মানি?

যে কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস কালের পরিবর্তন বিবর্তনে রঙ্গ বদলায় কিন্তু ষড়ঋতুর দেশ এ বাংলা. এ দেশের রূপ-রস যেমন বৈচিত্রময়. এর আকাশে মেঘের ঘনঘটা, শ্রাবনের জল ভরা মেঘ, আশ্বিনে যেমন সাদা বরফ মেঘের রাজ্যে রং বদলায়, পৌষের কুহেলী মাঘা রাত, আবার ফাল্গুনের হাল্কা মধুর গন্ধবাহী বাতাস, সবকিছু মিলিয়ে এদেশের মানুষ বড়ই পরিবর্তন বিলাসী, তাই এদেশের রাজনীতি কোনদিনই স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। যতবার জোড়া লেগেছে তার চেয়ে ভেঙ্গেছে বেশী। সেই কারণেই স্থিতীবান নেতৃত্বের অভাবে স্থিতিশীল রাজনীতি গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে শেরে-বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের তিরোধানের পর যে শূন্যতা এসেছে এর পরিপূরণ হয়েছে কিনা বলা শক্ত।

যাক আমরা প্রসঙ্গ ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি এর কৈফিয়ত এই যে আর দশ জনের মত আমারও সে রোগ আছে যেটা একবার বললে চলে সেটা আমরা দশবারে দশ রকম কায়দা করে বলতে ভালবাসি আর যারা সেটা শুনেন বা বিশ্বাস করেন তারা ভাবেন

www.pathagar.com

লোকটা কি বোকা ? কিন্তু আমি বলি এ বোকার রাজ্যে কে যে বোকা নয়—সেটাই এ যুগের প্রশ্ন ?

০ ০ ০ ০

মিঃ ইয়াজদানী বড় আশাব দী মন নিয়ে আজ দেশান্তরীত, তার মনে অনেক আশা কল্পনার ফানুষ। তিনি প্রশ্ন করেন আগামী দিনের পাকিস্তানের রূপরেখা কি হবে ? একটা দেশকে গড়তে হলে, নেতা চাই, যে নেতা আগামী কালের জন্যও তেমনি সুদক্ষ নেতা তৈয়ারী করতে সক্ষম হবেন। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিয়ে কেইবা গবেষণা করেন, কেইবা সুদূর প্রসারিত এর দুই বাহুর শক্তিকে মজবুত করে গড়ে তোলার কথা ভাবেন। জাতির জনক মহাম্মদ আলী জিন্না, এই নতুন জাতিকে আর কতদিন নেতৃত্ব দান করবেন, হয়তবা কবে কোন দস্যুর কবলে এই দেশও জাতি প্রাণহীন হয়ে পড়বে ইত্যাদি এলোপাথাড়ী চিন্তায় ইয়াজদানীর দেহমন উভয়ই ভারাক্রান্ত।

এমনি করেই চিন্তার প্রবাহে অতীতের কথা এসে পড়ে, তিনি অতীতের ইতিহাস মন্থন করেন। গাজী কামালের পিছে জেগেছে তুর্কী জাতি, অদম্য সাধনা ও শক্তিতে গাজী কামালের চরিত্র ভরপুর। তিনি শক্তি জুগিয়েছেন দেশের কল্যাণে, জীবনের সুখ সম্ভোগ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। রক্ত মাতাল সৈনিকের সাথে হাততালি দিয়েছেন, আবার মৃত্যু পথিক সৈনিককে বুকে জড়িয়ে চোখের পানিও ফেলেছেন, তাই কামাল মরেছেন কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তুর্কী জাতি আজও মরেনি, আজও তাঁকে জাতির পিতা অর্থে আতাতুর্ক বলেই ডাকে। কামাল পাশা জাতিকে দিয়েছেন প্রাণ জগদ্বল দিয়েছেন শক্তি। এই শক্তি ও প্রাণের মিলনে আজও তুর্কী জাতি শক্তিমান।

রীফ নেতা গাজী করিমের ত্যাগ ও সাধনায় গড়ে উঠেছে একটি বিরাট জাতি। দুর্বার গতিতে গাজী করিমের কাফেলা চলেছে—বার

www.pathagar.com

বার এসেছে আঘাত কিন্তু সবকিছু প্রতিহত করে কাজী করিম তার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সেদিনের বাদশাহ্ ফয়সাল ইরাককে করেছেন মুক্ত, রাজা শাহ্ পাহ্‌লেভী ইরান মুলুকের শুকনা বালিতে এঁকেছেন দেশের সোনালী সম্পদ, কিন্তু এদেশের স্বপ্ন বা সাধনার বাস্তবায়ন কার হাতে, কেমন করে হবে। নিজ গোষ্ঠী বা সঙ্কীর্ণ মতবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে কে এ সোনার তরীকে কুলে ভিড়াবে? এসব প্রশ্ন ইয়াজদানীর মনকে করে পীড়িত। নিজের স্বার্থ চিন্তায় মানুষের লোভ ও আকাঙ্খা বাড়ে দুর্বার গতিতে যার স্পর্শে অন্তর হয় কলুষিত, স্নায়ু হয় পীড়িত। এই অসম্ভব সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে, দেশের মানুষের মনকে জয় করতে কে এগিয়ে আসবে? বন্ধু ইয়াজদানী এমনি করে সেদিন অনেক কথাই বললেন যার তাৎপর্য সেদিন না বুঝলেও আজকের তেরাশীর প্রান্তর সীমায় দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে সম্ভ্রমে ভরে ওঠে মন। জানিনা আজ তিনি কোথায় বেঁচে আছেন কি না কিন্তু তার সেদিনের মনের আবিলতা আজও আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তোলে। পাকিস্তানের রত্ন সম্পদ আজ সত্যই দস্যুর কবলে অপহৃত। ইয়াজদানী ও তার ক্ষুদ্র পরিবারের কাফেলা চললো অবিরাম, এরা ঘরকে করলো পর, আর পরের কল্যাণে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে, ভগ্ন তরণী নিয়ে বিপদ বন্যার ঢেওয়ে ঢেওয়ে দোলা খেয়ে ভাসতে লাগলো।

গ্যালিভারের ট্র্যাভেল কাহিনী এদেশের ছেলেদের মুখে মুখে। অতি দুঃসাহসিক জীবন-যাত্রার কাহিনী নির্বাক হয়ে ছেলেরা শোনে, বুড়োরা ভাবেন গালিভারের হৃদয় কে ছাপিয়ে হিম্মতের পরিধি কত ব্যাপক ছিল কে বলতে পারে? কিন্তু গ্যালিভারের জীবনে ছিল আবিস্কারের উদ্দাম আবেগ, চোখেমুখ ছিল হিরোয়িক স্বপ্ন। মরু-দস্যুদের পর্বত গহবরে অবস্থান ও লুটপাটের কথা কেনা জানে? এরা নিজেদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অকাতরে করেছে লুট অতি তুচ্ছ

www.pathagar.com

লালসায় এরা মানুষকে হত্যা করেছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়েছে, কিন্তু তবুও ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করেনি, ডাকাত দস্যু বলেই অভিহিত করেছে। অতএব গ্যালিভার কলোম্বাস. ভাস্কোডাগামার এবং সেদিনের শেরপা তেনজীং হিলারীর অভিযানের পিছে আছে গৌরব, এবং ইতিহাস সে গৌরব তাদের দিয়েছে কিন্তু সে দিনের মোহাজীরদের ত্যাগের ইতিহাস কতটুকু গৌরবময় বা কতটুকু ম্লান হয়েছে তা লেখা পড়বে আগামী কালের ইতিহাসে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে বিধিবাধ সাধলো। এখানে পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনী ছাউনী গাড়ল কারণ ১৯৭০ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে বিশ্বাসঘাতক আকবরের গুলীতে শহীদ হলেন কায়েদে মিল্লাত নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান। এটা সত্য কথা যে কোন দুর্ঘটনাকে রোধ করার ক্ষমতা কারো নাই বা প্রতিরোধের বিদ্যাও জানা নাই কিন্তু এ ঘটনার অন্তরালে যিনি নায়ক তার পরিচয় দেওয়া হয় নি, আজও হলোনা।

এই ফাঁকটার সুযোগ নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতে হয়ত এ ঘটনাকে বিকৃত করে আর একটি অন্ধকূপ হত্যা রহস্যের মতই একটা ইতিহাস কিংবদন্তী গড়ে ওঠবে। এটাকে হয়ত বা বিশেষ কারণেই রহস্যাবৃত রাখা হলো তা না হলে একাত্তরের পূর্বেই বাঙ্গালীরা হয়ত তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে এতটা উদাসীন থাকতে। পারত না হয়তো একতার ভিত্তি শক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সেদিনের এ মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর কোন কারণ জানান হলোনা বা ঘাতক আকবরকে গ্রেফতার না করে হত্যা করা হয়েছিল। যাক ইতিহাস কোন কল্পনাকে অবলম্বন করে চলেনা বলেই আমরা এ বিষয়ে আর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবোনা।

বন্ধু ইয়াজদানীর জীবন ইতিহাসটি এবারে এলোপাথাড়ী হয়ে চললো। শরতের আকর্ষণহীন মেঘের মত কখনও সামনে, কখনও পশ্চাতে হালছাড়া সম্পাদনের মত ইতঃস্তত হয়ে চললো।

www.pathagar.com

এবারে বন্ধু ইয়াজদানীর পীড়িত পরিবারটি করাচীর শহরতলীতে আশ্রয় নিয়েছেন অদূরে সিন্ধুর উপকূলবাহী ঐতিহাসিক থাট্টাভুমি- যেখানে মোঘল পাঠানের, তোঘলকের আমীর বাদশাহের সমাধি আজও ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আছে। বহু ইয়াজদানী সেই থাট্টা-ভূমিতে এবারে শেষবারের মত আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানালেন। ইয়াজদানীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য নির্দেশ বুঝে আমি শিহরিয়ে উঠলাম।

তোঘলক সম্রাট মুহাম্মদ বিন্ তোঘলক ইতিহাসে নানান রূপে চিত্রিত। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে উন্মাদ, খেয়ালী বলে উল্লেখ করলেও তিনি একজন জ্ঞানী গুণী সম্রাট ছিলেন এটাও ঐতি-হাসিক সত্য তবে তার আত্মবিকাশ এত শক্ত ছিল যে তিনি সময় কালে খেয়ালের বশে অনেক ভাল কাজের মত মন্দ কাজও করে করে গেছেন। ভাবুক সম্রাট ভাবপ্রবণতাকে রোধ করতে পারেন নি। তাই মানুষের জীবনকে নিয়ে বারবার পরীক্ষা করার ঝোক ছিল তাঁর চরিত্রে।

কথিত আছে যে সম্রাট নাকি সমুদ্রে নাবিকদের ধৃত এক বিচিত্র রকমের মাছ দেখে সে মাছ খেতে কেমন জানার আগ্রহে অধীর হয়ে পড়েন। দরবারের হেকিম অনুনয়ে নিবেদন করেন হুজুর এটা মাছ নয়। বিষাক্ত প্রাণী এটা খেলে ক্ষতি হবে। সম্রাট ততোধিক আগ্রহে সেই মাছ পাক করে খাবার জন্য জেদ করেন এবং সকলকে অনুপ্রাণীত করতে নিজেই সে মাছ ভক্ষন করেন। তারপরেই কিছুক্ষণের মধ্যে তার বিষ ক্রীয়ায় মুহম্মদ তোঘলকের মৃত্যু ঘটে এবং তাকে এই থাট্টার প্রস্তর গালিচার অন্তরালেই সমাহিত করা হয়।

তাই বলছিলাম মাত্রাতিরিক্ত জেদের বশবর্তী হয়ে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

www.pathagar.com

একধারে সম্রাট নাসিরুদ্দিনের সরল সুন্দর উদারতা, অপর দিকে তৈমুরলঙ্গের নির্দয় স্বভাব প্রকৃতির সমাবেশ ছিল তাঁর জীবন। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাজধানী স্থানান্তরীত করেছেন তিনি, দিল্লী ও দৌলাতাবাদে দেশের মানুষকে একাধিকবার টানা হিচ্‌ড়া করেছেন সংশয়হীন সম্রাট একদিনও ভাবেননি তাঁর জীবনের কি পরিণাম হতে পারে।

ইয়াজদানী আবার প্রশ্ন করেন যে পাকিস্তানের সোনাভরা সম্পদ আর বুক ভরা আশা নিয়ে আজ আমরা গৃহহারা বাস্তুহারা, সেই দেশের যারা হাল ধরে আছেন তাদের একটু ভুলে কি গোটা দেশ একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারেনা?

এই উদভ্রান্ত প্রশ্নকে একদিন অবাস্তব বলেই মনে করেছিলাম কিন্তু আজ দুই যুগ পরের ইতিহাস সে দিনের স্মৃতিকেই বাস্তব প্রমানিত করেছে।

সেদিন সংসারত্যাগি ইয়াজদানীর জীবনে ফুটে উঠেছিল বর্ব্বরতার পরিবেশ, তার মন গিয়েছিল দ'মে, ভবিষ্যতের পথে এসে-ছিল চরম দুর্ভাবনা কিন্তু কোন একটি আশঙ্কা বারবার তার মনে উঁকি মারছিল, কেন প্রতিবারে তার মনের কোণে প্রশ্ন ধ্বনিত হচ্ছিল "অরূপ" যারা দেশের চাইতে নিজকে, শ্রেণী সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তারা কি দেশকে, তার অগণিত মানুষের সীমাহীন সমস্যাকে মোকাবিলা করতে পারেন? এই অসীম জিজ্ঞাসার প্রশ্ন —আজও ধ্বনিত হচ্ছে গোটা জাতির কাছে ঐ একই প্রশ্ন—কে দিবে উত্তর কোথা এর সমাধান?

বিত্ত ও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হলেই এ যুগের নেতৃত্ব করা চলে।

www.pathagar.com

চরিত্রের মূল্য ছাই ওটা ব্যাক ডেটেড ট্রেডিশন ইন এ ভার্নেকুলার ওয়াইফ।

পুরাকালে রাজার কুমার পক্ষীরাজে চোড়ে অচিন দেশের রাজ-কন্যা কঙ্কাবতীকে হরণ করার কাহিনী, সাপের মনি হাতে করে শাহজাদা মনিমালার দেশে রাজকন্যাকে জয় করার রূপকাহিনী পুরাতন হলেও আজ অনেকেই নূতন করে শুনে, বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার মাথা ব্যথা কারও কোনদিন হয়নি। তেমনি আজকে যাদের নেতৃত্ব তাদের গাড়ী বাড়ী বিত্ত বিভব চোখে দেখে অবিশ্বাস অনেকেই করলেও কেউ প্রতিবাদ করেছেন কি?

সাধকের মন্ত্র বা ফকিরের দোওয়া তাবিজের চাইতেও এদের মহিমা শক্তি অলৌকিক।

জনতা যেখানে অপরিণামদর্শী নেতা সেখানে বেপরওয়া হওয়া-টাই বিধেয়. তাই এ যুগে নেতা ও জনতার মধ্যে যেটুকু সম্পর্ক তার সবটাই ভোটের পূর্বে সুদে আসলে শোধ হয়ে যায় শুধু বাকি থাকে জনতার শ্লোগান ও নেতার আভিজাত্য 'মহামান্য' 'মাননীয়' এই নিয়ে পুরোদমে হরিলুট চলে।

এই নেতা ও জনতার মাঝখানে এক শ্রেণীর মানুষ যোগাযোগ রক্ষা করেন যারা বীমার দালাল বা কাঁশীর পাণ্ডার চাইতেও দক্ষ এরা পরের কারণে হা, হুতাশ করে সত্য. কিন্তু নিজের ভাল পাগলের চাইতেও বেশী বোঝেন।

শোনা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দরবার সভায় পরিষদ বর্গের মধ্যে সুরসীক গোপালকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং ভাঁড় বলে ডাকতেন।

একদিন রাজা গোপালকে জব্দ করার জন্য বললেন গোপাল তোমার বুদ্ধি আছে, মান সম্মান তাও আছে কিন্তু তবু আমার দুঃখ হয় কেন জান?

www.pathagar.com

গোপাল কুর্নীশ করে বোলেছিল জানি মহারাজ; আমি সবই জানি কিন্তু তবুও আগে বলিনা এই জন্য যে শেষে দরবারীরা মহারাজকে ছেড়ে এ গরীব বামনকে কুর্নীশ করে না বসে। মহারাজ অট্টহাস্য করে বোললেন না গোপাল এত যার বুদ্ধি তাকে গরুর পালক বলে (গোপাল) ডাকা হয় কেন ?

গোপাল উত্তর দিয়েছিল, কি করি মহারাজ আপনি নিজের নামের মহিমায় সৃষ্টি সুন্দর চক্রকেও কলঙ্কিত করে রেখেছেন (কৃষ্ণচন্দ্র) আমি গোপাল না হয়ে আর দিকপাল হই কেমন করে বলুন ?

মহারাজ হেঁসেছিলেন সভাসদগণ হাততালি দিয়ে বাহবা দিয়েছিলেন। সেদিন ভাঁড়ের প্রয়োজন ছিল অনেক কারনে তারা রসিকতা করে রাজা মহারাজদের চিত্ত বিনোদন করতেন, তাদের অন্যায় অবিচারকে রসিকতার মাধ্যমে চোখের সামনে পরিষদরা তুলে ধরতেন—এতে পরোক্ষভাবে দেশের ও দশের উপকারই হোত, কারও কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন হোতনা। আধুনিককালে কৃষ্ণচন্দ্রের ভাঁড় ঘরে বাইরে ভীড় করে উঠেছে, এরা রসিকতা যেটুকু করেন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য, অপরকে শোষনের জন্য এরা ভদ্রবেশধারী হয়ে সমাজে ঘোরাফেরা করেন নিজের গাড়ী বাড়ি ও ভাগ্যের কারনে দিনে দুপুরে করেন ডাকাতি, অপরকে কাঁদিয়ে নিজেরা দাঁত বের করে হাসতে কুণ্ঠা বোধ করেননা—এক কথায় এরা সমাজের মহামহীরুহে প্যারাসাইট্‌স বা পরভোজী।

এদের ম্যাগনেটিক আকর্ষণকে জনতা ভয় করে এমনকি এই ভুঁইফোড়দের বেপরওয়া চাল চলনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মেকআপকে সকলেই ঘৃনা করেন কিন্তু প্রতিবাদ করার চাইতে দুরে দাঁড়িয়ে আল্লার আরশে ফরিয়াদ করেন। তাই এ যুগের রাজনীতিতে নেতারা জনতার আস্থাহীন হলেও এদের প্রতাপ বা দাপট সীমাহিন হয়েই চলে।

www.pathagar.com

এ যুগে জনমতের দোহাই আছে দায়িত্ব নাই মোটেই। গরীবের দুঃখে আহাজারি করার বাতিকটা আছে অনেকেরই, বাধ্যকতা নেই কারও এই জন্য রাজনৈতিক কিসতি মোটেই চলছে চায়না, যেটুকু চলে তার চাইতে ঘুরপাক খায় বেশী।

সমাজে যাঁরা বুদ্ধিজীবি তাঁরা চিন্তা করুন, চুলে পাক লেগে বিপাকে পড়তে পারেন যুবকেরা শ্লোগান দিয়ে আল্লার আরশ মোবারক কাঁপিয়ে তুলুন, পণ্ডিতেরা জ্ঞানের পাতা উলটিয়ে চোখের পাতা কুঁচ্‌কিয়ে ফেলুন, বিবি ছাহেবারা আযাদির রঙ্গমঞ্চে সুলতানা রাজিয়া সেজে সংগ্রামে লেগে যান, তাতেও সমাধান হবেনা যতক্ষণ সমাজের মধ্যে ভাল মন্দের সীমারেখা ইতর ভদ্রের পার্থক্য ছোট বড়র ভেদ প্রভেদকে স্বীকার না করা হবে। সৎ ও অসৎ জ্ঞানী ও মুর্খের মানকে যখন একই দণ্ডে একই গুনে গুণান্বিত করা হবে; তখন সে সমাজে গুনী ও জ্ঞানের মর্যাদা থাকেনা এ যুগের সমাজ ব্যবস্থায় আজ এ রোগের সংক্রামক বীজ অঙ্কুরিত হতে চলেছে।

একটা নীতিবাক্য বয়সে যারা তরুন বয়জ্যেষ্ঠদের অনেক পুন্য অর্জনের অধিকারী বলে মনে করুন, আবার বয়জ্যেষ্ঠেরা তরুনদের পাপ অর্জনের সময়কাল দীর্ঘ নয়—অতএব পুন্যাত্মা বলে ভাবতে শিখুন তাহলেই ছোটদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, আবার বড়দের ছোটদের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পাবে নিয়ম শৃঙ্খলার আদর্শ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করবে।

এর ব্যতিক্রমে যেটা সেটা না সুষ্ঠ সমাজ না উৎকৃষ্ট দেশাচার। অথচ এই উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা নিয়েই এ যুগের সমাজ জীবন গড়ে উঠতে চলেছে। তাই এ যুগের পিতা অপরিনামদর্শী পুত্রের কৈশোরত্তর জীবনকে ঘৃনা করেন আবার অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্রও ধর্মান্ধ পিতাকে অন্ধবিশ্বাসী ও ব্যাক ডেটেড ইডিয়ট বলে উপহাস করতে ছাড়েনা।

পণ্ডিত শিক্ষার্থী ছাত্রেরা পড়া না পারলে কান ধরে "উঠ বোস"

www.pathagar.com

করালেও, অপরিনামদর্শী ছাত্রেরা ঐ শিক্ষকের টিকি ও টুপী নিয়ে তামাসা করতেও ছাড়েনা।

এই নিয়ম শৃঙ্খলাবিহীন সমাজ জীবনের ভিত্তিতে আজ ঘুন ধরেছে তাই বিশ টাকা বেতনে চাকুরী করলেও নাদান ভৃত্য হাজার টাকা বেতন ভোগী প্রভুর ভাগ্যকে ঈর্ষা করে।

পঁচিশ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাদী আসামীকে জব্দ করতে একশো টাকা ওকালতী ফিস দিলেও মনে মনে উকিলের ভাগ্যকে ঈর্ষা করেন, এইভাবে মনে মনে, জনে জনে, আজ প্রতি হিংসার বহ্নি, অবিশ্বাসের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে গোটা সমাজ নিয়ে আজ সবাই অপরের নিকট যেটুকু খাতির জোগায় আপনার হাত-পাতার গরজেই বেশী করে কর্তব্যের জন্য করে না।

কথাতেই আছে হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কতো জল? কথাটা উপকথা হলেও নিরর্থক নয়। মানুষ এক হলেও তার শ্রেণী ধর্ম আছে প্রত্যেকেই আপন প্রতিভায়; জ্ঞান গরীমায় বিকশিত হবেন নিজ রুচি অভিরুচির উপর তার পরিচয় হবে এটাইত স্বাভাবিক কিন্তু তানা হয়ে যদি হাতের সব আঙ্গুলকে কেটে সমান করার ফন্দি করা হয় তাহলে কাটা আঙ্গুল আর জোড়া লাগেনা—এমনি বর্তমান সমাজে সবাই সমান হবার যে প্রবনতা দেখা যাচ্ছে তাতে করে যে সব আঙ্গুলই একদিন কাটা পরবে না এটা কে বলতে পারে।

প্রকৃত অর্থে যে আঙ্গুলের যে অবস্থাই থাক তার শক্তির সমতা ও মর্যাদা স্বীকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু তাই বলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি কোন দিনই বৃদ্ধাঙ্গুলী হতে পারেনা। আমাদের সমাজ ভবিষ্যতের কোন পথে এটাই এ যুগের প্রশ্ন।

এখানে পণ্ডিত যারা তারা যদি পাণ্ডিত্য ছেড়ে রুগীর নাড়ী ধরার কাজে লেগে যান সে রুগীর অকাল মৃত্যু হবেই, আবার ডাক্তার

www.pathagar.com

যদি ডাক্তারী ছেড়ে ওকালতিতে মনোনিবেশ করেন তা হলে মক্কেলকে বেআক্কেল হতে আর কতক্ষণ ?

চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে হাতীই সর্বশ্রেষ্ঠ (অবশ্য স্থলচর) তাই বলে বেঙের চারখান পা থাকলেও সে হাতী নয়, টিকটিকি গিরগিটি ডাইনোসারাসের বংশধর হলেও সমতার দাবী করেনা। তেমনি মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও প্রতিভা ও আচরণের দিক দিয়ে সবাই স্বতন্ত্র। সবাই এক সমাজে বাস করলেও কেউ কামার, কুমার, ছুতার, কেউ জ্ঞানী গুণী বেরিষ্টার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক সমাজ জীবনে এদের মান মর্যাদা একই হলে মর্যাদাই অর্থহীন হয়ে পড়ে তবে একটা কথা অতি সত্য যে মানুষ হিসাবে মানুষকে হীন বা অবহেলা করা না হয় কারণ সব সেবার মান এক না হলেও অর্থ একই। সেবার আদর্শেই মানুষের সৃষ্টি।

এই জন্য সব মানুষকে সমান করে ভাবার মধ্যে শুধু প্রবনতা থাকতে পারে, অর্থ নাই। আবার মানুষকে ছোট করে ভাবার মধ্যেও কোন আভিজাত্য নাই। সমগ্র শ্রেণীর মানুষ নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে জীবনের জাতীয় চরিত্রের পরিপূর্ণতা আসে এর ব্যতিক্রমে যেটা সেটা না সমাজ না শ্রেণী। সেটা অগ্নির দাহ সেটা ছাই ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এ যুগে এই সমাজ নিয়েই গর্ব করি।

অন্ধ অহমিকার পাপে মগ্ন, উৎশৃঙ্খলতার অপরোধে লিপ্ত, অপরাধ প্রবনতার কালিমায় যে সমাজের ভবিষ্যত কলুষিত সেই সমাজ নিয়ে অনেকেই গর্ব করেন কিন্তু অনেকেই আজ নুতন করে আবার ভাবছেন আমরা যা হারিয়েছি, অতীতের সেই স্মরণাতীত দিনগুলি আর ফিরে আসবে কি ?

ঘটনা প্রবাহে আমরা এবার সাগরের বুকে পাড়ি জমিয়েছি সাগরের জলরাশি কোথাও সাদা লোনা, কোথাও নীল যন্ত্রচালিত

www.pathagar.com

জাহাজ বীর বিক্রমে স্রোত কেটে চলেছে পিছনে ফেনীল স্রোতের সেকি আর্তনাদ, সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রী কাফেলার দল, ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের সাথে তাদের মনও দুলছে।

ইয়াজদানী আমার সহযাত্রী, সেও ভাবের আবেগে আচ্ছন্ন, বোললো অরূপ এই যে সামনের ঢেউগুলিকে ভেঙ্গে বিরাটকায় জাহাজ তাদের পিছে ফেলে এগিয়ে চলেছে. এমনি করেই কি আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনের দিনগুলিকে অতিক্রম করে পিছে ফেলে এগিয়ে চলছিনা ?

আমি বুঝলাম ইয়াজদানী ভাবের গভীরতায়, ডুবে আছে, একটু স্মিতহাস্যে বললাম বন্ধু এইত প্রকৃতি, সময়, কাল এমনি করেই আম দিগকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিপুল বিশ্ব তার চলমান গতিতে সামনের দিকে ধাবিত, যেখানে স্তব্ধতা সেটা প্রানহীন। মানুষ ও যেদিন মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়ে সেদিন তার সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যায়, এক বিরাট সাগর দেহের স্রোতও তেমনি কোথাও কোন আবর্ত্তে আটকা পড়লে, তারও গতি স্তব্ধ হয়ে যায় সে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

কাপ্তেন চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার সঙ্কেত দিল যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো মনে হলো এই বিরাট জাহাজের মৃত গহবর হতে শত শত প্রাণ যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আমরা অবতরণ করলাম। সমুদ্রের কুল ঘেঁসে, ছোট বড় পাহাড়ের সমাহার, তার উপর লক্ষ লক্ষ গাছ বৃক্ষের যে সমাবেশে যে অপূর্ব্ব শ্যামলীয়া রূপ এটা দেখে ইয়াজদানী কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম ইয়াজদানী, তোমরা পাথর কঙ্করের দেশের মানুষ, আকাশ ও মাটির মধ্যে ধূসর ও তুষার শুভ্র প্রকৃতিই দেখেছ। এটা আমাদের বাঙ্গলার স্নেহময় মূর্তি সোনালী ক্ষেতের পাশ দিয়ে রূপালী

www.pathagar.com

নদীর গান, তারই তীর ছুঁয়ে বৃক্ষ বিটপী শ্রেণী এমনি করেই সবুজের মায়া ছড়িয়ে রেখেছে। উপরে নীলম্বর, তারই নিচে মসীলিপ্ত পাহাড় শ্রেণী. পাশ ঘেঁসে সবুজ বনানীর স্পর্শ, আর তারই কূলে ফেনিল জলরাশি, দেখ ঢেউয়ের উদ্দাম মাতামাতি। সাত সাগরের ঢেউ এসে হাত তালি দিয়ে নাচে, শোনায় কানে কানে সাত সাগরের গান, কত নাবিক সৈনিক বীর সেনাপতি, কত আমীর ওমরাহ রত্নতরী সাজিয়ে এদের বুকে স্মৃতির তর্পন রেখে গেছেন কত সিন্ধাবাদ হিন্দাবাদের কেচ্ছা কাহিনী এদের মাঝে জেগে আছে কে বলতে পারে।

প্রনয় বিলাসী ঢেউ শিশুরা কোলে কোলে করে জড়াজড়ি, উদ্দাম আবেগে করে মাতামাতি, বিশাল সমুদ্র বুকে যে শক্তি অনন্তকাল ধরে গর্জন করে চলে, সেই মহাশক্তির লক্ষ সেঘাতে প্রতিঘাতে প্রতিমুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে, আবার আঘাতে আঘাতে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে এটাই মহাসমুদ্র রাজ্যের অহরহ চলমান জীবন কাহিনী।

এরই বুকে ভেসে ভেসে অতীতের বীর সেনাপতিরা হিরোইক স্বপ্ন দেখেছেন। কলাম্বাস, ভাস্কডিগামা আমেরিগো ভেস্পুচী অনির্দ্দিষ্টের পথে অভিযান করেছেন। আধুনিক শহর আমেরিকা ও ভারত তাদেরই অক্লান্ত অভিযানের ফসল ও ফলসূত্রী। তারা নূতনের সন্ধান দিয়েছেন অজানা অচেনাকে চির চেনার ও জ্ঞানের পরিসরে এনেছেন কিন্তু কে জানে কত দেশ, কত সম্পদ সমাহারে পূর্ণ দ্বীপ আজও মহাসমুদ্রের অন্তরালে অজ্ঞাত অপরিচিত রয়ে গেছে।

আমরা বন্দর থেকে সোজা পথ ধরে এগিয়ে চললাম, পাশ দিয়ে অসংখ্য গাড়ী তার চেয়ে বেশী সংখ্যক যাত্রী নিয়ে এদিকে সেদিকে ছুটে চলেছে কাতার বন্দী মানুষ, স্রোতের মত দুপাশ দিয়ে যে যার পথে চলছে আবার জনস্রোতে মিশে যাচ্ছে. আমরাও চলেছি। ইয়াজদানীর মনেও তখন চিন্তার স্রোত কতকথা, আজ তার মনে ভীড় করে আসছে।

www.pathagar.com

এমন দিন কি আসবেনা যেদিন বিশ্বের রত্নতরী এরি কুলে ভিড়বে-দেশ বিদেশের সওদাগর পন্য সাজিয়ে এঘাটে নিয়ে আসবে? সুদুরের মেশক আম্‌বার ইরানের সুপেয় খেজুর কান্দাহারের কিস্‌মিস, নাসপাতি, তায়েফের খোর্ম্মা- আলহামরার জৌলস কি আবার মুর বাদশাহের যশ প্রতিভাকে স্পেন দেশে ছড়িয়ে দিবেনা। খয়বর জয়ী বীর ওমর, জাবালুল তারেক বিজয়ী তারেক, খালেদ মুশার গৌরবজ্জল বীরত্ব কাহিনী নিয়ে নকীব ও কবির দল কি আবার গান গাবেনা? এমনিতর ভাবের আবেগে যখন আমরা উভয়েই মগ্ন, তখনই মাইক্রোফনের কর্কশ আওয়াজে আমাদের চেতনা ভঙ্গ হল, আমরা সম্বিত ফিরে পেলাম।

অদুরে মিনাবাজারের অবস্থিতি, তথায় জন সমাগমকে উৎসাহিত করতে আয়োজনের ত্রুটি নাই। মহিলা ক্লাব কতৃক আয়োজিত এ উৎসবে যোগদানে মানুষের অভাব হওয়ার কথা নয়, তবুও বার বার এক ঘেয়েমী প্রচার, একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তি শুনলে সত্যই মনে জাগে সংশয়, কেন আমার কি যতটা শোনার প্রয়োজন তার চেয়ে কম শুনি, না যারা বক্তৃতা করেন তাদের বলা হয়না বলে বার বার এত করে বলতে হয়?

ইয়াজদানী প্রশ্ন করেন ভাই অরূপ একটা দেশ গড়তে চাই দেশ প্রিয় মানুষ, আর মানুষকে সৎপথে চালিত করতে চাই আদর্শবান নেতা কিন্তু প্রকৃত মানুষের চরিত্রগত আদর্শ কি, কোন পথে দেশের রাহী মুশাফিরের কাফেলা চললে, মকসেদ মনজিলে পৌছে যাবে, এটা কে বলে দিবে? আমি উত্তর না দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চললাম, মীনাবাজারের বিস্তৃত আয়োজন চোখে পোড়ল, উভয়েই ভাবাকুল চিত্তে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

দুপাশে সারিবদ্ধ দোকান, রঙীন পর্দ্দার জৌলুসে চোখ ঝোলসে যায়। দোকানীর বেশভূষার পরাকাষ্ঠ চোখে পোড়ল।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ষ্টলের সম্মুখে সুসজ্জিত স্ক্রীন কার্পেট, নিদান পক্ষে ফুলতোলা জর্জ্জেট বেনারসী বা কাতান শাড়ী লটকিয়ে বাজারের সৌখিনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রঙ্গ-বেরঙ্গের রুচি বৈচিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ মাথার ঝুচুলকে তরঙ্গায়িত করে তার উপরে সুক্ষ জালের নেট দিয়ে বিপনীকর্ত্রী অতিথী আপ্যায়নে ব্যস্ত। মাঝখান দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ জনতা এগিয়ে চলেছেন, দোকানে সওদা কিনছেন কেউবা পান খেয়ে মুখ লাল করার চাইতে মনকে রাঙ্গিয়ে নিচ্ছেন। চার পয়সার চানাচুর হতে শুরু করে অলিম্পীয়ার কেক পেশওয়ারের কাওয়াই চা, হরলিক্স ওভালটিন কোনটারই অভাব নেই।

এছাড়া চপ কাট্‌লেট, রোষ্ট মোসাম্মম তারও সমাবেশ দেখলাম, কাটা চামচের ব্যবস্থা থাকলেও ব্যবহার কম হলো। অনেকেই গোগ্রাসে খেয়ে চলেছেন আবার কেউ না খেয়ে মৃদু মৃদু আলাপে প্রলাপে সময় ক্ষেপন করছেন, হাতের কঙ্কন চুরির রুনু ঝুনু শুনেই কেউ কেউ খাবার তৃপ্তি লাভ করছেন। চা চক্রের চারপাশে, যখন যুবকের দল কারনে অকারনে মৌমাছির মত ঘুরতে থাকে, তখন আর কারো কিছু ভাবান্তর হলো কিনা বলতে পারিনা। কিন্তু ইয়াজদানী এই প্রগতির ধাক্কায় একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো, তার শরীরের শিরা উপশিরায় তড়িতের প্রবাহ বয়ে গেল. সে অতি ধীরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বোলল ভাই এদেশের মাটিতে চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া প্রবল বিক্রমে সততার সাথে রাজ্য চালিয়ে শাষন করে যেমন যশ ও গৌরবের অধিকারিনী, তেমনই পুরুষের চক্রান্তে হিংসায় বিষানলে কি তার দগ্ধিভুত নন?

পুরুষ ও নারীর মিলনের মাঝখানে যে গুনের সমাহার তার একটা শান্তি প্রেম হলেও অপরটা হিংসা ও বিদ্বেষ এটাকে কে অস্বীকার করেছেন? শান্তি প্রেম ও হিংসা বিদ্বেষ বিরোধী হলেও এটা পর্যায়ক্রমে নারী ও পুরুষের মাঝে আনাগোনা করে থাকে।

www.pathagar.com

তা নাহলে লুৎফা ও ঘষেটি বেগমের চরিত্র এক খাতে বইল না কেন, দাতা দানবীর হাজী মহসিনের দেশে আজও মীর জাফর আলী খানের বংশধরেরা বেঁচে আছে কেমন করে বলতে পারেন? বুঝলাম বন্ধু ইয়াজদানী বেদনাহত একটু এগিয়ে নিয়ে চললাম বললাম বন্ধু জানোত ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি আসে, যুগে যুগে তার প্রকাশ কিন্তু ঘটনা ভিন্নরূপী হতে পারে। ইয়াজদানী আবার বলে অরূপ এই দেশে মীনা বাজারের অর্থ বা আদর্শ কি হতে পারে' যা নয় তাই নিয়ে কৌতুক করে লাভ কি? ভদ্র সম্মানী ঘরের মেয়েরা দোকান বসিয়ে নিজকে প্রতারিত করছে' আর দেশের সামনে যে দৃষ্টান্ত রাখছেন, বলতে পার একদিন এর পরিনাম কি হতে পারে? আজকের সমাজপতিরা কি ভাবছেন জানিনা কিন্তু মেয়েদেরকে এ তাণ্ডব অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ঠেলে দিয়ে এ দেশের সুধী সমাজ যতই আত্মতৃপ্তি লাভ করুন না এতে কোন পৌরুষ স্বভাব নাই। অতি দুর্বল কাপুরুষোচিত সৌখিন স্বপ্ন বিলাসী কল্পনায় কেবল মাত্র ভীরু মনেরই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব।

এ যুগে কারও রাষ্ট্রীয় জীবন বা জাতীয় জীবন সঙ্কুচিত বা সঙ্কীর্ন নয়। এ বিশাল পৃথিবীর পন্য বিপনীর সম্পদ নিয়ে বিলাসী মানুষ তার সুখের পরিসর গড়ে তুলতে চায়। ঢাকার মুসলিন, মিসরের সুরমা, তুর্কীর ফেজ টুপী, বশোরার আতর, ফ্রান্সের সেন্ট, হাভেনার চুরুট, এইসব নিয়েইত আমাদের বিলাসী বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন গড়ে উঠেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্র সৈকতে সাঁতার কেটে, হাওয়াই জাহাজ উড়ে করাচীর ব্রীচ লাকসারী হোটেলে খানা খেয়ে রাত্রির নৈশ ভোজ ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে সমাধা করাটা আজকার রেওয়াজ নয় অনেকেরই বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরাট পৃথিবী পরিবারের কোন দেশাচার এই মীনাবাজার তা বলাটা যতখানি শক্ত তার চাইতে এই প্রগতি

www.pathagar.com

উদ্দামের গতিবেগকে প্রতিরোধ আরও শক্ত হয়ে উঠেছে এ অনুষ্ঠানের যতটুকু নীতি আদর্শ আছে তার চাইতে বেশী আছে আবেগ, আকর্ষন ও উন্মাদনা এখানে সরল স্বভাব সৌন্দর্য্য, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদের মুগ্ধ পরিবেশ, স্বলাজ প্রশান্ত শ্রী সৌন্দর্য্য কে ছাপিয়ে উঠেছে কৃত্রিম প্রলেপের প্রাচুর্য। লিপিষ্টিক নেলপালিস স্নো পাওডারের প্রলেপে অকৃত্রিম রূপ লাবন্য ঢাকা পোড়েছে। এই রুচি ও আবরনের মিথ্যা খোলসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। দেশ বিদেশ হতে বিচিত্র ভূষনে. রূপের সাধনায় অরূপ ও অপরূপের জন্ম লাভ হচ্ছে। অতি অকৃত্রিম যা কিছু কৃত্রিমতার পাপে ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে, তারারা হারিয়ে যাওয়ার কথা অনেকেই জানেন মেঘের গ্রাসে তারকারা অস্তিত্ব হারিয়ে বসে এটাও সত্য কিন্তু এ যুগে মেঘের আড়ালে তারকাকে আচ্ছন্ন রেখে তার জৌলুস বাড়ানো হয়, কথায় বলে কষ্টি পাথরে সোনা পাকা করা হয় কিন্তু যে কষ্টি পাথর নিজেই কৃত্রিম সেখানে সোনা না হয়ে তার খাদই পাকা হয় —তাই এ যুগে সোনার যেটা খাদ তারই মহিমা অপরিসীম।

এ দেশের পল্লী প্রান্তরে সরল মতি সুন্দরী ললনা, তার পল্লী প্রাচুর্য্যের মাঝে যে রূপে ও রসে আপনাকে বিকশিত করে আসছে. তারাই সুন্দরী না প্রলেপের প্রাচুর্য্যে বিচিত্র চলন ও পরিবেশে যারা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে অভিহিত। তারাই সুন্দরী এটা আগামী দিনের প্রশ্ন হয়েই থাক।

আপন স্বভাবে যে রঙ ফুটে ওঠে সেটাকে মনের রঙ্গে কৃত্রিম প্রলেপ লাগিয়ে যারা অরও সুন্দর রে দেখতে চায় তারা শিল্পী হতে পারে কিন্তু সাধক নয়।

মীনা বাজারে নারীর অবগুণ্ঠনকে লুণ্ঠিত করে যে বেনী ও বরের

www.pathagar.com

আধুনিক রূপের সমাহার দেখে যারা হাত তালি দিতে অভ্যস্ত, কান তালি লেগে ভাল মন্দের, শুভ অশুভের পার্থক্য বোধ তারা যে অনেক আগেই হারিয়েছেন, একথা বোঝার দিন আসছে।

পথ চলতে, ইয়াজদানী ষ্টলগুলোর দিকে, ইঙ্গিত করে ভারী গলায় বলেন অরূপ দেখছো এই ষ্টল গুলিতে মানুষের কিরূপ ভীড় জমেছে।

কারন সুবিদিত। যারা অনেকেই ঘরে কাঁটা চামচে খেয়ে থাকেন, যারা হাত পুড়িয়ে রান্না করেননি, স্বামী সোহাগীনি হয়েও যারা জীবনে স্বামীর খাদ্য পরিবেশনে অভ্যস্ত নন, তার ই আজ দেশের কল্যানে. জনসাধারনের সেবায় আত্মমন নিবেদিতা হয়ে খাদ্য পরিবেশনে লেগেছেন। তাই যারা চা খান তারা চায়ের তাগিদে আসেন।

আর যারা চেয়ে অভ্যস্ত নন, তারা কোন নেশার তাকিদে ভিড় জমিয়েছেন—এটাই একমাত্র প্রশ্ন বলে আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

বিভিন্ন ষ্টলে: বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রীর সমাবেশ, সম্পদের চাইতে সৌন্দর্য্যের সমাহার, প্রয়োজনের চাইতে অপ্রয়োজনীয় কথার ব্যবহার চির অপরিচিতকে অতি পরিচিত করে কথা বলার বাতিক প্রতিযোগীতায় সবাই আগ্রহী বলে মনে হলো।

কোন কোন ষ্টলে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার ভীড় দেখলাম, আবার ক্রেতা বিক্রেতার চাইতে সবখানেই দর্শকবৃন্দের ভীড় আরও বেশী, দশজন মানুষের বিশটি কৌতুহলী দৃষ্টি সামনে কাজ করে চলেছে। যে যার পথে চল্লেও, যারা চলে যাচ্ছে তারা আবার ফিরে আসার জন্যই যাচ্ছেন যাওয়া ও আসার গতি অবিরাম কেউ কোনখানে স্তব্ধ হয়ে নাই। এ চলা যেন ম্যারাথন।

পথ ধরে চলতে ইয়াজদানী বলেন, অরূপ এটা যে দেশেরই

www.pathagar.com

ব্যাধি এ দেশে সংক্রামিত হোক না কেন, সে দেশের জলবায়ু নীতি আদর্শ ভিন্ন মুখী এ কথাটা কেনা জানে ? যে দেশের নারীর জীবনাদর্শ এ দেশের মত নয় স্বামী সেবার মহান ব্রত যে দেশের মানুষের মন ও রুচির উপর নির্ভরশীল, যে দেশে অবাধ মেলামেশার কোন বাধা নেই, তবুও যে দেশের মানুষ সহজে যে পথে গ্লানি সে পথে পা বাড়ায় না, যে দেশের সমাজ ব্যবস্থা, আচার পদ্ধতি এ দেশের মত নয়, সে দেশের রঙ্গ ও রেওয়াজকে এ দেশের মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায় ক্লাব ও জীমখানায় যারা চালু করতে চান, তারা আর যাই হোক বাস্তববাদী নন এ কথা শপথ করে বলা চলে।

বাদশাহ্‌ আমানুল্লা পশ্চিমা দেশের সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করে, বেগম সুরাইয়াকে নিয়ে পাশ্চ্যাত্য দেশগুলির সবখানে সব আয়োজনে নিজেদেরকে নিবীড় করে লিপ্ত করার পরিনাম কি ? ধর্মবিলাসের মূলে আঘাত হানার অপরাধ দেশবাসী ক্ষমা করেনি, ফকীরের কেরামতির জালে তাকে ও পড়তে হয়েছিল, বাদশা বেগমকে দেশান্তরিত হতে হয়েছিল এটা কেনা জানে ?

আমি বলি প্রগতির একটা রূপ ও গতি আছে, রূপে আকর্ষন থাকতে পারে কিন্তু গতিতে অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য না থাকাই ভাল। যে নদী স্বাভাবিক গতিবেগে দেশ অতিক্রম করে চলে সেটা স্বভাব সুন্দর. আর যেটা প্রতিরোধ প্রতিঘাতে এঁকে বেঁকে চলে তার গতি প্রখর হলেও সেটা চলার পথে পথ হারিয়ে যায়, প্রবাহমান জলরাশিও একদিন বালু চরে প্রাণ হারায়, তাই বলছিলাম মানুষের চরিত্রও প্রকৃতিগত হবে তবেই সুন্দর এছাড়া যেটা যে চরিত্র অন্যের ছায়া প্রতিফলিত করে সেটা স্বভাব সুন্দর নয়। যেখানে এই প্রকৃতি ও স্বভাবে সংঘাত লেগেছে, সেখানেই মানুষ দূর্বল, তার বিচ র বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, অন্ধ কুসংস্কার এসে সুস্থ বিবেককে গ্রাস করে নিয়েছে এ জন্য আজও আমাদের দেশে কুসংস্কার

www.pathagar.com

কিংবদন্তী মানুষের মনকে জয় করেই আছে।

সুন্দর বন এলাকায় বঙ্গোপসাগরের তীর ভূমিতে মাঝে মাঝে গভীর তলদেশ হতে কামানের মত কিছু শব্দ শোনা যায়, লোকে বলে সমুদ্রগহীনে রাবণ রাজার লৌহ কবাট বন্ধ করার শব্দ, কবে রাবন রাজা গত হয়েছেন তার লৌহ কবাট ছিলই কিনা ইত্যাদি না জেনেও আজ অনেকেই একথা বিশ্বাস করেন, কারণ এটা একটা কিংবদন্তী, সমুদ্র তলদেশে জলস্ফীতির যে আর্তনাদ অহরহ উঠছে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম যেটা আজও অব্যাহত আছে এরূপ শত সহস্র কিংবদন্তী আমাদের দেশে কোথাও রূপকথার জন্ম দিয়েছে কোথাও লোককথা কাহিনীতে পরিণত হয়েছে তার হিসাব নাই।

অনেক কথার পরে ক্লান্তি এসে গেল, এবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক বলে উভয়েই এক সুদৃশ্য রেস্তোরায় প্রবেশ করলাম প্রবেশ পথে সোনালী অক্ষরে লিখা "ইভস পারলার" নামটি নজরে পড়লো।

আর যাই হোক আদিমাতা বিবি হাওয়ার নামটা দেখে ভাবাবেগে আমরা চায়ের ষ্টলে প্রবেশ করলাম। ষ্টলের বাইরে ভিতরে মানুষের ভীড়, দলে দলে অপরিচিতের দল চির পরিচিতের মত প্রবেশ করছেন। কিছুক্ষনের জন্য আলাপে প্রলাপে সময় কাটিয়ে আবার জনস্রোতে রাজপথে যাচ্ছেন।

খাওয়া শেষে দেখি টেবিলে সাদা তস্‌তরিতে একখণ্ড কাগজ দেহ প্রসারিত করে পড়ে আছে—সামনে বেয়ারা দণ্ডায়মান, বুঝলাম বিলের টাকা পরিশোধের তাকিদ - তাহলে সম্পর্ক চুকে গেছে—অতএব ইয়াজদানী বিলটা একবার একটু দেখে বললে - মাত্র বারো টাকা ?।

ছোট বেলায় পাঠশালাতে পড়া না পড়ে বাঘা পণ্ডিতের হাতে

www.pathagar.com

কানমলা খেয়ে বাড়িতে বেমালুম গোপন করে, মানে বেঁচেছিলাম আজও তেমনি টাকা কটা হাতে দিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে বেরিয়ে পোড়লাম। ইয়াজদানী ঘটনার জের টেনে পথ চলতে বলে ভাই অরূপ বাইরে এই খাবারের বড় জোর মূল্য দু টাকা—কিন্তু এখানে দশটা টাকাই—আমি বোললাম ভাই ঐ একই প্রশ্ন—এখানেও চা ও তার নায্য মূল্যের মাঝখানে আর একটার মূল্য আমাদের দিতে হলো সেটা আত্মপ্রবঞ্চনার খেসারা - যেটা বুঝি অথচ বুঝেও না বোঝার ভান করে চলি বাকিটা তারই মূল্য।

আমরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কত যে আত্ম প্রবঞ্চনার খেসারা দিয়ে চলেছি সেটার হিসাব করে চলতে পারলে অনেকেই হেমায়েতপুরের বাসিন্দা হয়ে যেতেন।

মানুষের মনের অভিষ্ট সিদ্ধির পথে যে অভিযান, যে অন্যায় সে করে, পরিনামে সেটাই তার আত্ম প্রবঞ্চনার কারণ ও পরিনাম দুই হতে পারে।

যখন সোজাপথে, সরল উপায়ে কোন অভিষ্টসিদ্ধি হতে চায়না মানুষ বাঁকা পথে বাঁকা পদ্ধতিতে অভিষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয়, লোভ লালসার আগুনে মানুষ দাহ হয়েছে মৃত্যু বরণ করেছে, সহায় সম্পদ বিত্ত বিভিন্ন সব কিছু হারিয়েছে তবুও এ পথ ছাড়েনি। গ্রীক দেশের পৌরানিক গল্পের কথা, সভ্যতার কথা অস্বীকার করতে পারেন কি "হোপ ইজ ইটারনেল ইন দি হিউমেন ব্রেষ্ট" আশা মানুষের মনের চিরন্তন সাথী কবির কথাতে বলা হয় ওগো আশা কুহকিনী.....কতকাল ধরে স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে আছ আমার অন্তরে, অন্তরেই আছ তুমি নাইতো বাহিরে।

অন্যায়কে অন্যায় জেনেও যে মানুষ সেটা করে, সেটাকে সে ন্যায় মনে করে করেনা তবুও করে কেন? এই প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে তবুও অন্যায় করার প্রবণতা

www.pathagar.com

কমেছে কি? কথা প্রসঙ্গে সে দিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

বিলাসপুরের রায় পরিবারের কাহিনী মৃত জমিদার জলধর রায়ের বিশাল সম্পত্তি রেখে তিনি মারা গেলেন— করোতোয়া নদীর স্রোতকে স্পর্শ করে সান বাধানো সিঁড়ি বেয়ে বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা সেদিনের মহান সাক্ষী আজও দাঁড়িয়ে। মৃত জলধর রায়ের দুই পুত্র, নিশীকান্তরায় ও কনিষ্ঠ নাবালক পুত্র রতিকান্ত রায়।

নিশীকান্ত বিলাস ভূষনে, পানাহারে লিপ্ত দিনে দিনে সব সম্পত্তি নিঃশেষ করে যা কিছু ছিল অস্থাবর সম্পত্তি গোপনে আপন স্ত্রী হৈমবতীর নামে লিখে দিয়েছেন। এসব হৈমবতীর অজ্ঞাত— অপুত্রক হৈমবতী ছোট দেবর রতিকান্তের উপর স্নেহশীলা, কিন্তু নিশীকান্তের এ অনুরাগ ও প্রীতি অসহনীয়।

অতি শৈশব কাল থেকেই রতিকান্ত ভাইয়ের উপেক্ষা অবহেলার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অতীতের কিছু মনে না থাকলেও বর্ত্তমানের উপেক্ষাকে সে আর সহ্য করতে পারেনা, তার বিবেক বিবেচনা তাঁকে দংশন করে সে আহত হয়ে নিশীকান্তের সঙ্গ এড়িয়ে চলে।

বিলাস পুরের জমিদার রায় পরিবারের এক কালে বেশ নাম ডাক ছিল। পূজাতে পার্ব্বনে জমিদার বাড়ির উৎসব আয়োজনে সারা গ্রামটা গমগম করতো, জমিদারের যশ গৌরবের ডঙ্কা এমনি করেই চিরকাল বেজেছে কিন্তু কালের প্রবাহে পাশের গ্রামের কুলদা মুখার্জ্জি নূতন করে কুলে ভিড়েছেন পয়সা দাদন করে, ওজারতি তেজারতির মাধ্যমে আজকাল বেশ নামিদামী তারও বেশ নামডাক- জমিদার নিশীকান্ত রায়ের সাথে তার সম্পর্ক অহিনকুলের।

সামনে শারদিয়া উৎসব গোটা গ্রাম আনন্দ মুখর, হঠাৎ শোনা গেল কুলদা বাবুর বাড়িতে এবারে যেন জনতার আনা গোনা।

www.pathagar.com

লোকমুখে এ কথাও শোনা গেল যে কুলদা বাবু সাত পিড়ীর নাম, গাঁয়ের নাম রাখবে। মেয়েরা ঘাটে, পুকুর পাড়ে কলসে ঠেলা দিয়ে বলাবলি করে -ধন্যি দি, কুলদা মুখর্জ্জিরে যেমন পিত্তীমা ঠাকুর, তেমনি কোলকাতার বড় বাইজীর বড় দল গো — হাঁগা তবে কি নিশী বাবুর সব কিছু বাসি নাকি গো"—এমনতর অনেক কথায়-আড়ালে আবডালে হলেও বাতাসে ভর করে বুদ্ধিমতী হৈমবতীর কানে এসে পৌছ্‌তে সময় লাগল না, তিনি শাড়ীর আঁচলের বড় চাবির গোছাটা পিঠের উপরে আছাড় মেরে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুটা অভিমান ও রোষের সাথে বললেন"। ওগো শুনছো বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ? নিশীকান্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে একবার এ্যা বলবার চেষ্টা করতেই হৈমবতী আবার ত্বড়িত প্রশ্ন করে বলেন " কান মাথাতো খেয়ে বসে আছ, আমি আর শুনবো কত বলতে পার? নিশীকান্ত এবারে একটু অবসর বুঝে বলেন, আরে কি হোল সেটাতো বলবে, আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা হৈমবতী। রেলগাড়ীর ইঞ্জিন কিছুটা উগ্র গ্যাস ছেড়ে যেমন পরবর্ত্তিকালে যাওয়ার প্রাক্কালে গভীর ঘন দমটা ছেড়ে যাত্রা শুরু করে হৈমবতীও তেমনি এবার একটু গুরুত্ব নিয়ে ভারগলায় বলেন " ওগো গ্রামের মানুষের, মেয়ে পুরুষের বিদ্রূপ যে আর সহ্য হয়না কুলদা মুখার্জি একালের বড়, আর তোমরা আদি কালের জমিদার অথচ কুলদা বাবুর বাড়িতে বড় প্রতীমা ঠাকুরণ আসছেন ধুমধাম আসর জল্‌সা, কোলকাতার বাঈজী তাও আসছে বিদুর মা বলেকি শুনেছ নিশীবাবু বাসি হোল, কুলদা বাবুই গাঁয়ের কূল রাখলো।

নিশীকান্ত এবার সম্বিত ফিরে পেলেন, একবার অট্টহাস্যের চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। ঘনবিদ্যুতের ঝলকে যেমন আকাশের বুকে তারারা হারিয়ে যায়, তেমনি তার হাস্য কৌতুক সরলতা যা ছিল বিদ্রূপ কটাক্ষের খোঁচায় সব যেন হারিয়ে গেল। তিনিও

www.pathagar.com

একটু সোজা হয়ে বসে তারপরে দাঁড়িয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন, নায়েব মশায়ের ডাক পোড়ল।

এটাইতো আমাদের বাংলাদেশের রাজা জমিদারের আভিজাত্য, তারা অতি সামান্য কারনে জীবনের অতি বিরাট ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি, মান ও মর্য্যাদার জন্য, সম্ভ্রমের জন্য জীবনকে বাজি রেখে জুঁয়া খেলেছেন কিন্তু তাই বলে মান দেন্‌নি হত্যাকরে নিজে অজ্ঞাত কুলবাসি হয়েও বংশ আভিজাত্য, রেখেছেন তবুও দাবার ছকে কুলমর্য্যাদাকে হারিয়ে দেননি।

একটু দূরে বৃদ্ধ উমাচরন নায়েবের পায়ের শব্দ শোনা গেল হৈমবতী পাশের ঘরে পর্দ্দার আবডালে দাঁড়ালে, বৃদ্ধ উমাচরন এসে নমস্কার দিয়ে দাঁড়াতেই নিশীকান্ত গোখ্‌রে সাপের মত গর্জ্জে ওঠে বলেন "বলি নায়েব মশায় এ বাড়িতে এক কুড়ি বয়স হতে শুরু করে আজ চার কুড়ি বয়সে ঠৈকিয়েছেন অথচ আজও আমাকেই বলে দিতে হবে, এ বাড়ির যশ গৌরব প্রতিপত্তি কি করে অক্ষুন্ন রাখতে হবে? রায় বাড়ির যশ গৌরব কি এমনি করেই কুলোদা মুখোর্জ্জির দাপটে ও দাম্ভিকতার কাছে অবলুপ্ত হবে। এমনি করেই কি আপনিও আমার কলুমান মর্য্যাদা অব্যাহত রাখবেন শুনি?"

বৃদ্ধ উমাচরন শৈশব থেকে আজ বৃদ্ধ হয়েছেন। আশিটা বছর বয়সের সীমান্ত সীমায় আজ তিনি দাঁড়িয়ে, দেহ অস্তি চর্মসার, মাংশ পেশী গুলী শিথীল হয়ে এসেছে, শুধু হাড় কখানার জীবন্ত কঙ্কাল হোলেও তার মর্য্যাদা দাপট কনামাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। তিনিও জমিদার বাবুর কথার কটাক্ষে কশাঘাতে বিমুড় হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন 'হুজুর কুলোদাবাবু এবারে কোলকাতা হতে ভাল বাইজী ও যাত্রা আনিয়েছেন তাইতো? বৃদ্ধের কথার মাঝখানেই নিশীকান্ত কোমর ভাঙ্গা ফণীনির মত ফঁসকরে উঠলেন "বলি কোলকাতার মত শহরে বাইজী আর যাত্রা দলের অভাব হোল কবে

www.pathagar.com

শুনি। বৃদ্ধ নায়েব কি যেন বিড়বিড় আরও একটু স্পষ্ট করে বললেন বাইজীর অভাব নয় তবে কিনা অভাব। বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই নিশীকান্ত আদেশ দিলেন আজি এই মুহূর্তেই লোক পাঠিয়ে দাও জলসা আর নাচ ঘরে আলো জ্বেলে দাও, সবই যথা চলবে।

ঠিক তাই হোল রায় বাড়ির আট চালা ঘর লোকে লোকারন্য, তিল ধরণের স্থান গেলনা, তিনদিন অবিরাম উত্তেজনায় কেটে গেল। অবসন্ন মন ও শরীর নিয়ে নিশীকান্ত কাচারী বাড়ির খাস কামরায় বসে আলবেলায় সুগন্ধি তামাক টান্‌ছেন আর কুণ্ডলিবৃত ধুম্রগুলির উন্মুক্ত বাতায়নের মাঝে খোলা বাতাসে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জীবনের অনেক হারানো স্মৃতির কথাই নীরবে ভাবছেন. এমন সময় বৃদ্ধ উমাচরন ঝুলে পড়া চশমার অপরিস্কার কাঁচ দুখানির উপর দিয়ে বৃদ্ধারিত নয়ন দুটি মেলে অতি সন্তর্পনে এড়ে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন " হুজুর ! এদিকে ওদিকে একটু তাকিয়ে বিমুঢ় কণ্ঠে বললেন হাইকোর্টের মামলাই কুলোদা বাবু তিরিশ হাজার টাকার ডিগ্রি পেয়েছেন, নিশীকান্ত এবারে ফণীর আহত ফণীর মত একটু শক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন তারপর ? উমাচরন আরও একটু সাহসে ভর করে বললেন বেরিষ্টার সাহেব আজকের মধ্যেই দশ হাজার টাকা তার যোগে পাঠাতে বলেছেন নিশীকান্ত নিভান কল্কিতে আর একবার ব্যর্থ টান মেরে বললেন তারপর— ?

তারপর খাজনা আদায়ের বহু চেষ্টাইত কোরলাম হুজুর কিন্তু —, মুখের কথা শেষ হবার আগেই নিশীকান্ত বলেন - বলো, বলে যাও থামলে কেন, প্রজারা খাজনা দেবেনা তাইতো ? হুজুরের ভাল মহাল কয়টিত ইতিমধ্যেই ফারগতি হয়ে আছে বলে বৃদ্ধ উমাচরন আরও একটু স্বর নিম্ন করে বলেন 'কোলকাতার বাইজী ও যাত্রা পাটির পাঁচ হাজার টাকা কর্ত্তামা নিজেই কেমনে দিলেন জানিনা।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ সবাই নীরব হয়ে রইলেন, দেওয়ালের বড় ঘড়িটা যেন সহসা চঞ্চল হয়ে অতি মাত্রায় দ্রুত টক্‌ টক্‌ করে চলতে শুরু কোরল, সারা ঘরখানি স্তব্ধ, দেওয়ালের উচ্চ এককোণে একটি জীবন্ত প্রানী টিক্‌টিক্‌ করে আরও একটু দূরে সরে গেল।

নিশীকান্ত এবারে ধীরে কাচারী বাড়ী হতে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। বড় হল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হৈমবতী মৃত শশুর ও শাশুড়ীর তৈল চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করছিলেন, নিশীকান্ত অতি ধীরে প্রবেশ করতেই মনে হোল মৃত জলধর রায়ের মূর্ত্তিটা আজ যেন জীবন্ত হয়ে তাকেই ভ সনা করছে মাতা স্বরসতী রায় আজ যেন জলন্ত দৃষ্টি হেনে কৈফিয়ত চাইছেন? নিশীকান্ত চোখটা টেনে নিয়েই প্রশ্ন করেন হৈম তুমি এখানে? হৈমবতীও তেমনি আচম্বিতে পিছু ফিরে বলেন ও কে তুমি; হ্যা আমি বলে নিশীকান্ত একটু এগিয়ে এসে করুণা ও কঠোরতায় মিশ্রী কণ্ঠে বলেন হৈম আর কতদিন আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলবে বলতে পার? রায় বাড়ির আভিজাত্য বজায় রাখতে আমাদের অনেক খেসারাই দিতে হয়েছে— যাক সিন্ধুকের চাবির গোছাটা পাচ্ছিনা, একবার দাও দেখি।

হৈমবতী আবেগ জড়িত কণ্ঠে জানিনা বলে বিদায় নিবার পূর্বেই নিশীকান্ত দৃঢ়হস্তে তাকে ধরে ফেললেন 'হৈম আর প্রতারণা করে লাভ কি, দাওনা বড্ডই প্রয়োজন, কেন ন্য সিন্ধুকের চাবি নিয়ে রায় বাড়ির শেষ আভিজাত্যটুকু ঐ লৌহ কুটুরীতে তালাবদ্ধ করবে নাকি? ওতে যা আছে সেত আমারই দু' একটা অলঙ্কার-ও চাবি আমার কাছে থাকবে।

নিশ্চয় থাকবে, শুধু আমাকে একবার একটু দেখতে দাও লক্ষীটি বলে নিশীকান্ত হস্ত প্রসারিত করলেন। হৈমবতীর ফল্গুর বন্যা এবারে অশ্রুপাথারে জেগে উঠলো সে আবেগ কম্পিত

www.pathagar.com

কণ্ঠে বলে উঠলো "তিলে তিলে সবকিছু নিঃশেষ করে আজ রিক্তহস্তে দাঁড়িয়ে তোমারই কাছে আমাকেই অভিনয় করতে হবে বিচিত্র, তুমি জাননা, তোমার খেয়াল ও খুশির খোরাক যোগাতে আমাকে সবকিছু বিলিয়ে দিতে হয়েছে।

হৈমবতী কথা কয়টি বলে, দ্রুত প্রস্থান করলো, নিশীকান্তর পায়ের কাছে একগোছা চাবি আছাড় খেয়ে পোড়লো রায়বাড়ির লৌহসিন্ধুকটি অন্তসার শুন্য···শুন্য কক্ষগুলীর অসীম শুন্যতা যেন নিশীকান্তকে গ্রাস করতে লাগলো। কুঠরীর অভ্যন্তরে মাত্র দু'একটি সিন্ধুর মাখান টাকা আজও অভাবের হাতছানি থেকে নিজকে বাঁচিয়ে কোন রকমে কোন ঠাসা হয়ে বেঁচে আছে।

নিশীকান্ত অতি ধীরে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখলেন হৈমবতী তেমনি অসাড় নিস্পলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কি প্রশান্ত তার মুর্ত্তি। নিশীকান্ত ব্যাথাহত কণ্ঠে বলেন "হৈমী আর নয় এ পরিবেশ. এ মিথ্যা আভিজাত্যের বাঁধনে আর আমরা পিষ্ট প্রতারিত হতে চাইনা চলো চলে যাই যেখানে হাজার লক্ষ মানুষের ভিড়ে অনেকেই হারিয়ে গেছেন আমরাও রায় পরিবারের আভিজাত্যের বোঝা ঘাড়ে করে কতকাল প্রতারিত হবো, চলো চলে যাই।

হৈমবতী একবার বলবার চেষ্টা করে ওগো এরজন্য দায়ী ?

আবারও দায়ী, কার বিচার তুমি কোরবে হৈম তার চাইতে চলো কাশীধামে যেখানে সবারই বিচার, পাপ পূন্যর বিচার শুধু একজনেই করবে—চলো চলে যাই।

বিদায়ের পালা শুরু হতেই শেষ হয়ে এলো। মাত্র কটা দিন বাঁকি, হৈমবতী ঘরের জানালা দিয়ে দিগন্ত প্রসারিত জমিদার বাড়ির মাঠ ময়দান বাগ বাগিচার দিকে চেয়ে স্বামীকে লক্ষ্য করে বলে ওগো আমরা সবাই যখন যাচ্ছি—তখন রতীকান্তের কি হবে ? নিশীকান্ত কতকগুলি দলিল দস্তাবিজে ডুবে কি যেন খুজছিলেন,

www.pathagar.com

তেমনি ভাবে উশ্যেহীন একটা প্রশ্নকে ব্যর্থ-ভাবেই উড়িয়ে দিয়ে বলেন "ওর জন্য ভেবনা, কাচারী বাড়ি, পেয়াদা চাকর নফর সবইত রইল।

ইতিমধ্যে রায়বাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রামের হাটেঘাটে মাঠে-গঞ্জে অনেক জল্পনা কল্পনা। রায় বাড়ির চাকর নফর পিয়াদা ঝাড়্‌দার সবাই ভাবে বড়বাবু বোধ হয় আর ফিরছেননা, তারাও জানেনা তাদের চাকুরী থাকবে কিনা। গ্রামের কুলবধুরা ঘাটে পানিতে কোলসীটাকে আছাড় মেরে বলে - রায় বাড়ির ঘরে বাতি জ্বলবেনা। একেই বলে কপাল - হায়রে একরত্তি ছেলে রতী, এই অবলার গতী হোলনা ' হায় হায় ধর্ম্ম কি আর আছে ? এমনিতর অনেক কথাই জনেজনে কানেকানে ছেলে মেয়েতে কানাকানি করে, গ্রামের প্রবীন গিন্নীরা গুড়োকরা পানে পুটলী মুখে পুরতে বলে এতবড় সংসারে জলধর রায়ের দুটি পুত, তারি একটি রতি, তারি স্থান হোলনা গো, ভগবান আছেনা এ পাপের প্রায়শ্চিত্তী না হয়ে পারে।

গ্রামের প্রধান ও পুরোহিত ভবতোষ একদিন কথার কথায় বলেন, কর্ত্তাবাবু আপনারাতো সবাই চলে যাচ্ছেন, এহলে ছোট বাবুর গতী কোথা থাকবে ? নিশীকান্ত তেমনি উপহাস ও উপেক্ষার সাথেই বলেন এতবড় বিশাল বাড়ি, ধনসম্পত্তি সবইতো রইলো, তবুও ওর জায়গা হবেনা ভট্টাচার্যি মশায় বলেনকি ? ভবতোষ তেমনি কথাটার জের টেনে বলেন তবেযে শুনলাম বাড়ি আর সম্পত্তি নাকি কর্ত্তামার নামে লিখা হয়েছে।

নিশীকান্ত একটু দৃঢ়তার সাথেই বলেন ঐ একই কথা, তোমার কর্ত্তা মা তার সম্পত্তি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। সবাইকেতো নিজের পাঁয়েই দাঁড়াতে হবে ভবতোষ। ভবতোষ নির্বাক কিন্তু কেউ লক্ষ্য কোরলনা রতীকান্ত তেমনি পাশের ঘরের দরওয়াজার পাশে নিশ্চল

www.pathagar.com

পাথরের মত দাঁড়িয়ে। তাই দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে। অভাগা পিতৃহারা বালক রতীকান্তের এ অবস্থা অবলোকনের একমাত্র সাক্ষী বাড়ির পোষা মিনি বেড়ালটা শুধু কয়েকবার মিউ মিউ করে রতীকান্তের পা জড়িয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

এরপর রতীকান্তকে আর কেউ দেখতে পায়নি—ব্যাথা ও বেদনার আবর্ত্তে কোথায় সে অন্তর্ধান করেছে কেউ বলতে পারলোনা।

রতীকান্ত শিশুকাল থেকেই ভায়ের আশ্রয়ে থেকেও নিরাশ্রয়ের মতই, ভাবির আদরে পালিত হয়েছে। জমীদার বংশের গৌরব ও আভিজাত্যের কোন স্পর্শই সে পায়নি চির অবহেলায় সে স্বীকৃত জীবনের মূল্যায়ন কোনদিনই করেনি, কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে নিদারুন কঠিন আঘাতগুলিকে সে সহ্য করতে পারে নাই, তাই সবারই অলক্ষ্যে রতীকান্ত আত্মগোপন করে রইল।

ক্রমেই নিশীকান্তের কাশী যাত্রার আয়োজন শেষ হয়ে, যাত্রা কাল ঘনিয়ে এলো বৃদ্ধ উমাচরণ এসে নিবেদন করলেন, কর্ত্তা আগামীকাল প্রত্যুষে যাত্রা করাই সমিচীন, কারণ এখান থেকে ষ্টেশন বার মাইল, বৈকাল পাঁচটায় গাড়ী ছাড়ে সকালে গেলেই অনায়াসে গাড়ী পাওয়া যাবে, তাছাড়া রাত্রি কাল বিপদকালকে সামনে নিয়ে যাত্রা ভাল নয় কর্ত্তাবাবু।

কথাগুলি অতি সত্য হলেও নিশীকান্তের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারলোনা তিনি তেমনি সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন, না নায়েব মশায়, তা হয়না, রাতের আধারেই আমাকে স্মৃতির বোঝা পিছে ফেলে গ্রাম ছাড়তে হবে তাছাড়া জানোত দিনের বেলায় গ্রাম ছাড়তে বিজয় ও আনন্দের যে মন লাগে সেটাতো অনেক আগেই হারিয়েছি—এবার ঘরে ফিরার পালা নয়—পরাজিত মন নিয়ে ঘর ছাড়ার পালা কথাগুলি বলেই নিশীকান্ত বা পেটারাগুলি গুছাতে

www.pathagar.com

ও গুনতে লাগলেন।

সূর্যাস্তের পূর্বেই একখানি ছোট বজরা রায় বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়লো. কয়েকজন ভৃত্য মালামাল টেনে নৌকায় উঠাতে লাগলো।

রায়বাড়ির বিশাল অট্টালিকা ও সংলগ্ন ঠাকুর বাড়ির দেহ স্পর্শ করে বীরকয়া নদী বয়ে চলেছে। বর্ষার কল ছাওয়া দেহ বৈশাখ সঙ্কীর্ন হোলেও এর গতি উদ্দাম, স্রোত তীব্র হয়ে এঁকে বেঁকে মোহনার বুকে ঘূর্নীর আবর্ত্ত সৃষ্টি করে চলেছে।

একখানি ছোট বজরা রায় বাড়ির মহল ঘাটে দুল্‌ছে নিশীকান্ত হৈমবতী, দু' একটি বালক ভৃত্য ও যথাসর্বস্ব মালামাল নিয়ে বজরায় উঠলো. তীরে দাঁড়িয়ে অগনিত মানুষ. অনেক কালের পরিচিত মুখ ও পরিবার রায়বাড়ির শেষ স্মৃতিটুকুকে বিদায় নিতে দেখে সেদিন গ্রামের অনেক প্রবীন মাতবরের চোখে পানি নেমেছিল। হৈমবতী নৌকায় চড়ে শেষবারের মত রায়বাড়ির ত্যক্ত অট্টালিকার দিকে চেয়ে একটা গভীর নিশ্বাস টেনে বলতে চেষ্টা কোরলেন আমরা নিঃসন্তান এ বংশের একটি মাত্র ছেলে রতীকান্তের আজ আমাদের এ নৌকায় স্থান হোলনা, রায় পরিবারের শেষ সম্বলটুকু আমরা ফেলে যাচ্ছি। নিশীকান্ত তেমনি পূর্ববৎ শক্ত কাঠ হয়ে বসে রইল, তার জিহ্‌বা কণ্ঠ সবই যেন আড়ষ্ঠ, সে নির্বাক নৌকা ভাসিয়ে বৈঠায় শেষ ঠেলা দিয়ে রায়বাড়ির মাটির শেষ স্পর্শটুকু হতে বিছিন্ন হয়ে মাঝি বোলল "কর্ত্তা ছোট বাবুকে রেখে গেলেন? নিশীকান্ত এবারে একটু নড়ে ওঠে বোললো হ্যা সে এই বাড়িতেই থাকবে আমরা সব কিছুই তার জন্য রেখে গেলাম। মাঝি কথাটার জের টেনে বোললো "হুজুর এটাতো পোড়বাড়ি. এখানে একটা শিশু বালক একা কেমন করে থাকবে? ততক্ষন নৌকা খানি স্রোতের মুখে ছুটে চোলেছে সামনে অথৈ পানির দিকে নৌকাখানি ক্ষেপা গঙ্গীর তালে নেঁচে ওঠলো।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা ঘনীভূত ততক্ষনে পশ্চিমে অস্তাকাশে কতকগুলি কাল মেঘ বিদ্যুতের চাবুক হেনে মেঘের অশ্বকে চালনা করবার আয়োজনে মেতে গেছে. তখনো বিদায়ী সূর্য্যের রক্তআভা পশ্চিম আকাশের কোনে শেষবারের মত বিলাসপুরের গ্রামখানি রায়বাড়িকে প্রত্যক্ষ করে নিচেছ। বিদায়ী সূর্যের শেষ আভাটুকু তখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। হটাৎ দেখা গেল ঠাকুর বাড়ীর উচচ মন্দির চুড়ায় দাঁড়িয়ে কে একজন নৌকার গতিপথের দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে।

মাঝি উচ্চস্বরে বলে উঠলো হুজুর ঐযে ছোটবাবু মন্দির চূড়ায় দাঁড়িয়ে আহারে—নৌকা কি ভিড়াব? নিশীকান্তের কঠোর নির্দেশ, থেমনা বেয়ে চলো—হৈমবতী নির্বাক। মনে হোল তার অন্তর খানির মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি ঝড়ের সঙ্কেত ধ্বনি—শোনা যাচ্ছে. নিস্ফল সে কিছু বলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারলো না দুহাত দিয়ে মুখখানি ঢেকে ফেললো।

নিশীকান্ত একটু শক্ত হোলেও উদভ্রান্ত সে বাতাসে নিভে যাওয়া কলকীতে একবার নিস্ফল টানদিয়ে মাঝিকে দ্রুত পাশঘেঁসে বেয়ে যেতে বোললো।

ছোট্ট নৌকাখানি বিদ্যুৎ গতিতে পশ্চিমের দিকে ছুটে চললো। সন্ধ্যার আবছা আঁধারে ততোক্ষনে পিছনের সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, রতনের ক্ষুদ্র অন্তর খানির মধ্যে তখনও হতাশার হাহাকার ধ্বনিত। সূর্য্য উটলো। পশ্চিমে মেঘ ঘন হয়ে উটলো। আকাশের যে কয়টি তারা কালমেঘের বিদ্যুৎ কটাক্ষে হারিয়ে গেল।

ছেয়ে এল অশনি, কড়্ কড়্ বিদ্যুৎ শন শন সঙ্গীতে পাগলিনী ঝটীকার ঝাঁটাতলে নৃত্য সুরু হোল। নিশীকান্ত বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে মাঝিকে নির্দেশ দিল রতন কুলে নৌকা ভিড়াও, ঝড় আসবে। মাঝি তেমনি আর্তনাদ করে বলে উঠলো হুজুর

www.pathagar.com

হাল রাখতে পারছিনা' কোন কুল চোখে পোড়ছেনা কোথায় ভিড়াবো ? এ কালমেঘ হুজুর' হৈমবতী একবার কেন্দে ওঠে বোললো ওগো দেবতা অপ্রসন্ন, এটা দেবতারই গ্রাস।

এরপরে ছোট বজরাখানি একখানি ছিন্ন পত্রের মত ঝড়ের প্রকোপে ছুটাছুটি করে শেষে উদ্বেলিত তরঙ্গের আড়ালে কেমন করে তলিয়ে গেল তা কেউ বলতে পারেনা। অন্যের পাপে প্রায়শ্চিত্ত করতে দুটি নিরপরাধ প্রাণ হৈমবতী ও মাঝি রতনের প্রান দানের কথা আজও গ্রামের প্রবীন মাতবরদের মুখে-মুখে অদৃষ্টের পরিহাস, রায় পরিবারের কীর্ত্তি কাহিনী বীরকায়ার অতল গহবরে স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পরে গ্রামের কেউ কোথাও রতিকান্তকে দেখেছে বলেও প্রমান পাওয়া যায়নি।

এটা পাপের পরিনাম না আত্মপ্রবঞ্চনার খেসারৎ কে বলতে পারে। এ দেশের এরূপ আরও কাহিনী জীবন্ত হয়েই বেঁচে আছে আজও নৌকা বইতে সাঁঝের আড়ালে আবডালে গ্রামের বধূ নৌকার মাঝে হৈমবতীর স্মরণে মাথাতে কাপড় টেনে দেয়, নিশীকান্তের কলুষমনের পরিচয়ে সৎসুজন মানুষে আঁৎকে ওঠে, মাঝিরা রতনের কথা বলাবলি করে, চৈত বৈশাখে সূর্য্যাস্তের পরে সাধারণত মাঝিরা রায়বাড়ির নিচে বীরকয়া নদীতে নৌকা ধরেনা-কারণ শ্রোতে আর বাতাসে সূর্য্যও ডুবলে নাকি সেই অকুতস্থানে কাঁদাকাটি করে দুরথেকে গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসে, এমনি করে সেদিনের অনেক কথাই বাতাসে ভেসে আসে তার কিছুটা অবিশ্বাস করলেও অনেকেই অনেকটাই বিশ্বাস করেন।

ক্ষমতামগ্ন আভিজাত্য লোভী রাজপুরুষেরা সেদিন ক্ষনিকের জন্য ও ভাবেননি, সব কার্য্যফলের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিনাম আছে তারা ভোগ করেছেন পরিনামকে, ভয় করেননি, ভাওয়ালের কুমার কি কখনো ভেবেছিলেন যে রানীর অশ্লীল আচরণের শেষ পরিনামে

www.pathagar.com

তাকে একদিন যোগী হয়ে দেশ দেশান্তরে ফিরতে হবে।

অপরিনামদর্শী ভাওয়ালের রানী গ্লানিময় জীবনাভিনয় করে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই করে নাই। রাজকোষের বিপুল অর্থের করেছে অপচয় যার বিনিময়ে দেশব্যাপী বেড়েছে অখ্যাতি। এইভাবে যেকয়টি পরিবার এ দেশের মাটিতে সূর্যের কিরণ ছটারও আভিজাত্যের গৌরবকে মাথায় নিয়েছে তারা অনেকেই বইতে পারেননি আবার সইতেও চাননি বলে আঁধার কুহেলীর মাঝে স্তব্ধ স্তিমিত হয়ে গেছেন।

আগেই বলেছি তারা জীবনে ভোগ করতে ভাগ্যকে করেছেন উপেক্ষা অবহেলা. যার কারণে অনেকেরই ভোগের পাশেই ভাগ্যও অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাঙ্গলায় প্রবাদ কথা "ভাটির নৌকায় পালতুলে যেতে আর বাবার পয়সা খরচা করে খাওয়ার মত সুখ নাই।" কারণ যেপরিনামের পিছনে শ্রম নাই, সাধনা নাই যে ভাগ্যের পিছনে ত্যাগ নাই তিতিক্ষা নাই, সে ভোগ ও ভাগ্যকে মানুষের বিবেক কখনও স্বীকৃতি দেয়নি অ জও দেয় না। তাই যে রাজা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, সে রাজ্য তারই হাতে গড়ে ওঠে আর যারা হাত পেতে পায়, তারা পাওয়ার আগেই হারায়।

যে গাছটি হাতে ধরে আজ আপনি রোপন করবেন, সে গাছের ছায়া সুমিষ্ট ফল আপনাকে যতটা আনন্দ দিবে পথচারি পথিক পথ চলতে গাছের তলে কুড়িয়েপেলে তার কদর সে দিতে পারবে কি?

গল্পটা অতি পুরাতন হলেও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। খান্দানী জমিদার নন্দন সব হারিয়ে নিস্ব হতে চলেছেন হয়ত তখনও তার আভিজাত্যের শেষটুকু হারান নাই।

শীতের সন্ধ্যা পথে চলতে কাদা গায়ে পৈত্রিক সম্পত্তি

www.pathagar.com

বেনারশী সাল পায়ে আধুনিক চটক্‌দারি পাম্পসু সে গায়ের শাল খানি কাদার উপরে বিছিয়ে হেঁটে পার হতেই গ্রামের প্রবীন পণ্ডিত মশায় প্রশ্ন রাখেন বাবা তাহলে শালটা বোধ হয় নৈত্রিক? যুবক সম্মতি জানিয়ে শালটা উঠিয়ে আবার চলা শুরু করলে বৃদ্ধ বলেন বাবা জুতাটা যখন নিজেরই কেনা তখন ওটা বগলে করে হেঁটে পার হলে জুতাটাও রক্ষা পেত আবার শাল খানাও বাঁচতো।

এখানে কথাটাও ঠিক তাই আমরা আজ অনেক কিছুই করি, যেটা না করলে বা অন্য কিছু করলে নিজেরও লাভ হোত অন্যের ক্ষতি হোতনা কিন্তু যেটা করে আজকাল অনেকেই বড় হবার পথ ধরেছেন— সেটা না করলে নিজের ক্ষতি হোতনা অথচ দেশ বাঁচতো অথচ শালে পা রেখে, দেশের নামে যারা দেশেরই ক্ষতি সাধন করেন তারা জমিদার নন্দন হলেও, দেশপ্রিয় না হলেও, জনতার অভিনন্দন আশা করে। এটাই বিচিত্র নয় কি?

অতীতের সব কিছু আজ অন্ধকার তবুও ইতিহাস অতীতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং পাপকে ইতিহাস কখনও কোন দিনই ক্ষমা করেনি আজও করবেনা।

সেদিনের রাজা জমিদারের সে রওনক নাই কিন্তু তার ইতিহাস আছে, আফগানিস্তানের বিদায়ী বাদশাহ্‌ হাবিবুল্লার মনের ইচ্ছার পরিনামে দ্বিতীয়া মহিষী আমানুল্লার মাতার ষড়যন্ত্রের ফলে বাদশাহের অকাল মৃত্যু, এনায়েতুল্লা খান যুবরাজকে পথভ্রষ্ট করে আমানুল্লাকে বাদশাহ্‌ করার যে হীন মনোবৃত্তি যারফলে আমানুল্লার বাদশাহী, পাশ্চাত্য সভ্যতার আঙ্গিকে কাবুলকে বিদেশী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর যে উদ্যোগ, রানী সুরাইয়ার বেপরওয়া বিদেশী চাল চলন ইত্যাদি না ঘটলে কুহিস্তানের দস্যু সম্রাট আবিদুম শুকুর অর্থে বাচ্চা শাকুর আবির্ভাব হোতনা। আফগানিস্থানের ইতিহাস অন্যখাতে বইতো। তাই বলছিলাম ইতিহাস অতীতের

www.pathagar.com

শুকাথ না হলেও জাগ্রত বাস্তবের নিরীখেই অতীতকে তুলে ধরে সেই জন্য অতীত অনেকের ধ্যান ধারণার চিন্তা কল্পনার অতীত হলেও তার ঘটনা বহুল জীবনের তুচ্ছ কথাটিও সে ধরে রাখে অতীতকে ভুলতে হলে এই পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস, মানুষের জন্ম কথাও বাস্তব হয়ে পড়বে, তাই বলছিলাম অতীত হোলেও অন্ধ নয়।

যাক এ আলোচনা এখানে বন্ধ রেখে আমরা আবার আগের কথায় ফিরে আসি, সেদিনের রাজা বাদশাহ্‌ জমিদারেরা আপন বিলাস ও আয়াস আরামের জন্য যতটা রাজ্য ঐশর্য্য ঢেলে দিয়েছেন, ততোটুকুই আবার পরের কল্যানে মুশাফির খানা, অতিথীশালা, মসজিদ, মন্দির, পথ ঘাট, বিশ্রামাগার তৈরী করতে অঢেল অর্থ অকৃপন হস্তে দান করে গেছেন। আজ রাজা বাদশাহ্‌ না থাকলেও তেমনি বিত্তবান মানুষ, কোটিপতি ব্যবসায়ী দেশের বুকে ছড়িয়ে আছেন কিন্তু তাদের দানের হস্ত প্রসারিত হতে কেউ কোথায় দেখেছেন কি? এখানেও সেই একই উত্তর এটাও সে যুগের হাওয়া এ হাওয়াতে অর্থের মোহ আছে, মাদকতা আছে, কিন্তু এটা ক্রয় করতে এযুগের মানুষ মনের মমত্ব অনেক আগেই হারিয়েছেন, যার যেটুকু নাম ডাক ওঠে তাতে জয়ঢাকই বাজান হয়, গৌরব বাড়েনা।

তাই বলছিলাম সেদিনের মানুষের মন ছিল, তাদের আচরণ ছিল মননশীল তারা এক হাতে খাজনা আদায়ে কঠোরতা করলেও আর একহাতে দাতা কর্ণের মতই অকাতরে খরচ করেছেন। একদিকে যেমন নৃত্যেগীতের আসর জমিয়ে জলসা ঘরে জলের মত পয়সা খরচ করেছেন অন্যদিকে তেমনি পথে ঘাটে মাঠে মস্‌জিদ মন্দির সব পান্থশালা, শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল কলেজ পাঠশালা ইত্যাদি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। দশগুন খাজনা আদায়ে প্রজাকে মাটি হতে উৎছন্ন করাটা যেমন এদের

www.pathagar.com

উৎকট স্বভাবের পরিচয় দেয় অন্যদিকে তেমনি এরা পথচারি অতীথির জন্য মহাআড়ম্বরে মুসাফির খানা পান্থশালা তৈরী করে জনসেবার নামে অনেক কিছু করেগেছেন। তাই বলছিলাম এরা ভোগে অপরিসীম হলেও ভাগ্যে অপরিনামদর্শী নয় এরা নিজেরা কোনদিনই জীবরাদর্শের ইতিহাস লিখে যাননি।

জীবনকে ভোগ করতে এরা ভবিষ্যত্যের দুর্ভোগকে কি পরিমানে বরণ করেছেন তার ইতিহাস না থাকলেও যতটা উদার দুর্ভোগেও এরা তার চেয়ে কম দৃঢ়নয়।

অনেক কিছু না থাকলেও বাংলার পথেঘাটে এদের স্মৃতি আজ ঐতিহাসিক সম্পদ হয়ে রয়েছে, এখানে সেখানে বিরাণ মসজিদ, ভগ্ন মন্দির, বিরাটকায় অট্টালিকা, সুদীর্ঘ সরোবর, সৌখীনের বিলাস ঘর ভবঘুরের রংমহল, প্রেমিকের হাওয়াখানা সবকিছুই এদের অতীতের গৌরব ইতিহাস বহন করে।

এই ইতিহাসকে অবহেলা করার কোন শক্তি কোন যুগের নাই, তাই আজও দিল্লীর মতিমসজিদ, তাজমহল, দেওয়ানই খাস, দেওয়ানই আমি প্রভৃতি মোঘল বাদশাহ্‌দের স্মৃতিকেই চিরজিব করে রেখেছে, বহু সমাধি আজও অতীতের কারুকার্য্য কির্ত্তী কাহীনির উৎস হয়ে আছে কুহিস্তানে সেকেন্দার সাহের সমাধি আজও তার স্মৃতিকে অবলুপ্ত হতে দেয়নি।

এক কথায় নিজের জন্য কিছু করলেও এরা দেশের হতে চান তারা, আপনা সর্বস্য সৈয়দ সাহেবের ভাষায় হরফন মওলা হয়েই নাম জারি করতে চান ফলে জীবনের শেষ সমন জারির দিনে তারাই সর্বহারা হয়ে বিদায় নেন মরনোত্তর কালে যেটা থাকে সেটা শুনলে আপন বংশধরেরও শুট্‌কী মাছের গন্ধের মত ভয়ে নাকে কাপড় বেঁধে এড়িয়ে চলেন। তবুও এ প্রবনতার শেষ নাই আজ ধনীকে বনকে মিলে সহজে সোজা নাম কিনতে যে লড়াই

www.pathagar.com

সুরু হয়েছে তার বড়াই যে কতদূর গড়াবে অতীতের ইতিহাসই তার প্রমান।

মানুষের স্বার্থচিন্তা লোভ লালসা পুড়িয়ে যে মহাগুনের সৃষ্টি হয় সেটা ত্যাগ, আবার ত্যাগের আকর্ষন থেকেই জন্ম লাভ করে প্রেম। পরিপূর্ণ ত্যাগ না থাকলে প্রেম জন্মলাভ করতে পারে না। স্বার্থের সংস্পর্শে অন্তর সঙ্কীর্ন হয়ে পড়ে—সেদিনের রাজা জমিদারেরা অহমিকা কম করেননি কিন্তু তাই বলে সঙ্কীর্নতার কলুষ স্পর্শে জীবণকে তারা কলুষিত করেননি ।

আগেই বলেছি অকৃত্রিম ত্যাগ না আসলে প্রেম জন্ম লাভ করেনা' প্রেম স্বভাবজাত ভাবেই মানুষের জীবনের পাথেও হয়ে আসে, যেখানে প্রেম পরিপূর্ন সেখানে মানুষ স্বার্থক আর যেখানে প্রেম কলুষিত সেখানে মানুষ ধিকৃত আদর্শচ্যুত মূল কাণ্ডে পর গাছার মত প্রেমের বিকল্প রূপ রেখার সৃষ্টি হয়।

প্রেম স্থান কাল পাত্রভেদে, ক্ষেত্রবিশেষ বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়। কোথাও প্রেম মহর্ষী মনসুর তাপসী রাবেয়ার জন্ম দিয়েছে, আবার কোথাও লালসামগ্ন পাপাচারি ঘাতক প্রেমিককেও সৃষ্টি করেছে। তাই লাইলী প্রেমে মজনুর জীবনাদর্শের ও খোদা প্রেমে আওলীয়াদের জীবনাদর্শের রূপ এক না হলেও লক্ষ্য এক। দাতা-হাতেম চেয়েছিলেন বিশ্বপিতা আল্লাকে জয় করতে, রাজা হরিশ্চন্দ্র চেয়েছিলেন মানুষের সেবার আদর্শকে উচ্চকরে ভগবানকে জয় করতে। উভয়ের মধ্যে সাধনার পথ ও প্রক্রিয়া এক না হলেও উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই বলতে হবে। এমনি সব প্রেমের রূপ রেখা উদ্দেশ্য এক না হলেও গতিপথ একই। কেউ খোদা প্রেমে আত্মহারা কেউবা বন্ধু প্রেমে পাগল পারা -- এইমাত্র ব্যবধান। তাই বলছিলাম এই প্রেমই তাপসের জন্ম দিয়েছে, আবার এই প্রেমই মানুষকে পঙ্কিল পথে টেনে নামিয়েছে। এই প্রেমকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে ইতিহাস

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং এই পথেই এদেশের রাজা, মহারাজা, শাহ্‌, সুলতান, আমির আলম্পনারা অভিনয়ের অভিন্ন আদর্শ রেখে গেছেন। সম্রাট শাহজাহান এই প্রেমকে বিরহীর প্রতিক করে জীবনের দিনগুলিতে বারবার যৌবনের রূপ কাহিনীতে দেখতে চেয়েছিলেন। তাজমহলের অন্তরে তাঁর বিরহি মনের কথাই বেশী লিখা আছে। এর বাহিরের রূপ বৈচিত্র শিল্পীর প্রিয় হলেও উহা তাজমহলের অন্তরের প্রতিচ্ছবি বা কথা নয়। আদিতে এর সৃষ্টি পথ যেখানেই থাকুক না কেন অনন্তে এর পরিচয় প্রেমেরই ইতিহাস।

অনেকে অনেক কথা বলেছেন, তাজমহল নিয়ে গবেষকের দল গবেষনা করেছেন, শিল্পী সাধকেরা শিল্প বৈচিত্রের গগন ছোঁয়া প্রশংসা করেছেন, ভাবুক কবির দল কাব্য লিখেছেন। তাজমহলের মর্ম্মর পাথর চুমে বিদেশী পর্যটকের দল ধন্য হৃদয় হয়েছেন কিন্তু কেউ বিরহী শাহজাহানের মনের মমতা মমতাজকে স্মরণ করেননি—তাই বলছিলাম ভাবের গভীরতা, কবির কবিতা নিয়ে দেখতে গেলে তাজমহলের চেয়ে মমতাজকে বড় বলে মানতে হবে। কবি হাফিজ এক সুন্দরীর গণ্ডদেশে কৃষ্ণ তিলের রূপ সৌন্দর্য্য দেখে ভাবাবেগে বলেছিলেন—"সুন্দরী তোমার ঐ একটি তিলের বিনিময়ে আমি বোখারা ও সমর রাজ্য বিলিয়ে দিতে পারি"

সম্রাট তৈমুর লঙ্গ বলেছিলেন—একটি তুচ্ছ পদার্থের বিনিময়ে তুমি একটি রাজ্য দিতে চাও কবি, তুমি কি উন্মাদ ?

কবি ভাব বর্জিত প্রশান্ত মন নিয়ে বলেছিলেন—"এর চাইতে বড় আর কিছু আমার জানা নাই সম্রাট"। তাই বলছিলাম এই প্রেমের পার্থিব বস্তু দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না—কবি ভাবুক ও সাহিত্যিক সমাজ এই প্রেমের বিনিময়ে স্বর্গ ও মর্ত্তকে হাতবদল করতেও ছাড়েননি। এই প্রেম না থাকলে মানুষ তার নিজের

www.pathagar.com

সৃষ্টিকেই চিনতে পারেনা এবং এর আকর্ষণে দেশের বহু বিত্তশালী রাজা, বাদশাহ, রাজ্যপতি, সেনাপতি সর্বহারা হয়ে গেছেন।

রাজ্য যা দিতে পারে না, ঐশ্চর্য্য সম্পদ বিত্ত যা দিতে পারিনি বিভব শক্তি হিম্মৎ যা দিতে পারে না প্রেম তা দিয়েছে। এই প্রেমই কবি ওমর খৈয়ামের মুখে ভাষা ফুটিয়াছে, রুমীর অন্তরে খোদা প্রেমের উচ্ছাস এনে দিয়েছে, হাফিজের আবেগে ও ভাবের গভিরতা প্রাণ সৃষ্টি করেছে। কায়েশ গাজ্জলীর অন্তরে জ্ঞান গবেষণার উৎস রচনা করেছে।

এবার প্রশ্ন করেন ইয়াজদানী—আচ্ছা আমাদের দেশের প্রেম ও তার কাহিনী এত উৎশৃঙ্খল কেন বলতে পারো। অরূপ ?

এর উত্তর এদেশেরই পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে কারণ যে প্রেমের গভীরতার চাইতে অবিলতা বা উচ্ছাস বেশী, লক্ষ্য আদর্শের চাইতে মোহ মাদকতা বেশী সে প্রেম উ শৃঙ্খল হতে বাধ্য।

এদেশের সাধারণ প্রেমিকরা প্রেমের স্পর্শলাভ করেই আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়ে, এর গভীরতাকে আকর্ষণ করার আগে জলবুদ্ধুদের মত কেটে পড়েন।

আমাদের দেশে প্রেমকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেটা শুধু অবাঞ্ছিতই নয় অপ্রীতিকরও বটে। এদেশে নারী পুরুষের অবাধ মেলমেশার ক্ষেত্র বা পরিবেশ সমাজ ব্যবস্থায় সমর্থন করে না, কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষ পূর্ব উত্তর দক্ষিন সমগ্র দিগন্ত নিয়ে যে যে অভিযান শুরু করেছেন তাতে সব দেশের রুচি অভিরুচি আজ এদেশের মাটিতেও প্রভাব শাখা বিস্তার করতে চায়। প্রশ্ন হতে পারে পশ্চিমা সভ্যদেশ গুলিতে অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্র পরিবেশ থাকলেও তাদের কোন গ্লানিময় জীবন ইতিহাসের কথা শোনা যাইনা কেন।

উত্তর একটাই হতে পারে, যাদের জীবণ ব্যবস্থায় এটাকে গ্লনিই

www.pathagar.com

বলে মনে করা হয় না, যে দেশে গন বিবাহ প্রথা নারী পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা দান করেছে, সেখানে ইতিহাস কেন এরূপ দু'চারটা ঘটনার কাহিনী বা কিংবদন্তীও জন্ম নিতে পারে কি ?

কিন্তু এদেশের মানুষ বড়ই স্পর্শকতার বলে আজও এদেশের মাটিতে "বড় কাকা" "মহিশোভনার" ঘটনা গুলি প্রচলিত প্রবাদ হয়েই বেঁচে আছে। তবুও জন সমর্থন পায়নি।

সভ্যতার পাশে যে স্বাধীনতা জন্ম লাভ করে, তারই প্রভাবে সভ্যদেশের মানুষ এটাকে উপেক্ষা করতে শিখেছে বলেই এটা সে দেশে, পরিবেশে কারও চোখে পড়েনা কিন্তু এদেশের সাংস্কৃতিক জীবণের ধারা, সমাজ ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমর্থন করে না বলে যারাই যে টুকু করেন বল্গাহীন হয়েই করেন। স্বাধীরতার নামে তারা জীবনকে হরিলুট কোরেই ভোগ করেন। এদেশে আজও নারীতে পুরুষে ধর্ম সাক্ষ করেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন. এই জন্যই আদি কথাতে স্ত্রীকে সহ-ধর্মীনি বলা হয়, এই আদর্শের মধ্যে কোন ধর্ম বা জাতির জীবন ব্যবস্থায় ফাঁক নেই।

তাই সুযোগ সন্ধানী নারী পুরুষের দল এদেশে চুরি করে প্রেম করেন, অচেনা অজানা পথে অভিসার করেন, অভিষ্টলাভে ব্যর্থ হলে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠবোধ করেন না. এমন কি আত্মহত্যা করে এপ্রেমের প্রতিদান দিয়ে যান। এখানে প্রেম করাটা অবারিত নয় বলে যে যেটুকু করেন, হরিলুটের মত সবকিছু বিস্মৃত হয়েই করেন। কিন্তু যে দেশে প্রেম অবারিত সে দেশে পথে ঘাটে পার্কে ময়দানে মন বিনিময় চলে। ভাগ্যবান অভিভাবক সম্প্রদায় দৈনিক সংবাদ পড়েই ঘটনা জানতে পারেন, পুত্র ও পুত্রবধুকে ঘরে তোলেন। তাতে ঝামেলা ও খরচ দুই-ই কমে।

এই সমাজ ব্যবস্থা দেশে দেশে বিভিন্ন। একটা সভ্যতার গৌরব মদমত্তপু হলে অপরটি রাতন আভিজাত্যের গন্ধবাহি আদর্শ বলতে

www.pathagar.com

পারেন। সে সব দেশে প্রেম কাহিনী নিয়ে কারও বড় মাথা ব্যাথা নাই, কেউ কাব্য লিখেনা, কেউ খেদ করেনা, আবার ব্যর্থ প্রেমিক সম্প্রদায় হাহুতাস করে আর দশজনের শান্তি ভঙ্গ করে না।

আর এদেশে প্রেম নিয়ে কবির দল কাব্য লিখেছেন, কাহিনীকার কাহিনী লিখেছেন, বাদশাহ ও বেগমের রংমহলের প্রেমের কথা নিয়ে, ঐতিহাসিগন বিরাট ইতিহাস নাটক লিখতেও ছাড়িননি। বাংলার শহর পল্লীর রঙ্গমঞ্চে. নাটক. অভিনয়ে যাত্রার খোলা মঞ্চে এই প্রেমের কত কথা, কাহিনী রূপকথার মত ছড়িয়ে আছে তার নিকাশ করা সম্ভব নয়, আবার এ দেশের ব্যর্থ প্রেমিকের দল কি করেনি আর করেনা বলতে পারেন, চুরি. রাহাজানি, হাইজ্যাক, কিডনাপিং করতেও ছাড়েনি, আবার নিরাশ প্রেমিকের দল মজনু ফরহাদের মত আত্ম বিসর্জন না দিলেও গাছে ঝুলে. মনুমেন্টের শীর্ষ থেকে লাফিয়ে পড়ে নিদান পক্ষে ঘুমে পীল. আফিং এর বড়ি ও পটাশিয়াম সাইনাইট খেয়ে বাবার নাম ও মান দুই বাড়িয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, যে প্রেম ত্যাগে সৃষ্টি যেটা অকৃত্রিম, আর যেটা লোভ লালসার পাপে কলুষিত সেটা নয় আকারে বানরের ছায়া কায়া নিয়ে চলে। লালসা লিপ্ত মানুষের মন ও মানসিকতা শ্রাবণের জমাট মেঘের আড়ালে মেঘে ঢাকা তারার মত হারিয়ে যায়, ফলে সে মানুষ ও তার মন সমাজে অনেকের কাছে অশান্তির কারণ হয়ে উঠে।

এইরূপে প্রতিদিন আমাদের সমাজে মানুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটছে। পাশবিকতার নগ্ন দানব ঘরে বাইরে মাঠে ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছ। লালসা মুক্ত প্রেম করেই বৃটেনের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার না হয়ে সাধারণ ঘরের মেয়ে মিসেস সিমসনের সাথে মন বিনিময় করেছিলেন এডওয়ার্ড কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত অষ্টম এডওয়ার্ডের মনে কোন মলিনতার পাপ স্পর্শ করেনি।

www.pathagar.com

আভিজাত্য ও সমাজিক প্রথার ভাঙ্গা ঢোল পিটিয়ে বিবাহকে যেভাবে জটিলতার আবরণে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেভাবে বিবাহের সহজ সোজা ও সরল পথকে সঙ্কটের আবর্তে টেনে আনা হয়েছে তাতে এজটিল ও সঙ্কোটের পথে অনেকেই। পাড়ি জমাতে ভয় পান।

সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ বন্ধন প্রথা যেখানে যতটা সহজ, অনাড়ম্বর সমস্যা সেখানে ততোটাই দ্রুত সমাধান লাভ করে থাকে। বাধায় বিপত্তি আসে. আঘাতে সংঘাতে সৃষ্টি হয় এটা সত্য বলে মেনে নিলে, বেগবতী স্রোতকে বালির বাঁধে আটকিয়ে রাখার প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিলে যা হয় এদেশে তাই হয়েছে। আজ আমাদের সমাজের বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় পরগাছার জন্ম হয়েছে। সত্য সুন্দর ধর্মাচারের পাশেই কুসংস্কারের মতবাদ দানা বেঁধে উঠেছে, সমাজ তার অবাধ গতির চলার পথ হারিয়েছে, তাই এদেশে কোনটা দেশাচার, কোনটা ধর্মীয় অনুশাসন, কোনটা কাহিনী, কোনটা কিংবদন্তী এটা বোঝা খুব শক্ত।

কিন্তু বিবাহ প্রথার মাঝে এই যে সঙ্কোট, সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত দেশাচার এর জন্য দায়ী কে প্রশ্ন করেন ইয়াজদানী।

এর উত্তর যা, পাই তাতে মুখের থু থু মুখে পড়ার মতই—এর দায়িত্বের বোঝা আমাদের সমাজপতি লক্ষপতি থেকে সর্বহারা মানুষের সকলকেই ভাগ করে বইতে হয়।

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নূরনবী থেকে সুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের খ্যাত প্রখ্যাত খলিফাগন একটি মোহর, ওলিমায় শুকনো খেজুর দিয়ে বিয়ে পড়ানোর কথা বলেছেন এমন কি নিজেরাও বহু বিবাহে অনাড়ম্বর প্রথার প্রচলন করে গেছেন।

কিন্তু আজকের এ সমাজ সেদিনের এ সত্যকে অবলিলাক্রমে ত্যাগ করে, এই বিবাহকে বৈষয়িক দৃষ্টি ভঙ্গির আবরণে কলুষিত করছেন। পুত্রকে বাজি ধরে বরের পিতা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন

www.pathagar.com

দেন। উপযুক্ত পাত্র, সদবংশজাত, শিক্ষিত সুন্দর একটি সুন্দরী পাত্রী চাই, শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী, যৌতুক বা অপর দেনা পাওনার জন্য বরের পিতার সাথে যোগাযোগ করুণ—এর পরের কথা না বললেও অনেকেই বোঝেন যে এই নীলামে সরকারী ডাক বিশ হাজারের কোঠায় দেখে অনেক পাত্রীর পিতা হতাস হয়ে বাড়ি ফিরে আল্লার নাম জপ্ করেন।

এক কথায় ভাগ্যবান বরের পিতা উপযুক্ত ছেলের বিনিময়ে রাতারাতি ঐশ্চর্য্যশালী হতে চান. অপরদিকে অভাবগ্রস্থ কন্যার পিতা বলগাহীন এ শোষন ও শাসনে পীড়িত হতে থাকেন।

আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা এ ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য অনেকেই সংসারের মায়া ও মোহ কাটিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে একটু নিভৃত পরিবেশে, এই লোভ লালসার পচাগন্ধবাহি সমাজ হতে দুরে সরে যান।

অভিনব দেশাচার। আবার এই দেশের মাটিতেই নারী প্রগতি ও নারীবর্ষের আন্দোলনের তূর্য্য নিনাদ শোনা যায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ অন্যায় দেশাচরের বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ উঠেছে কি ? কোন সভা সমিতি জলসা করে বরের পিতার এ অন্যায় আচরণ, সমাজের এই বিষবৃক্ষের মূল উৎপাদনে কে কতটুকু সাহায্য করেছেন বোলতে পারেন ? আজ গোটাদেশ নিয়ে প্রগতির উদ্দাম জনস্রোতের গতিবেগ কিন্তু তাতেও এ ঘৃন্য দেশাচার চুম্বকের আকর্ষণে সমাজদেহে আকৃষ্ট হয়ে আছে অবাঞ্চিত ছেঁড়া টুপির মত অনেকেরই সুগন্ধী তেলের মাথাতে আজও সেঁটে আছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের টুটি চিপা সমাজ ব্যবস্থায়, কন্যাদায় গ্রস্থ ব্রাম্মন পিতার বহু করুন কাহিনী এ দেশের লোক সাহিত্য ও কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে, এর মুক্তি সাধনে বহু সমাজপতি প্রচেষ্টা নিয়েছেন কিন্তু পথ পান নাই। হিন্দু সমাজে বহু মনিষী বিধবা

www.pathagar.com

বিবাহের প্রবর্তনে অনেক প্রখ্যাত মনিষী করুণ সতীদাহে স্বামীর সাথে যুবতী কন্যার সহ মরণ প্রথা বিলোপের চেষ্টা নিয়েছিলেন বলেই আজ এ ঘৃনিত দেশাচার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এই পন মুসলমান সমাজে এ বিষ সংক্রামিত হতে চলেছে এবং ইতিমধ্যে অনেক পরিবারে এর ভয়াবহ স্পর্শে কি মর্মান্তিক পরিনাম বরণ করেছেন নিম্নের ঘটনাটি হতে তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত মিলবে।

মানিক গঞ্জের প্রখ্যাত সরকারী কর্মচারী খানবাহাদুর ওয়ালিউল ইসলাম সবে অবসর গ্রহন করে দেশের মাটিতে ফিরলেন। সাথে ছোট একটি পরিবার দুই পুত্র দুই কন্যা ও এক স্ত্রী। বড় পুত্র কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভে বিদেশে অবস্থানরত। দ্বিতিয় পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী লাভ করে ঘরে ফিরেছে। কন্যা কোহিনুরের এম, এ, পাশ করেছে - ছোট মেয়ে তাহেরা ইসলাম স্কুলে অধ্যয়নরতা।

খাঁন বাহাদুরের বয়স সীমা অতিক্রান্ত তিনি বিবি সাহেবা ও দ্বিতীয় পুত্র রেজওয়ানুলকে ডেকে বললেন কোহিনুরের কথাটা তোমরা ভেবেছ'। ওকে সৎপাত্রে দিলে আমার দুশ্চিন্তাটা যেতো। বিবি সাহেব নিরুত্তর, একটু পরে বললেন—এনাম ভাল ছেলে—কিন্তু এ বিয়েতে সেইতো সব কিছু নয়—তার আব্বা কাজি সাহেব? কথাটার জের টেনে রেজওয়ানুল বলে—আব্বা আমি এনামের চিঠি পেয়েছি হয়তো অতি শীঘ্র আসছে সে কোহিনুরকেই বিবাহ করবে।

একটু দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে খান বাহাদুর বলেন কিন্তু এনামের বাবা—কাজি সাহেব?

রেজওয়ানুল একটু বিরক্তি ও ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে-" কাজী সাহেব রতন পুরের নূতন জমিদার বাড়ী যাতায়াত করছেন কিন্তু এনাম নাকি তার মাকে সব কিছু জানিয়ে দিয়েছে। খান বাহাদুর আর একবার নিঃশ্বাস টেনে বলেন- " আমি জানি কাজি সাহের কি

www.pathagar.com

চান? কিন্তু জীবনের এই সায়াহ্নে আমার আর কি দিবার আছে, যাক জানিনা শেষ কালে ভুলই করলাম নাকি? আল্লা জানেন।

এনামের পিতা কাজী কেরামত আলী, এককালের বিশিষ্ট জোতদার কিন্তু কোন আভিজাত্যের গৌরব কোনদিনই ছিল না। নিজে কৃষিজীবি ছেলেগুলোর প্রায় সকলেই কাজি সাহেবের সহযোগী চাষবাসের মধ্যে ডুবে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম এনাম চৌধুরী বাল্যকালে মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিক্ষানুরাগী খান বাহাদুরের আর্থিক ও বিশেষ চেষ্টায় এম, এস, সি. পাশ করে, এনাম পশ্চিম জার্মানীতে পারদর্শীতা অর্জনে অবস্থানরত। এনামের প্রত্যাবর্তনের সময় আসন্ন। খান বাহাদুরের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াও এনাম তার সংসারে আপনজনের মত বাল্যকালে কোহিনূরের সাথে ওঠাবসা করছে - শিশুকাল হতে প্রগাঢ় ভালবাসা; তার যৌবনের দীপ্ত অঙ্গনে কোহিনূরের স্মৃতিকে ভুলতে পারেনি। সে কোহিনূরকে ভালবাসে এবং তাকে ছাড়া বিবাহ করাটা যে অসম্ভব সেকথা বারবার সে তার মাকে জানিয়েছে।

এদিকে কাজি কেরামতুল্লা সাহেব এনামের আসার দিন গুনছেন কত আশা কত গগনস্পর্শী স্বপ্ন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটি তালুক ঠেকিয়ে রাখতে তাকে অনেক কিছু দেনা করতে হয়েছে একটা ডিক্রীর মোটা টাকা তাকে শোধ করতে হবে, নিশ্চিন্তপুরের জমিদার রায় গড়ের জমাটা তাকেই হস্তান্তর করতে চেয়েছিল। বড় মুখ করে তিনি রায় বাবুকে কথা দিয়ে রেখেছেন এসবের একমাত্র ভরসা তার একমাত্র পুত্র এনাম চৌধুরী। তার অন্ততঃ সব মিলে বিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। খান বাহাদুর তার অপরিচিত নন - তার আভিজাত্য নাম ডাক সবি আছে শুধু নাই অর্থ। একদিন তার পতিপত্তি অর্থ সবই ছিল কিন্তু আজ তার অবসর জীবনে ঠাট বাট রাখতে অনেক সময় হিমসিম খেতে হয় অতএব তার কাছে

www.pathagar.com

কোন অর্থের দাবী শুধু অন্যায় নয় অবাস্তব।

বিলাসপুরের আরফান বেপারী নূতন উদীয়মান বিত্তশালী ব্যক্তি। অভাব অনটনের সংসারকে তিনি স্বনামী, বেনামী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনেক ব্যবসার ফিকির ও ফন্দিতে আজ সৈয়দ আরফান চৌধুরী নামেই পরিচিত।

তার একমাত্র কন্যা "সখি" এখন শওকত আরার নাম ভূমিকায় পরিচিতা। সময় ও সুযোগের অভাবে শওকত আরাকে লেখপড়া শিখাতে পারেনাই কিন্তু বর্তমান পরিবেশের অঙ্গনে তাকে আধুনিক রুচি ও আচরণে শিক্ষিতা করে অতি আধুনিকা হিসাবে গড়তে সৈয়দ সাহেব ত্রুটি করেন নাই। শওকত আরা ইতিমধ্যেই ইভ্‌স পারলার, মিড নাইট ক্লাবের সদস্যা হিসাবে যশ অর্জন করেছে। ক্লাবের নাচ গান বাজনার কোন আসরই তাকে ছাড়া জমে না। এনাম সদ্য বিদেশ থেকে এলে শওকতকে অপছন্দ করার কোন কারণ থাকতে পারে বলে সৈয়দ সাহেব বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তবুও একটু সংশয় বাধা তার চিত্তকে দংশন করে— কাজী কেরামত চৌধুরী শেষ পর্য্যন্ত জালটা গুটিয়ে তুলতে পারবেন কি?

শুনছি এনাম বড় একগুয়ে ছেলে, তাছাড়া কহিনূরের সাথে বাল্যকালের পরিচয়। কাজী সাহেব বিশ হাজার টাকার দাবি এনেছেন — বেশ তাই হবে তবে একটু যাচাই করে নিতে হবে—যা বলে দিয়েছি তাই—টাকা যখন দিব তখন বাজিয়ে নিব। সৈয়দ সাহেবের কথার মাঝখানে নূরবানু প্রবেশ করে বলে-"ওমা দুপুর গড়িয়ে গেলো কার সাথে বিড় বিড় করছো ওঠো খাবেনা। আর শুনেছ শওকত যে কাল গিয়েছে আজও বাড়ি আসলো না মানুষ কি বলে? সুমত্ব মেয়ে-বলি মেয়েকে কিছু বোলবা?

তাইতো যদি এনাম এসেই পড়ে, তার দেখা হবে কিভাবে? সৈয়দ সাহেব তাড়াতাড়ি বাড়ির বের হয়ে যান - স্বগতঃ কণ্ঠে নির্গত

www.pathagar.com

হয়ে আসে—"এই মেয়েটি মুখ পেয়ে মাথায় চড়েছে—কবে যে কি হয়ে বসে আল্লা জানে।

কাজী কেরামত উল্লার বৈঠকখানা। কাজী সাহেবের অন্তরেও তেমনি নানান প্রশ্ন—তাইতো এর পরে যদি এনাম "না" করে? সৈয়দ সাহেব বিশ হাজার টাকাতেই রাজি—না না এনাম রাজি হবেনা কেন? এসবতো ওদের জন্যই আমি আর কদিন আছি.—তবুও সময় থাকতেই সব কথা শেষ করে রাখাই ভাল বলে তিনি নিস্প্রভ কোল-কীতে নিস্ফল একটা মৃদু টান দিয়ে হাঁকেন—"ওরে দীন মোহাম্মদ—কোথা গেলিরে হতভাগা? দীন মোহাম্মদ বাহির ঘর হতে বিদ্যুত বেগে ঘরে ঢুকতেই গোপনে একটা বিড়াল টেবিলের উপর দুধের বাটি হতে দুধ চুরি করে খেতে যেয়ে ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে কাজী সাহেবের পায়ের তল দিয়ে ছুটে চলে যায়। কাজী সাহেব লাফিয়ে ওঠেন, চোর চোর চোর—গিন্নী ছুটে এসে ঘটনা দেখে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে আপন কাজে চলে যান।

দীন মোহাম্মদ বিনয়ের সাথে বলে হুজুর তামাক দিব। কাজী সাহেব একটু চড়া গলায় বলে—তাই দাও। তোমার মুণ্ডু টাইখাই আর কি করবো।

দীন মোহাম্মদ হোঁকাতে কোল্‌কী চাপিয়ে ফুঁ দিতে দিতে বলে হুজুর তামাক দিয়েছি। নলটা মুখের কাছে টেনে নিতে নিতে কাজী সাহেব একটু চাপা কণ্ঠে বলেন—"হারে দীনু তুই সেখানে গিয়েছিলি? দীন মোহাম্মদ এবারে সাহসে ভর করে বলে গিয়েছিনু হুজুর, সৈয়দ সাহেব সব কথাতেই রাজী তবে কিনা তিনি আজকেই সন্ধ্যে বেলা এ বাড়ি আসছেন—সব বাজিয়ে নিবেন কিনা? কাজী সাহেব এবারে সোজা হয়ে বসে বলেন তা নিবেন বৈকি—বিলাসপুরের হালি জমিদার সৈয়দ আরফান আলী চৌধুরী অনেক টাকার মানুষ, তা টাকা বিশ হাজারই তো বাবা। দীন মোহাম্মদ আরও একটু এগিয়ে বলে বিশ হাজারের

www.pathagar.com

বিশ পয়সাও কম নয় হুজুর"—আমি তা বলে দিয়েছি।

তা আর দিবিনা বাবা, তুই আমার এক দিনের নয় বিশ বছরের নফর। তোকে সাধে পিয়ার করি। কাজী সাহেব অন্দর মহলে ঢুকেই বলেন—ওগো খোকার মা শুনছো আজকে সন্ধ্যে বেলায়ই তিনি আসছেন, টাকা বিশ হাজারেই রাজি—দীনু খবর এনেছে তা দেখো একটু ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করতেই হয়, দেখলেতো এক কথাতেই বিশ হাজার - তা খোকা এলে তাকে একটু বুঝিয়ে বলো কেমন ?

কাজী গিন্নির অন্তরে তখন নানান কথার ঝড়, মনে হলো কাজী সাহেবের আনন্দ ও অনাবিল উৎসাহ তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি তিনি একটু ভার গলায় বললেন, তুমিতো টাকার খেয়ালে আত্মহারা হয়েই আছ কিন্তু এনামের মনের কথাটা একবার বোঝার চেষ্টা করলেনা'। কি জানি বাবা, শুনছি খোকা আসার আগেই ও বাড়িতে আয়োজন চলেছে আমারত এসব ভাল মনে হচ্ছেনা।

কাজী সাহেবের কণ্ঠে তখন ক্রুদ্ধ বিড়ালের ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠস্বর, তিনি সুর চড়িয়ে অসুরের মত গর্জন করে বললেন "কি বললে. এনামের আয়োজন ও বাড়িতে, তার মনের খেঁয়াল খুশিকেই তাহলে প্রশ্রয় দিতে হবে, তিনি এক নিঃশ্বাসে একথাও জানিয়ে দিলেন, গিন্নী তোমার পুত্র রত্নকে বুঝিয়ে বোলো এ টাকা তারই জন্য। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছ—আজ তাকে শাসন করার শক্তি ও হারিয়েছ। কাজী গিন্নী ঘর ত্যাগ করতে উদ্যত হয়ে বলেন এনাম আজ কচি শিশু নয় যে আমার কথা অন্যায় হলেও মানবে তাকে বলার অধিকারতো তোমার ও আছে বলোনা কেন ?

কাজী গিন্নী ত্বড়িৎ ঘর হতে বের হতেই দীন মোহাম্মদ এসে খবর দিলো রতনপুরের সৈয়দ সাহেব এসেছেন। আষাঢ়ের কাল মেঘের বুকে ত্বড়িতের বজ্র নিনাদ যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল, কাজী সাহেব গৃহ অভ্যন্তরে গিন্নীকে চাপা কণ্ঠে মেহমানের জন্য খানার

www.pathagar.com

আয়োজন করতে বলে অতি দ্রুত গৃহ হতে বৈঠকখানায় তশরীফ আনলেন। উভয়ের আলিঙ্গন ও কোলাকুলির পর্ব শেষ হলে কাজী সাহেব সৈয়দ আরফান আলী চৌধুরীর গা ঘেঁসে বসে আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

সৈয়দ সাহেব নির্ভীক অথচ দৃঢ়, কাজী সাহেব মাত্রাতিরিক্ত কথা বলেও নিজের মনের কথা হয়তোবা প্রকাশ করা হলোনা মনে করে বার বার একই কথা বলেন - সৈয়দ সাহেব, ছেলে আসছে তাকে প্রভাবান্বিত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চলছে, আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই শুভ কাজ যত শীঘ্র সেরে ফেলাই উত্তম, এখন সেটা আপনার ইচ্ছা, বলুন। সৈয়দ সাহেব একটু দৃঢ় হয়ে বসে মাজাটা সোজা করে বলেন ভাই কাজী সাব বোলব বলেইতো আপনার দৌলতখানায় এসেছি। কাজী সাহেব একটু ভরসা পেয়ে বলেন তাহলে আপনি নগদ বিশ হাজারেই রাজি তো?

এ প্রশ্নটার উত্তর দিবার সময় সৈয়দ সাহেব একটা দোক্তা পান মুখে ঠেলতে ঠেলতে বলেন, টাকা আমি মেয়েকে বিশ হাজারই দিয়েছি, সেটা এককালীন দান হিসাবেই পাবেন।

ঘরে মাত্র দুটি প্রাণী, দূরে দেওয়ালের গায়ে, কালের সাক্ষী একটা টিক্‌টিক্‌ ঘুরে ঘুরে দু একবার গলা ঝাড়ছিল। বাইরে অতন্দ্র প্রহরীর মত দীন মোহাম্মদ বারান্দার উপর গোপন পায়চারী করছিল ও মনিবের হুকুমের প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছিল। সব দিক নীরব, নিস্তব্ধ আঁধারের বুকে মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কর্কশ কান্না, আচম্বিতে দু একটা খেঁকী কুকুর শিয়াল তাড়ানোর অভিনয় করে দূর হতে ছুটে এসে বাড়ীতে ভাঙ্গা বেড়ার গুগলি পেরিয়ে প্রবেশ করে বীরত্বের আর্তনাদ করছিল। উভয়ের সামনে একটা শুভ্র বসনাবৃত টেবিল, তাতে পান মসলা ও জরদার গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে ভর করে ঘর খানির চারিপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ডানপাশে আলবোলা, তাতে লম্বা নল,

www.pathagar.com

নির্বিকার মাটির পাত্র কোলকী হতে মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি লাফিয়ে উঠছিল। কুণ্ডগীকৃত ধুম্রগুলি বাতাসের স্পর্শে জানালার ফাঁক দিয়ে অসীম শুণ্যতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল।

কাজী সাহেব একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে, আর একবার হুকার নলটা মুখে টেনে নিয়ে একটু মৃদু লম্বা টান দিয়ে বলেন, তাহলে জামাইয়ের বিশ হাজার টাকাতো বটেই এবারে ভাই মেয়ের নামে রতনপুরের জোকটা লিখে দিলে.....; কথাটা শেষ হবার পূর্বেই দীন মোহাম্মদ বাইর হতে চিৎকার দিয়ে কি যেন তাড়ালো বাড়ীর চারিদিক হতে অনেকগুলি কুকুরের কঠোর আর্তনাদ উঠলো কাজী সাহেবের কথাটা হারিয়ে গেল। এমনি সময় মনে হলো একটা মানুষ মূর্ত্তি গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার আড়াল থেকে নিঃশব্দে সরে গেল। কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন কীরে দীনমোহাম্মদ কি হলো? দীন মোহাম্মদ একটা রনজয়ী বীরের মত বললো "না হুজুর একটা ধূর্ত শিয়াল মুরগীর গন্ধে বাড়ীর ভিতরে আসছিল"। কথাটার মৃদু প্রতিধর্বনী বাতাসে মিলিয়ে গেল "ধূর্ত শিয়াল মুরগীর গন্ধে আসছিল। কথা শেষে খাওয়া দাওয়া করে মধ্য রাত্রিতে নৌকা যোগে সৈয়দ সাহেব বাড়ী ফিরলেন।

কয়দিন হয় এনাম বাড়ী ফিরেছে, আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। কাজী সাহেব একদিন সন্তর্পনে গিন্নীকে জানালেন "ওগো কথাগুলো বলেছো," হাত গোন্‌তে দিন চলে যায় একবার বলো।

একদিন খানাপিনা সেরে এনাম দু' একটা চিঠি লিখার উদ্দেশ্যে বসে কি যেন ভাবছে। সেদিনের কোহিনুর বুদ্ধি বয়সে সব বেড়েছে কিন্তু চিত্তরে চাঞ্চল্য অস্থিরতা ঠিক তেমনি আছে হঠাৎ দেখা হলেও সে কেমন অবলীলাক্রমে এনামের পাশে এসে সুন্দর হাসি হেসে বলেছিল, এনাম ভাই বিদেশ থেকে আমার জন্য কি এনাম আনলে; এনাম লজ্জায় লাল হয়ে বলেছিল, কেন, আমিতো স্বশরীরেই

www.pathagar.com

এসেছি। "যাও দুষ্টু' একটুও বদলায়নি বলে কোহিনুর অভিমান করে দুরে গেলেও সেদিন হতে কোহিনুর তার অতি নিকটবর্তী হয়েছে। কথাগুলি তাকে লিখবে কেমন করে লিখবে কাগজ নিয়ে কলমটা ধরে ভাবছেন হঠাৎ তার মা ঘরে প্রবেশ করলেন। বাবা এনাম শোওনি তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি, বলাই হয়নি। এনাম একটু অপ্রস্তুত থাকলেও অতি সহজে মাকে বোসতে বলে বললো-বলো মা কি বোলছ ?

বাবা বোলব আর কি, তোমার বাবা রতনপুরের জমিদার সৈয়দ আরফান আলী চৌধুরীর মেয়ে শওকত বানুর সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। মেয়েটি খুব ভাল তাছাড়া সৈয়দ সাহেব মেয়ে জামায়ের জন্য বিশ হাজার টাকা, একটি তালুক লিখে দিচ্ছেন।

এনাম একটু মুচকি হেসে মাকে লক্ষ্য করে বলে আম্মা তা কোন সৈয়দ সাহেব - আরফান বেপারী না ?

কাজী গিন্নী একটু বুকে ভরসা পেয়ে বলেন না বাবা আর বেপারী না এবার বড় জমিদারী কিনে খুব নাম ডাক। তা'লে বলো হালি জমিদার, চোরা কারবারী পারমিট শিকারী জমিদার আচ্ছা আম্মা মেয়েটার লেখাপড়া ? এনাম প্রশ্ন করে। এবারে কাজী গিন্নী গলার সুরটা একটু নামিয়ে বলে, সময়কালে পড়তে পারেনি বাবা- তা নাকি মেয়ে সবদিক মানানসই, চলনসই, তোর বাবা তাই বলেন, আম্মা দেখলে তুমিও নিজে কথাটা যাচাই করে দেখোনি বলে শেষ করতে পারলে না। তবে এটা ঠিকই বলেছ আব্বা এ বিয়েতে অনেকদুর এগিয়েছে। হ্যাঁ বাবা তোর আব্বার মুখের দিকে চেয়ে তুই এই বিয়েতে অমত করিস না বাবা—বলে এনামের মা তার হাতখান ধরলে এনাম ততোধিক দৃঢ়তার সাথে বললো—"আম্মা তুমি পেটে ধরেছ, তোমাকে চরম শ্রদ্ধা করি, কিন্তু একটা কথা তোমরা ভেবে দেখেছ—এ বিয়ে কার জন্য ? কে বিয়ে

www.pathagar.com

করবে, কার জীবনের চরম ও পরম সৌভাগ্য যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল, সে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তার মতের প্রয়োজন কিছু ছিলো কি না ? ভেবে দেখেছ ?

কি জানি বাবা আমিতো অনেক বার সে কথা বলেছি, তোর আব্বা জানিসতো—বলে, কাজী গিন্নী কাপড়ের কোঁছা দিয়ে চোখের জলটা মুছে নিল। আমি জানি যে আব্বা উন্মাদ হয়ে আরফান বেপারীর বাড়ীতে মাথা ঠুকছে- টাকা তার চাই—আমি তাকে এ টাকাই আগে দিব তারপর বিয়ে— ?

তুই টাকা দিবি বাবা—কোথা পাবি ? মা কোহিনূরকে আমি ভুলতে পারিনা বাবা কিন্তু তার আববার কি তার সে সঙ্গতি শক্তি আছে বল, বলে কাজী গিন্নী ঘর হতে বিদায় নিলেন।

এনামের পত্র লেখা হলো না. সে ঘুমাতে চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলো না. রাত্রের স্তব্ধ আঁধার ও তার গভীরতা, তার দেহ ও মনকে আসন্ন করে ফেললো। সারা রাত্রির নিষ্ঠুর নীরবতা তাকে গ্রাস করে রাখলো, তাকেও সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরার সৎসাহস আনতেই হবে। এনাম এবার তার কর্তব্যে দৃঢ়, সংকল্পে অটল বিশ্বাসে সিদ্ধান্তে অটল। সে মনস্থির করে নিল।

ভোরের সূর্য্য উদয়কালের পূর্বেই দীন মোহাম্মদ এসে জানিয়ে গেল কর্তার ডাক পোড়েছে। এনামও প্রস্তুত ছিল, বিনা বাক্য ব্যয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করতেই কাজী সাহেব একটু সোজা হয়ে বসে বোললেন—"এনাম বসো, তোমাকে কেন ডেকেছি নিশ্চয় অনুমান করেছো।

এনাম অতি সহজে স্পষ্ট করে উত্তর দিলো—"আব্বা আপনি কি বলতে চান আমি জানি এবং এর দ্বিতীয় কোন উত্তর আমার জানা নাই। কাজী বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবার বোললেন—"এনাম তুমি শিক্ষিত ছেলে তোমাকে ভালমন্দ বুঝাবার বা বাপ মায়ের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করবার প্রয়োজন আছে কিনা, এটাও কি আমাকে নূতন করে বোলে দিতে হবে ?

এনাম এবার একটু গলা ঝেড়ে আরও স্পষ্ট করে বলে —"আব্বা দাবি বা অধিকার এক তরফা হয় না - তাছাড়া একটা শিক্ষিত ছেলের মন ও মানসিকতাকে স্বীকৃতি না দিলে পিতার অধিকারের বাড়াবাড়ি হয় নাকি ?

ক্রুদ্ধ কাজী সাহেব এবার দৃঢ়তার সাথে বলেন এনাম জানো এর পরিনাম ?

- জানি এবং আপনাকে সে কথা বলার কোন সুযোগই আমি দিতে চাইনা—আমি এই মুহূর্তেই এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি। যাও তোমার মুখ আমি দেখতে চাইনা - বলে কাজী সাব আর্তনাদ করে উঠতেই কাজী গিন্নী দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে কেঁদে উঠলেন তুমি একি কোরলে ? তুচ্ছ টাকার নেশায় তুমি সোনার চাঁদ ছেলেকে বিদায় দিলে, এতবড় নিষ্ঠুর তুমি ? তোমার কে আছে কার জন্য টাকা চাও বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন দূরে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে নির্বাক - শুধু চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো এনাম চলে গেছে—

কাজী সাহেব নির্বাক নিরুত্তর শুধু একবার বাইরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করতেই দীন মোহাম্মদ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র কথাই বললো - হুজুর ছোট সাহেব চলে গেলেন, কাপড় জামা সব ফেলে রেখেই চলে গেলেন আমি কি ইষ্টিশানে যাবো ? কে উত্তর দিবে ? যে চলে যায় সে কি ফেরে ? গোটা বাড়ীটা নিয়ে একটা গভীর নিস্তব্ধতা, বাড়ীর পোষা কুকুরটা বাড়ীর বাইরে আম গাছ তলাতে তেমনি দাঁড়িয়ে যেদিকে এনাম গেছে সেদিকে মুখ উচ্চ করে শুধু করুণ কান্না, বিরামহীন কান্নার সুর। অর্থের নেশা কি এমনি যে মানুষের প্রাণকে প্রস্তর চাইতেও এত নির্মম ও কঠোর করে দিতে পারে ?

www.pathagar.com

এক দুই করে দীর্ঘ সাতটি বছর কেটে গেছে। খান বাহাদুর ওয়ালিউল ইসলাম সাহেব বয়সের প্রান্তসীমায়। কোহিনুর শঙ্কর হাট কলেজের অধ্যাপিকা।

ইতিমধ্যেই আরফান চৌধুরীর ভাগ্য বিবর্তন ঘটেছে। দেশের আইন শৃঙ্খলার কঠোরতা নিশ্চিত হয়েছে বলে তার বুনিয়াদী ব্যবসা পারমিট চোরাকারবারীর পথ বন্ধ। শুধু তাই নয়। দুর্নীতির গলি পথে হাঁটতে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে বিচার মূলে পাঁচ বছর কারাবন্দী হতে হয়েছে। অতি আধুনিকা শওকত আরা গৃহছাড়া হয়ে ইচ্ছাবর নিয়ে দেশান্তরিতা। আরফান আলীর শুধুমাত্র বাস্তু-ভিটার ধ্বংসাবশেষ অতীতের শেষ কাহিনীর একটি অতি মলিন স্মৃতি হয়ে আছে।

এদিকে কাজী পরিবার সবকিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নিভু নিভু শেষ দীপটির মত জ্বলছে। কাজী সাহেবের আজ শেষ অবলম্বন মেয়ে তাহেরা ও তুহীন আজও পর দ্বারগ্রস্ত করা হয়নি। একমাত্র পুত্র এরফান আলী এনামের গৃহত্যাগের কয়দিন পরেই অন্যত্র চলে গিয়ে বিবাহ করে সংসার যাপনে তৎপর।

এনামের মাতা কারিমা কাজী পুত্রের গৃহত্যাগের পর হতে সে আঘাত সহ্য করবার শক্তি হারিয়ে দিনে দিনে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। সব আঘাতকে বুকেনিয়ে আজও কাজী কেরা-মতুল্লা পাষাণ পাথরের মত প্রাণহীন হয়ে বেঁচে আছেন। পৃথিবীর আলো তার কাছে ক্রমেই নিষপ্রভ হয়ে আসছে। বৃদ্ধ কাজী সাহেব বিছানার উপর এলায়িত দেহটি আর টেনে তুলতে পারেন না তাই করুণ কণ্ঠে ডাকলেন "মা" তারু আমাকে একটু উঠাবি। তাহেরা অতি নিকটেই ছিল, কাছে এসে বৃদ্ধের দেহ ভারটি আপন আপন হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে গুলে বসালে বৃদ্ধ প্রতিবারের মত আবার প্রশ্ন করেন কৈ মা তারু এনামের খোঁজ পেলি?

প্রতিদিন একই প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্লান্ত বিরক্ত তাহেরা বলে-"

www.pathagar.com

কতদিন বলেছি আব্বা এনাম ভাই আসে নাই- আর কবে আসবে ? ঠিক মা, কবে আসবে বলে চিন্তা করতে করতে তোর মা জান্নাতবাসী হয়েছে-এখন কবে আমার চোখ দুটো বন্ধ হলেই আমি বাঁচি।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের কোনা মুছতে মুছতে তাহেরা আবার বলে বাবা তুমি না একদিন তার মুখ দেখতে চাওনা বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছিলে আজ আবার সে কথা বলো কেন ? তাই মা, আমি না যেন সবকিছু ভুলে যাই- এ পোড়া কাপালে কিছুই মনে থাকেনা বলে আবার বলেন, হারে কোথায় আছে জেনে একটা চিঠি দেনা—আর শোন তাকে জানাবি যে আব্বা মরে গেছে-তাহলে নিশ্চয় সে বাড়ী আসবে আর আমার কাছে এলেই সে অবাক হবে। আমি হেরে গেছিরে মা আমি হেরে গেছি। বৃদ্ধ আর বসে থাকতে পারেনা তাহেরা তাকে আবার শয্যায় শুইয়ে দেয়। হয়তো বৃদ্ধের অন্তরের পাষাণ পাথর খানা গোলেছে—তাই সে পাথর চুঁইয়ে যে নোনা পানি চোখ বেয়ে নামতে শুরু হয়েছে আজও তার ঢল শেষ হলোনা। এমনি করে গড়ে যাওয়া দিনগুলির মাঝখানে একদিন—

বাইরে রতনপুরের পোষ্টাফিসের পিওন চিঠি আছে বলে ডাক দিতেই কাজী সাহেব একটু নড়ে উঠে বললেন, তারু তুহীন তোরা কোথায় ? এদিকে আয়, এনাম চিঠি দিয়েছে। না ওরা গেল কোথায় ? তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিলাম। হবে মনের ভুলই হবে- ইয়া আল্লাহ বলে তিনি আবার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটি এলিয়ে দেন, এটা প্রতিনিয়ত ঘটে। কিন্তু এবারে মিথ্যা নয় সত্যই একখানা চিঠি. খান দুই ফটো ও একটি ব্যাঙ্ক চেক। তাহেরা চিঠি গুলো হাতে করে গৃহে প্রবেশ করতেই শুনতে পেল বৃদ্ধ কাজী সাহেব তখনও বিড়বিড় করে কি যেন বলতে চাচ্ছেন। তাহেরা একটু জোরে এগিয়ে গিয়ে পিতার অবসন্ন দেহটার উপর হাত রেখে বলে "আব্বা

www.pathagar.com

এই দেখ এনাম ভাই চিঠি লিখেছেন, এই দেখ। বৃদ্ধ একবার ক্লান্ত চোখের পাতাটা টেনে নিতে চেষ্টা করে বলেন এনাম, এনাম এসেছে ? তাহেরা আরও জোর করে বলে আব্বা এই দেখ তোমাকে এনাম ভাই চিঠি দিয়েছে আর বিশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছে। এই দেখ ভাবীর একখানা ছবি, ওমা এই দেখ কোহিনূর ভাবী ? কি বোললি। বিশ হাজার টাকা কে পাঠিয়েছে, কে নেবে ? কার ছবি ? কোহিনূর তোর ভাবী হয়েছে ? ডাক তোর মাকে। খুব খুশী হবেরে— তোর মাকে ডাক। এই অসংলগ্ন কথায় তাহেরা, তুহীন এবার আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনা। কাজী সাহেব অন্ধের দৃষ্টি মেলে বলেন— " কই দে আমার হাতে ছবিটা দে। দেখবো দোওয়া করবো, কিন্তু কই ? কিছুইতো দেখতে পাচ্ছিনা। সব যে আঁধার হয়ে আসছে— " এনাম, এনাম একবার দেখে যা „—আমি হেরে গেছি বাবা আমি হেরে গেছি। দুইবার দীর্ঘশ্বাস তারপর দুচারটি ঘন ঘন স্পন্দন। ডাক্তার আনা হলে ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন অত্যধিক রক্ত-চাপের রোগী হঠাৎ আনন্দিত হতে গিয়ে শখ পেয়ে হার্টফেল করে-ছেন। কাজী সাহেবের হাতে তখনও বিশ হাজার টাকার চেকখানি কোহিনূর এনামের আলোকচিত্র— তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তাহেরা তুহীন দুটি প্রাণী নিষ্পলক দৃষ্টিতে একবার মৃত পিতাও একবার ফটোর দিকে চেয়ে থাকলো - তাদের মনে তখনও সেই কথারই প্রতিধ্বনি। " যাও কোনদিন তোমার মুখ দেখতে চাইনা "।

অদূরে দাঁড়িয়ে দীন মোহাম্মদ একটা নিশ্চল প্রস্তর মূর্তি। অতীতের এই ক্ষুদ্র পরিবারের ত্রিশ বছরের সঙ্গী ও সাথী। অনেক ঘটনা অনেক কথা ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েও আজ সে নির্বাক। তাহেরা তুহীন তাদের এই শেষ অবলম্বনটুকু জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো— "চাচা আমাদে কি হবে ? অশীতিপর বৃদ্ধ দীন মোহাম্মদ বয়স ও দেহের ভারে আজ বড় অবসন্ন ক্লান্ত। কতদিন কাজী সাহেব

www.pathagar.com

তাকে নফর বলে, চাকর বলে তিরস্কার ভৎসনা করেছেন, তাড়িয়ে দিয়েছেন আবার পরক্ষণেই আদর করে ডেকে নিয়েছেন। কিন্তু আজকের এই বিদায়ের দিনে সে সব হারিয়ে নিঃস্ব। আর কেউ তাকে ভৎসনা করে তাড়াবেনা আদর করেও ডাকবেনা। এইরূপ নানান চিন্তায় দীন মোহাম্মদ দাঁড়িয়ে কি আকাশ পাতাল ভাবছিলো হঠাৎ মেয়েরা জড়িয়ে ধরতেই সম্বিত ফিরে পেল। কাতর কান্নায় ভেঙ্গেপড়া মেয়েদুটিকে আদর করে বললো—" কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি'। তোর বাবার আত্মার অকল্যাণ হবে। আজ যদি এনাম, এমরান বাড়ী থাকতো—দুটো বৌ যদি পাশে থাকতো তাহলে হয়তো তোদের চোখের পানি থামাতে পারতো-বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দীন মোহাম্মদ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বলে-এ সুন্দর সাজানো বাগান শেষ হয়ে গেল, সবাই যে যার পথ দেখলো মা তোদেরকে শুধু ভাসিয়ে গেল। দীন মোহাম্মদ এতগুলো কথা বলতে কতখানি নিস্তেজ হয়েছে বুঝতে পারলো যখন সত্যই তার মাথা ঘুরতে লেগেছে—সে দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়লো।

এতক্ষন ধরে রেজা সাহেব ও ইয়াজদানী কাজী পরিবারের এই মর্মান্তিক পরিণাম কাহিনী শুনছিল এবার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে ইয়াজদানী বললো ভাই অরূপ এইরূপ পরিণাম প্রতিক্রিয়ায় শুধু একটি কাজী পরিবার কেন শত শত পরিবার এ দেশের মাটিতে তছনছ হয়ে শুকনো ঝরা পাতার মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রতিদিন এই যৌতুকের অভিশাপে. কত সুখী পরিবার, কত অন্যায় জুলুমের শিকার হচ্ছে বলতে পার।

শুধু তাই নয় ইয়াজদানী, কত পরিবারের প্রাণশক্তি যুবক অভিভাবকের এরূপ চরমআঘাত সহ্য করতে না পেরে মদ্যাশক্ত মাতাল হয়েছে— চোরের হাত হতে রক্ষা পেতে ডাকাতের হাতে আত্মসমর্পণ করে নিজে ডুবেছে ও তার পরিবারকে স্বঘাত সলিলে ডুবিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু কেন বলতে পারো ? এর জন্য কি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কঠোরতা, বিবাহ ব্যবস্থায় এই যে অর্থলিপ্সার অশুভ প্রবণতাই কি এই নিদারুণ পরিণামের জন্য দায়ী নয় ? তাহলে আগের কথায় ফিরে আসতে হয় — কেউ বলবেন এটাইতো আমাদের সমাজের অনুসৃত আদর্শ। তাহলে এই অর্থলিপ্সার গতিবেগকে রোধ করার কোন সক্তিই কি সমাজপতিদের নেই। এক কালে বিবাহে পণ প্রথা বর্জন করার প্রবণতা দেখেছি কিন্তু সেই পণ প্রথা যৌতুক, দান ইত্যাদি নামে আজও আমাদের সমাজে বহুলভাবে প্রচারিত। এমনি করেই দেশাচারের নাগপাশে কত পরিবারের ভবিতব্যের আশা স্বপ্ন সাধনা চিরতরের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, কত প্রতিভা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছে কে বলতে পারে ?

ইয়াজদানী প্রশ্ন রাখে আমরা কি সঙ্কীর্ণ দেশাচারের উর্দ্ধে উঠতে পারিনা, পারিনা সরল সোজা পথে বিবাহের প্রথাকে সহজতর ও সুন্দর করতে ?

শুধু দেশাচার নয়, যারা সমাজের বল্গাহীন শাসনে এই আচার পদ্ধতিকে জিইয়ে রাখতে চান তারা যে স্বাভাবিক নিয়ম নীতিকে শ্রদ্ধা করেন না একথা জোর করে বলা যায়।

সতীদাহ প্রথা বিলোপ হয়েছে কিন্তু তারও একটা ইতিহাস ছিল, ধর্ম গোঁড়ামির প্রবণতা ছিল। কিন্তু এই দেশাচারের কোন নীতি নাই, আদর্শ নাই, ধর্মে এর কোন স্বীকৃতি নেই। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক নবী করিম (দঃ) নিজে সামান্য একটা মোহর ও কয়েকটি খোরমা খেজুর ওলিমা দিয়ে অনেক বিবাহ সমপন্ন করেছেন। এর পরেও এই সমাজের সঙ্কীর্ণ মতবাদকে শ্রদ্ধা করার যুক্তি থাকলেও প্রাণ নাই। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় হিন্দু সমাজের প্রতি যে কথা বলে গেছেন তারও উল্লেখ করতে চাই— " যেসমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করবার শক্তি রাখেনা, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য

www.pathagar.com

মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না"।

আমরাও আজ একথা বার বার ভাবি আমাদের সমাজ কি আজও সময়ের তাগিদে মাথা চাঁড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না?

কন্যাদায় গ্রস্থ— পিতৃসমাজ— কোন পাতক কুলে জন্ম নিয়েছিলেন আর পুত্র ভাগ্যে ভাগ্যবান পিতৃসমাজ কোন দৈব ইন্দ্রের বর পেয়ে জন্ম নিয়েছিলেন তার কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা ভাষ্য নাই, কোন শাস্ত্রীয় মতে এর সমর্থন নাই, কোন রূপকথার কাল্পনিক কেচ্ছা কাহিনীতেও এর উল্লেখ নাই অথচ এই নির্মম দেশাচার আজকের প্রগতি অভিলাষী সমাজের বুকে পাথর চাপা হয়েই আছে।

আমাদের আদর্শ জীবন, শিক্ষা, গৌরব ও সভ্যতার গলা টিপে এই লোক নিন্দিত দেশাচার চাঁদের বুকে কলঙ্ক হয়েই বেঁচে আছে। এটা যে শিক্ষিত সমাজ বোঝেনা তা নয়— এর পরিণামকে যে কেউ ভয় করেন না তাও নয়, তবুও লোক নিন্দিত দেশাচার ইচ্ছা না থাকলেও অনিচ্ছায় সকলেই ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলেছি।

কোন সভ্যদেশে এ দেশাচারের প্রচলন নেই।

এদেশের পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবান পিতারা রেসের ঘোড়ার বাজি ধরার মত ছেলের ভাগ্য নিয়ে দর কষাকষি করে। মেয়ের রূপ ও গুণের মূল্য থাকলেও মূল্যবোধের আকর্ষণ টাকার আকর্ষণে অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যায়। রূপ গুণের স্বর্ণটুকু অর্থ লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেই ছাইটুকু নিয়েই টানাটানি চলে।

উপজাতি সম্প্রদায় ও আফগানিস্তানের কোন পরিবারে একটি পুত্র জন্ম নিলে সাতবার তোপধ্বনি করে অভিষেক করা হোত কিন্তু মেয়ে সন্তানের বেলায় মাত্র একবার তপোধ্বনি করা হয় কিন্তু তবুও সেদেশে ছেলে মেয়ের বিবাহ বন্ধন পদ্ধতিতে এরূপ কোন দেশাচার আছে বলে জানা যায় না

এই প্রথাও জটিলতার বেষ্টনী ভেঙ্গে তাই ছেলে ও মেয়েরা

www.pathagar.com

নিজেদের পথ বেছে নিতে এগিয়ে চলেছে। সমাজ দায়ী করে অপরিণামদর্শী ছেলে বা মেয়েকে, ভয় করে এর পরিণামকে কিন্তু এ সংক্রামিত রোগের উৎসকে এড়িয়ে চলে না। এই সঙ্কোটের আবর্তে গোটা সমাজ শাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছে এটা অনেকেই বোঝেন কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেন না।

সেই একই কথা যার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশ সে যদি উদার চিত্ত প্রজ্ঞা সম্পন্ন না হন, বাস্তবতার নিরিখে মানুষ যদি সমাজকে প্রসারিত করার শক্তি হারিয়ে ফেলে তবে সে সমাজের জন্য দুঃখ করা ছাড়া গৌরব করার কিছু আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

বিবাহ প্রথা আলোচনা করছে অবশ্য আমি মুসলিম সমাজের বিবাহ প্রথাকে লক্ষ্য করেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি কিন্তু সারা বিশ্ব নিয়ে নারী পুরুষের বিবাহ বা মিলন প্রথা অবশ্যই বিভিন্ন। এ দেশে মুসলিম বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথা এক হলেও স্থান কাল পাত্র বিশেষে পদ্ধতি বিভিন্ন। পণ যৌতুক প্রথা ইত্যাদি একই। বরানুগমনে বন্ধু বান্ধবের সীমাহীন দাবী দৌরাত্ম্য খাদ্যের অপচয় আজও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে এবং এরই পাশে কন্যামহলের ছোটদের নামে বরযাত্রীদের বাঁশের গেটে লাল ফিতার বন্ধনী দিয়ে গেট আটকানো, দর কষাকষি সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে—এ দাবী সর্বনিম্ন পঁচিশ টাকা হতে উর্দ্ধে তিন হাজার টাকাও হতে দেখেছি। এই প্রবণতার জন্ম ইদানিং এতই জনপ্রিয় হচ্ছে যে হয়তো আগামীতে এর বিরুদ্ধেও একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। পাশে পাশেই দেখতে পাওয়া যায়— বরেন্দ্রের অতি প্রাচীন অধিবাসী সাঁওতাল, বুনা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথা আরও সহজসাধ্য। দু'একটা বেলফুল ভেট্‌কি রক্তজবা, খোঁপাতে বেঁধে মেয়েরা সাজ করে।

www.pathagar.com

সামান্য লাল সিন্দুর এক ফোটা মেয়ের কপালে দিলেই মূল বিবাহের পর্ব শেষ হয়ে গেল—বড় জোড় দু'একটা ঢোলকের কর্কশ আওয়াজ, দুহাত লম্বা প্রাচীন বাঁশের বাঁশীর মাভৈ সুর. আর নারী ও পুরুষের অসুরিও নাচ। মেয়েদের সর্বদেহে গলাতে বাজুতে পায়ে লতাগুল্ম ফুলের সাজ। খাদ্য খানার পর্বও তেমনি, ভাতের পচানী বা তালের উগ্ররস উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হিন্দু বা মুসলিম সমাজের কত কাড়া নাকাড়ায় ঘা দিয়ে, সানাইয়ে কান্নার সুর চাপিয়ে, মাইকের কর্কশ কানফাটা আর্তনাদ চালিয়ে প্রতিবেশী আর দশজনের রাত্রির সম্বল ঘুম বা সুখ নিদ্রাকে বিসর্জন দিয়ে যে উৎকট দেশাচার গড়ে উঠেছে—এর শেষ কোথায় বলতে পারেন?

শুধু তাই নয় এর পিছনে যে খরচের অঙ্কটা বৃত্তাকারে জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে সেটা আর কেউ না বুঝলেও গৃহকর্তারা ভাল করে বোঝেন কিন্তু না বোঝার ভান করে সমাজে মান রক্ষা করেন। এই প্লাবনের ঢেউ বা মিথ্যা দেশাচারে মধ্যবিত্ত শ্রেনী ও গরীব সম্প্রদায় সকলেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। পরিনাম অনেক ক্ষেত্রেই বিষাদময়, বেদনাদায়ক, দেনা করে বিবাহের জৌলুস বাড়িয়ে বিয়ে করে বৌ বাড়িতে এনে দেখাগেল হাঁড়িতে বাজনা বাজে, হাতুড়ী মারলেও চাল বেরোয় না—ফলে অতি তাড়াতাড়ি ছাড়া-ছাড়ি। বর ভাগ্যবান গা ঢাকা দিয়ে বাঁচে, ভাগ্যহীনা মেয়ে কোলে কাঁখালে দুটা নিয়ে আজ এ বাড়ি, কাল সে বাড়ি করে ফিরে। এমনি করে প্রতিদিনে সমাজে নিঃগৃহিতার সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সমাজপতিরা এ রোগেরউৎস ধরে চিকিৎসা করেনা কেন সেটাই প্রশ্ন।

তাই স্বাভাবিকভাবে বিবাহকে সুন্দর সাবলীল করতে সহজসাধ্য খরচ, সহজতর প্রক্রিয়া পদ্ধতি প্রচলন করলে আগামী দিনের সামাজিক জীবনের চিত্র পরিচয় নিশ্চয় পাল্টে যেতো।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ও দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আগেই আমরা বলেছি যে বিবাহ একান্তেই বর বা কনের ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল এটা সে দেশে স্বীকৃত সত্য। এইজন্য ঘটা করে বর পছন্দ করা বা কনের বাড়িতে ঘটা করে যাতায়াত—তাম্‌দারি করার প্রশ্নটাই অবান্তর।

ছেলে মেয়েতে মন দেয়া নেয়া হয়ে গেলে পিতামাতা তাদেরকে আদর করে ঘরে তোলেন। শুধু তাই নয়—কোন কোন দেশে বিবাহের পূর্বে তিনমাস তাদের মিলনের সুযোগ দিয়ে পরে বিবাহের অনুষ্ঠান করা হয়। এইভাবে মন দেয়া নেয়ায় তরুণ-তরুণীরা বৎসরের নির্বাচিত একটি দিন ও তারিখে তাদের ধর্মযাজকের সামনে দাঁড়িয়ে জোড়ায় জোড়ায় হাত তুলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন এবং এইভাবে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ জোড়া তরুণ তরুণীরা নিজেদেরকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন। এবারে সে দেশে সামাজিক শাসন, আচার পদ্ধতি, বিবাহের বর কনের মিলনের পথে পিতামাতার দর কষাকষি, কাড়া নাকাড়ার ঘা, মাইকের আর্তনাদ, সানাইয়ের কান্না, ঘটা করে পাকা খানা, হাজারী খানা বা ক্ষুদে খানার কোন অবকাশ আছে কি?

অবশ্য একথা আমার বক্তব্য নয় যে সে দেশের এই স্বেচ্ছামিলন প্রথা উত্তম বা বর কনের অবাধ মিলনের যে ক্ষেত্র এটাই গ্রহণযোগ্য। আমি আলোচনার গতির সমন্বয় রাখতেই এসব কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, কোন টা ভাল বা কোনটা মন্দ—এটা দেশ কাল ও পরিবেশ হিসাবে ভিন্ন। অতএব সুধী পাঠক ও পাঠিকা মণ্ডলীর হাতেই সে বিচারের ভার থাকলো।

এই যে গণবিবাহ, লক্ষ জোড়া তরুণ-তরুণী ঘটা করে হাত তুলে তাদের জীবন যাত্রা করতে চলেছে তারও আজ প্রতিক্রিয়া জেগেছে। এই সেদিন জাপান রাজ্যে প্রকাশ্য পুরোহিতের সামনে ইচ্ছুক দম্পতি আঠারো শত অর্থাৎ ছত্রিশ শত তরুণ তরুণী হাত তুলে বিয়ে

www.pathagar.com

করলে তাদের এ অশুভ আচরণে এবারে অভিভাবক সম্প্রদায় প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। অতএব এ নিষিদ্ধ পথের পরিণাম সেটাও ভাল নয়।

১৯২৭ সালে মার্কিন বিচারপতি কমপেনিয়নেট ম্যারেজ বা ট্রায়াল ম্যারেজের স্বপক্ষে একটি প্রতিবেদন পেশ করে গোঁড়া ক্যাথলিক সমাজের তীব্র আন্দোলনের মুখে তার মূল্যবান চাকুরী হারিয়েছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তার "ম্যারেজ ও মোরালস" বইয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বহু নিন্দা কুড়িয়েছিলেন এমনকি বিশ্ব বিবেকের কাছে নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ আজ মত পালটিয়েছে, পথ ভুলেছে বলেই এই সেদিন যুগোশ্লাভিয়াতে ট্রায়াল ম্যারেজ স্বীকৃতি পেলো। বেলগ্রেড হতে খবরে প্রকাশ যে বিবাহ পূর্ব ইচ্ছুক দম্পতি তিনমাস একত্রে বসবাস করতে পারবে। পাশ্চাত্য দেশে নারী মুক্তি আন্দোলনে শ্লোগান উঠেছে "Our belly Ours" অর্থ্যাৎ গর্ভধারণ করা না করাটা আমাদের ইচ্ছা। তাহলেই বলুন গতকাল যা সম্ভব হয়নি, আজ তা বাস্তব সত্য, আবার আগামীকাল কি হবে সেটা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন কি?

এটা বিশ্বাস না করলেও সত্য যে বর্তমান বিশ্বের মানুষ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা নিয়ে নূতন নূতন পদ্ধতির উপর আবিস্কার করে জীবন বোধের ও চেতনার উপর পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়েছেন কিন্তু স্থায়ী সমাধান আসেনি—কল্পনা বিলাসী মানুষ জীবনকে নিয়ে নূতন গবেষনাগারে যত ভোগ ও ভাগ্যের চর্চায় উন্মুখ হয়েছেন স্বভাবজাত সরল সুন্দর স্বভাব ততোই স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

মানুষেয় জীবননাদর্শ, জীবন দর্শনের বিরাট পরিবর্তন এসেছে বলে ইয়াজদানী এগিয়ে চলার ইঙ্গিত করলেন। দুপুরের তেজোদৃপ্ত

www.pathagar.com

অগ্নিঝরা সূর্য দিগন্তের কোলে রক্ত আবীরের রং মেখে হেলে পোড়েছে।

সন্ধ্যা সমাগত। রক্ত রঙ্গিন আকাশের কোলে দিগন্তের কপোলে রক্ত টিপের মতই তখনও নিস্প্রভ হয়ে সূর্যটি জ্বলছিল, দূরে পর্বত টিলাগুলি নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে বিদায়ী সূর্যের অপরিমেয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করছিল। ধীরে ইয়াজদানীকে নিয়ে জাহাজ ঘাটে এসে দাঁড়ালাম।

চিটাগাং বন্দর—সাত সাগরের ঢেউ এখানেই এসে হততালি দিয়ে নাচে, এর উদ্দাম গতি, উচ্ছল নৃত্য চিরন্তন। এদের চলা বিরামহীন, এরা সাত সাগরের বিশাল প্রান্তর রাজ্য, দুস্তর পারাপার নিয়ে ছুটাছুটি করে—এরা চির চঞ্চল, ক্ষুব্ধ প্রকৃতির প্রলয় মত্ত ক্ষুদ্র সেনানী, জীবনে কোন একটি মুহূর্তের জন্য স্থির হতে শিখেনি। এরা সবাই একাত্ম হয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, কোন সাগর, নদী উপনদী বা মহাসাগরে এরা থাকে বুঝার উপায় নাই—যদি তা হোত তাহলে জলাবদ্ধ হ্রদে বা মরা নদীতে এরাও নিস্প্রাণ হয়ে যেত।

অথচ মানুষ বিশ্ব প্রভুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে কোন একটা বিশেষ শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে কেন? মানুষ কি পারেনা এই ক্ষুদ্র ঢেউ শিশুর মত সারা দেশ জুড়ে তার মরমী প্রতিভা ও সেবার আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে প্রশ্ন করলেন ইয়াজদানী? প্রশ্নের গভীরতায় কি উত্তর দিব ভাবছি, এমন সময় ইয়াজদানী একটি প্রতিক্ষামান জাহাজের প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করলেন।

একটি যাত্রীবাহী জাহাজে লোক সমাগম দেখে চলকে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম এ জাহাজ তো নূহ নবীর—একমাত্র জাহাজ নয়, যাতেকরে সমস্ত মানুষ, জীব জানোয়ারকে তুলে নিয়ে ভবিষ্যতের সৃষ্টিকে প্লাবন হতে রক্ষা করতে হবে তবে? তবে কেন এই ক্ষুদ্র জাহাজটি এত জনাকীর্ণ? এখানেও কি বাঁচবার তাগিদে প্রতিযোগিতা চলছে, যুবক যুবতী তরুণের দল বৃদ্ধ প্রৌঢ়দের পা মাড়িয়ে কেউ মাংশপেশীর জোরে, কেউবা গলার জোরে স্থান করে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

একটু দূরে দাঁড়িয়ে যাত্রীবাহী ট্রেনখানি মনে হয় দাঁড়িয়ে ধুকছে ও হিস্ হিস্ করে দোম নিচ্ছে। এ যেন সেই রূপকথার কাহিনী। এক দানব দৈত্য এক রাজ্যের মানুষ পেটে পুরে ছুটে এসে দোম নিতে দাঁড়িয়েছে—মহাযাত্রার প্রস্তুতি নিতে ঘন ঘন কয়লা খেয়ে তার ছাই উদ্গিরণ করছে।

ভিতর হতে অগণিত জনতার কল কোলাহল, কুলীদের হাঁক ডাক, বাইরে চঞ্চল জনতার অকারণ ব্যস্ততা, ছুটাছুটি।

হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী সাথীর নাম ধরে অসুরের মত আর্তনাদ. ছোট শিশু হাতছাড়া হওয়ায় বিপন্ন মাতার কাতর কান্না এসব মিলে এসব দেশে স্বভাবতই মনে হয় এরা সত্যই প্রবাসী বড়ই বিপন্ন। ঘর মুখে বাঙ্গালী বড় চঞ্চল, প্রবাসে পা বাড়াতে বড় হীনবল—কথাটি পুরাতন হলেও মিথ্যা নয়।

অপেক্ষমাণ ট্রেনখানি একটু নড়ে উঠলে বা দীর্ঘ বাঁশী বাজলে গোটা জনতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়—এরি মধ্যে মৃদু তর্কের অবকাশ, গাড়ী হতে যাত্রী না নামলে অপরে উঠবে কেমন করে? অপর পক্ষের—প্রতিবাদ, দয়া করে নেমে আসুন তবেতো উঠি-? কে শুনে, কে বলে, অথচ বিরামহীন এসব কথার কলধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত।

সারা ষ্টেশন নিয়ে বাক্স পেটারার ছুটাছুটি, কুলীদের হাঁক ডাক. ফেরিওয়ালাদের চিৎকার-চাই পান, এই যে চা গরম, বিড়িপান-চাই জল খাবার-অবাক সন্দেশ। বুড়োরা জিভ নাড়ে, শিশুরা হাত নাড়ে-গিন্নী বায়না দেন, কর্ত্তা টাকা দেন।

হ্যাট, কোট, পায়জামা, পিরহান, টিকি ও টুপীতে, বোরখা ও পাগড়িতে অপূর্ব মিলন দৃশ্য। এখানে জাতের বিচার নাই, সব যাত্রীই একই জাত অর্থাৎ প্রবাসী পথযাত্রী। এরই মাঝে হঠাৎ হৈ চৈ, সবারই প্রশ্ন কি হয়েছে? একই প্রশ্ন কি হয়েছে? যাকে বলি সেই বলে কি হয়েছে?

www.pathagar.com

অতঃপর দশমিনিট নিয়ে হৈ হুল্লোড় শেষে সঙ্কোটের যা জওয়াব পাওয়া গেল তাতে নাকি অনেকেরই হাসতে হাসতে সেদিন অন্ন—প্রাসনের অন্ন উঠে গিয়েছিল।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক শেষে বহুকষ্টে পিছনে বিরাট ঘোমটা-বৃত্তা এক রমণীকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ও বললেন—"দেখুন আমি অবিবাহিত—অথচ ইনি আমাকে স্বামী মনে করে আমার পিছু নিয়েছেন। যতবার বলছি ততোই ইনি বলছেন ছি ছি একি কথা বলছো গো, মোটে সাতদিন হলো বিয়ের—এরি মধ্যে শ্বশুর বাড়ী যেতে মাথা খারাপ। কি সর্বনাশ?

বুঝলাম ঘটনাটা সামান্য নয় মোটেই। এক্ষেত্রে মনে হলো ভদ্রমহিলার চেয়ে যাত্রী মহাশয়ই যেন বেশী বিপদগ্রস্ত অথচ অতি সরল সেকেলে মানুষের মানসিকতায় বিশ্বাসী বলেই তিনি তার অপরাধ নাই এ কথাটা প্রমাণ করার জন্য —প্রায় ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছেন।

নানান জনে নানান কথা, কেউ বলে ভদ্রলোকটা নিশ্চয় ছলনা করে মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে চান. আবার কারও মন্তব্য বাবা একালের মেয়ে বলে সবই সম্ভব, কে জানে সব কুল হারিয়ে কোন কূলে ভিড়তে চায়—ইত্যাদি। এক বৃদ্ধা চোখ বাঁকা করে বলেন—"বাবা আর কত দেখবো—ঘেন্না ধরে গেল"

একজন বয়স্ক মানুষ সবকিছু দেখে শুধু বললেন কিছু বলার পথ নেই, উপায় নেই। এ যুগে মেয়েতে পুরুষে সমানে হাইজ্যাক করে। সেদিন কি আর আছে? বাব্‌া? ভগবান তোমার লীলা বোঝা ভার। যেমন স্রোতের উপর স্রোত গড়িয়ে—তরঙ্গ উত্তাল হয় তেমনি আর একটি ঘটনা, চঞ্চল জনতা স্তব্ধ, সমস্যার সমাধান সব একসাথে।

ঘর্মক্লান্ত, পোশাক চুল অবিন্যস্ত একটি ভদ্রলোক দৌড়ে এসে মেয়েটির হাত ধরে বললেন—"শেফালী" তুমি কোথায় হারিয়েছিলে, আমি সারাটা ষ্টেশন গাড়ী পর্যন্ত তল্লাশী চালিয়ে, কথাটা শেষ

www.pathagar.com

করার পূর্বে মেয়েটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো—চলতে গিয়ে তুমি পথ ভুলেছো আমিতো নক্সী পেড়ে ছোট পাড় কাপড় দেখে পিছে পিছে হাঁটছি। হঠাৎ এই ভদ্রলোক আমাকে বলে আপনি কে আমিতো চিনিনা—ছিঃ ছিঃ ঘেন্নার কথা কত জনে কত কি বলে—ওমা আমার কি হবে গো। ভদ্রলোকটি সব কিছুর সমাধান করে হাতজোড় করে বলেন-ক্ষমা করবেন, শেফালী আমার বিবাহিতা স্ত্রী তাকে নিয়ে এই প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি নূতন বৌ, তাইতো ঘোমটা একটু বড় চোখ পর্যন্ত ঢাকা। আমি তাকে আমার নক্সী করা ছোট পাড়ের ধুতী দেখে পিছে চলতে বলেছি কিন্তু এই ভদ্রলোকের ধুতীর পাড় ও একই রকম হওয়ায় এই বিপত্তি। জনতার এক বিরাট অট্টহাসি। যাত্রী ভদ্রলোকটি সত্যিই দেখেন উভয়ের ধুতীর পাড় একই। তিনি লজ্জায় কাপড়টা টেনে তুলতে বলেন—কি পাপই যে করেছিলাম মশায় আমি ইনাকে নিয়ে সমস্যায় পড়তেই আবার বাক্স পেটরা নিয়ে কুলী মহাশয় এতক্ষনে পাড়ি জমিয়েছেন এবার হলামতো সর্বশান্ত তিনি ততক্ষনে উর্দ্ধশাসে দৌড় দিয়েছেন আর দেখা গেল তার পরিধেয় ধুতীর পাড়গুলি এমনভাবে তুলে নিয়েছেন যে চোখেই পড়ে না। জানিনা এরপর হতে নক্সী করা পাড়ের ধুতী তিনি পরতেন কিনা ?

ঘটনাটা অভূতপূর্ব—ট্রেন অন্তত পনের মিনিট লেট। শেষ পর্য্যন্ত গার্ড বাঁশী বাজালেন। দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি সাদা মানুষ এসব দৃশ্য দেখলেন ও ইষৎ হাসলেন। পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি বখাটে ছেলে মন্তব্য করলো—নূতন বৌ বলে মাথা মুখ টেকে আর দশ জনের ঘাড়ে চাপতে হবে তবু মুখ তুলে প্রবাসে পথ দেখে হাঁটতে হবে না। কিন্তু এটাতো এদেশের বুনিয়াদি স্বভাব, পথে প্রবাসে ভিরু বাঙ্গালীদের এ চরিত্র চিরন্তন, এরা ঘরকে যতঠা ভালবাসে, ততটাই ভয়ে এড়িয়ে চলে।

ট্রেন ছেড়ে গেল, যে যার পথে গন্তব্যস্থানে পা বাড়ালো কিন্তু

www.pathagar.com

হঠাৎ দেখাগেল একটি খটিয়ায় করে দুটো কুলী একটি করে মানুষ বহন করে চলেছে শুধু মানুষই নয়—একটি জীবন্ত মানুষ—মানুষের ভীড়ে ট্রেনের দরজা বন্ধ থাকায় সঙ্কীর্ণ জানালা দিয়েই এদের টেনে বের করা হয়েছে কিন্তু কেন এরা এ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে পথে প্রবাসে কেন ?

উত্তর যা পেলাম তাতে আর একবার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো—এরাই এদেশের হজ্ব যাত্রী ? জীবনে ভোগ বিলাসের যখন সব পথ বন্ধ তখনই এরা তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছিলেন এরা সময়ের শাসনকে অবহেলা করেই অসময়ের ঝুঁকি নিয়ে সাত সাগর পাড়ি দিয়েছেন - হয়ত যত গিয়েছিলেন তার অর্দ্ধেক কায়ক্লেসে দেশে ফিরেছেন আর অর্দ্ধেক পথে প্রান্তরে দেহরক্ষা করেছেন। কেউবা মক্কার পবিত্র মাটীতে দেহরহা করেই জীবনকে ধন্য করেছেন। কি অভিনব দেশাচার ? এই দেশাচারের জোয়ারে বাংলাদেশই সব দেশের নীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করে আছে। শুধু হজ্ব যাত্রীই নয় এদেশে গঙ্গা স্নানে গয়া তীর্থে যত প্রবীন ও প্রাচীনের ভীড় দেখেছি তাতে একই প্রশ্ন মনে আসে যখন সব পথ হয় বন্ধ প্রভু, তোমার পথটাই খোলা, সেই পথেই চলি প্রভু ধর্মান্ধের কাফেলা।

তবু হতাশার মাঝে যেটা আশার আলো সেটাকেও আমরা ছোট করে দেখিনা কারণ তীর্থযাত্রার যে আকাঙ্খা সেটা একান্তভাবে বয়সের গুরুভারের সাথে মনে দোলা দেয়। তাই পরিণাম যাই হোক উদ্দেশ্য মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নাই। নবীন ও প্রবীনের হজ্বব্রত পালনের মধ্যে নিশ্চিত যে ব্যবধান আছে সেটাও স্বীকার করি। নবীনের হজ্ব দেশ ভ্রমনের আধিক্য বেশী অথচ প্রবীনদের আকঙ্খা পবিত্র স্থানের পবিত্রতায় নিজকে আত্মনিবেদিত করা।

তাই সময়ের প্রয়োজনেই এদেশে ধর্ম পালনের ডাক আসে যেটা তারুন্যের ভোগ বিলাসের আড়ম্বরে সভাবতই প্রাণকে স্পর্শ করেনা। যদি কখনো কারো সে মানসিকতা ও মমত্ববোধ জন্মে তবে সেটা চরম

www.pathagar.com

সার্থক হয়ে উঠে। রেজা সাহেব কথাটার জের টেনে বলেন এ যুগে সবাই সোজা পথের দোহাই দিয়েও বাঁকা পথে চলতে ভালবাসে। ধর্মের কঠোর মতবাদকে জীবন সংগ্রামে গ্রহণ করার চাইতে এর কিছুটা গ্রহণ করেন, কিন্তু সবটাই বর্জন করেন। তাই দেখি যারা সমাজের সামনে নামাজ পড়েন তারা আবার গোপনে নিষিদ্ধ পানি পান করে জীবনকে ধন্য করতে ছাড়েন না। যারা মদ খায় ব্যাভিচার করে, জুলুম করে, দুর্নীতির আশ্রয়ে শক্তিমান ও বিত্তবান হন, তারা আবার নামাজ পড়েন কেন? এটাই এ যুগের প্রশ্ন।

কিন্তু সব প্রশ্নের কি উত্তর আছে রেজা সাহেব? দূর নীলাকাশের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করে ইয়াজদানী বলেন—„ঐ চেয়ে দেখুন, চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণকে গ্রাস করে কালো মেঘের দল. চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণকে প্রতি মুহূর্তে আঁধারের আবরণে ঢেকে রাখছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে কি? তবুও এটা যে সত্য চাঁদের আলো, আঁধারের বিভীষিকা সবটাই যে সত্য একথা কে অস্বীকার করতে পারে? মানুষের চরিত্র প্রেম, দয়া ও মমত্বের মহাগুণের প্রাণস্পর্শী প্রবাহ আছে—তাই মানুষ সত্য সুন্দর সৃষ্টি কিন্তু তবুও বাহিরের নিষিদ্ধ আচার আচরণ, নিষ্ঠুর পরিবেশ, অসত্য অসুন্দর অন্যায় অপরাধ প্রবণতা কালো মেঘের মতই তাকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করছে। আর যে পাপে. অপরাধে মদে বুঁদ হয়ে ডুবে থাকে সেও কালো মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলোকের মতই প্রতিভা হতে চায়, লোভ লালসার কাঁটা ঘেরা তরুগুল্মের আড়ালেও সুন্দর ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত হতে চায়। এই নিয়েইতো আমাদের জীবন প্রতিমুহূর্তের সংঘাত সংঘর্ষ। আমরা যা করি তা সবটাই স্বভাব সুন্দর নয়, বিবেকের মহাশক্তি নিষিদ্ধ স্বভাবকে অতিক্রম করে আপন মহীময়ে জেগে উঠতে চায়. কিন্তু স্বভাব তাকে পরাভূত করে, নিষিদ্ধ পথে অন্যায় লোভ লালসার আকর্ষণে টেনে নিতে চায় এটাইতো আমাদের জীবনে আলো আঁধারের মত, ছায়াকায়ার মত

www.pathagar.com

ভাল ও মন্দের মত দ্বন্দ্ব, আর এ দ্বন্দ্ব নিয়েই জীবন। এ দ্বন্দ্বের জয় পরাজয়ই মনুষ্যত্বের বিকাশ না হয়ে অপমৃত্যু ঘটে। এই জন্যই এ দুনিয়ায় যারা পাপ করে তারাও পুণ্যের কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলেন। যে মাতলামি করে সেও আল্লাহর মসজিদে সেজদায় আসে, যে হত্যা করে সেও অকাতরে দান করে, যে লুট করে সেও দুঃস্থের সেবায় ও কল্যাণে হস্ত প্রসারিত করে।

তাহলে কি এটা আত্ম প্রবঞ্চনা নয়?

যা নেই তাই নিয়ে গর্ব করা আর যা করি তা গোপন করা এ দেশের সবারই কম বেশী স্বভাব, এ স্বভাবের প্রভাবকে কে দমন বা অতিক্রম করা যেমন সকলের সম্ভব নয় তেমনি সকলেই আদর্শবাদী সত্যনিষ্ঠ এ কথাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন আমাদের জীবনের গতিধারা সমাজ বা সামাজিক আচার আচরণ এমন হইল, অতীতে আমাদের চিন্তা ও চেতনা এমনতো ছিলনা অতীতে আমরা কি না করেছি, সত্যের জন্য, জাতির সমৃদ্ধীর কল্যানের জন্য, কি না করেছি। ইতিহাস কি মৃত না মিথ্যাময়ী? আবারও সেই প্রশ্ন? রেজা সাহেব একটু ভাবাবেগে, বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, সে সমাজ ও প্রাণ, সেই জাতি ও জীবনের জোয়ারের গান আজও আমরা শুনতে পাই—

সেই গঙ্গা পদ্মা মেঘনার বুক চিরে আজও সে গানের সুর ভেসে আসে। ১৭৫৭সালের ইতিহাস ও তার পিছনের দিনগুলি আজও আমাদের মনে মৃত অভিমান ও মর্মপীড়ার সাড়া যোগায়। ১৯৫৭ সালের একশত বৎসর পূর্বে ইংরেজ এদেশে বানিজ্যের ওছিলায় দিল্লীর শাহী দরবারে আরজি পেশ করিল—„জাহাপনা, আমরা আপনার এদেশে বানিজ্য করবো, আপনার প্রজা হয়ে বসবাস করবো। বাণিজ্যের হুকুম পাইল। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট কি সেদিন ভেবেছিলেন এরাই একদিন মুঘলের শাহী দরবারে নাঁচের আসর বসারে—দিল্লীর সিংহাসন উড়িয়ে দিয়ে উচুঁ করে কামান বসাবে? কিন্তু তারপর বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার এ পরিণতির জন্য দায়ী

www.pathagar.com

কে ? সিরাজের ঘরে বিদ্বেষের দাবানল, ঘোঁসেটি বেগমের ঘরে ষড়যন্ত্রের আসর, কলিকাতার দুর্গে নাচের নিমন্ত্রণ, এসবই কি স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির ফল ?।

জগতশেঠ উর্মিচাঁদ রায় দুর্লভ এরা কোন আদর্শের বিনিময়ে জাফর আলী খাঁকে নবাবীর স্বপ্নে মাতোয়ারা করে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধ বাধিয়েছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সকালে ২৯শে জুন ক্লাইভ মাত্র গুটিকয়েক সৈন্য নিয়ে পলাশী গ্রামে প্রবেশ করিল ও আস্তানা গাড়লো পলাশীর আম্রকাননে সিরাজের "শিকার বাড়িতে" যেখানে সিরাজ শিকার করতে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। লক্ষ আম্রবৃক্ষের সমাহারে প্রায় দেড় হাজার বিঘার উপর বাগান যাকে "লক্ষ বাগ" বলা হত সেইখানে। পরদিন প্রত্যুষে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হইল—সিরাজের সৈন্যের কাছে ক্লাইভের সৈন্য পরাজিত হবার মুহূর্তে বিশ্বসঘাতক মীরজাফর আবেদন জানালো "জাহাপনা', আজকের মত যুদ্ধ বন্ধ হোক। সৈন্যরা ক্লান্ত, প্রতিবাদ আসিল, গোলাম হোসেন প্রতিবাদ করিল। বিচলিত নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন। যুদ্ধ বন্ধ ঘোষনায় মোহনলাল বাধা মানলোনা —একটি গোলা এসে পোড়ল তার বক্ষে, মোহনলাল নিহত। ক্লাইভের চক্রান্তের শিকার নবাব। মীর জাফর ফরিয়াদ করিল "এটা মোহনলালের অবিমিশ্রতারই পরিণাম। তারপর হঠাৎ রাতের আঁধারে ক্লাইভ আবার আক্রমণ করিল—তখন নবাবের ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে মীরজাফর, রায় দুর্লভ ক্লাইভের শিবিরে দাঁড়িয়ে। নবাব পরাজিত হইলেন—পালাতে গিয়ে বন্দী হইলেন ভগবান গোলায়। তাঁকে মীর মদন হত্যা করিল-এটা কি বিশ্বাসঘাতকতার ফল নয় ? ইতিহাস এখানে কতটা নির্মম —আজও সেই দিনটি আসে আমাদের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে যায়। সময় যেন শ্বাস বন্ধ করে থম্‌কে দাঁড়ায়।

যুদ্ধে ক্লাইভ জয়ী হইল—নবাব যুদ্ধে হারলেন। জীবন দিয়ে

www.pathagar.com

এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। যুদ্ধের এক অধ্যায় শেষ হইলে আর এক অধ্যায় শুরু হইল—জগত শেঠ উমিচাঁদের দল রায় দুর্লভকে নবাব করার ফন্দি আঁটিলো, সুচতুর ক্লাইভ মুসলমান রাজ্য শেষ করে হিন্দু রাজ্য গড়ার স্বপ্নকে অনুমান করে জাফর আলীকে সিংহাসনে বসাইলো কারণ জাফর আলীর পিছনে যে মুসলিম শক্তি আর ফিরে আসবেনা নিশ্চিত কারণ সে বিশ্বাস ঘাতক অথচ রায় দুর্লভ নবাব হলে হিন্দু রাজ্যের নতুন স্বপ্ন মাথা চাঁড়া দিবে। শেষে জাফর আলী জেদ ধরিল বাংলার মসনদে স্বয়ং কর্ণেল ক্লাইভ হাত ধরে বসিয়ে না দিলে সে সিংহাসনে বসিবে না। সুচতুর ক্লাইভ হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসাইলো। দরবার—শেষ হলে নবাবের রাজকোষ উন্মুক্ত করা হইল। উমিচাঁদ বিষন্ন, ক্লাইভ তুষ্ট তার একার ভাগে পড়লো একুশ লাখ টাকা এ ছাড়া পুতুল নবাব জাফর আলী সমগ্র ২৪ পরগনার স্বত্ব ও মালিকানা ক্লাইভকে বখশিস্ দিল। কোম্পানীর কেরানী হতে ক্লাইভ এবার বড় জমিদার হয়ে বসিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ক্লাইভ ২৪ পরগনার জমিদারি হতে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আদায় করিত -- নতুন নবাব ক্লাইভকে "সাবাত জঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত করিল। মুর্শিদাবাদের খাজানচি খানা থেকে কোম্পানীর সাহেবেরা পেলেন ১৫ লাখ পাউণ্ড। যুদ্ধের খেসারা পেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৪ লাখ পাউণ্ড. আর কমিটির ছয়জন ভাগ্যবান সদস্য লাভ করিলেন ৯ লাখ পাউণ্ড। এ ছাড়া ক্লাইভ নিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড এবং ২০ হাজার পাউণ্ডের বার্ষিক আয়ের জমিদারী। মীর জাফর নন্দন নযমউদ্দৌলা পাইল এক লক্ষ উন চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। এ ছাড়া কুঠিয়াল সৈন্যরা যে কত লুট করে নিয়েছিল তার হিসাব জানা যায়নি। উমিচাঁদ বিষন্ন মনে বিড় বিড় করে, কারণ তার ভাগ্যে অর্থ তেমন পড়েনি- ক্লাইভ স্বয়ংই উমিচাঁদকে বললো,- "উমিচাঁদ অনেক অর্থই পেয়েছ নবাবের কম নুন খাওনি, এবার

www.pathagar.com

তীর্থে গিয়ে পুন্য অর্জন করো, প্রায়শ্চিত করো"। কিন্তু এ কটাক্ষ কার জন্য, সবার জন্য, গোটা জাতির জন্য নয় কি? মীর জাফর ক্লাইভকে অর্থ জোগান দিতে অসমর্থ হইল কারণ নবাবের কোষাগার তখন শূন্য। কিন্তু অর্থ যোগান দিতে না পারায় ক্লাইভ জাফর আলীকে হটিয়ে তার জামাতা মীর কাশেমকে মস্নদে বসাইলেন। ইংরেজের এইশাসনে ড্রেবা সাহেবকে হটিয়ে কোম্পানী ক্লাইভকে কলিকাতার গভর্ণর করিলেন। এ সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন পি. স্পীয়ার—সাহেব তার লিখিত "The Indian Nababs" গ্রন্থে

ক্লাইভের এই আক্রমণ প্রতিহত করার কি শক্তি নবাবের ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু ২৩ বৎসর বয়সের তরুণ নবাব মাত্র ১৪ মাস নবাবীকালে অভিজ্ঞতার অভাবেই প্রতারিত হইলেন। শুধু তারুণ্যের অভিশাপে—জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম এরকম হইল কেন? এর উত্তর মিলে ঐতিহাসিক হাণ্টার, হুইলার এ্রম প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মন্তব্য হতে। তারা বলছেন মাত্র ২ শত সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ প্রবেশ কালে রাজ পথে যে বিরাট জন-সমাবেশ হয়েছিল মুর্শিদাবাদের জন মানুষ শুধু ইষ্টক লাঠি দ্বারা এ ক্ষুদ্রকায় সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করতে পারিত কিন্তু সেদিন তারা তা করেনি, কেন করেনি সে কথাই এ আলোচনার বিষয়বস্তু। ক্লাইভ দেশ জয় করিলে লর্ড মেকেলে বলেছিলেন, তুমি দেশ জয় করেছ কিন্তু মানুষের মন জয় করেছ কি? যদি তা না পারো তাহলে রাজ্য হারা মুসলিম জাতি এ পরাজয় মেনে নিবে না। তাই বাংলার দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান এরা কোনমতে যদি সম্মিলিত হয় তবে পলাশীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে মাত্র কয়দিন সময় লাগবে। অতএব বাঙ্গলার মানুষকে ইংরেজ প্রীতি, ইংরেজের উপর আস্থা ভাজন করার প্রায়াস চালাতে হবে,—দেশে ইংরেজী শিক্ষার মোহ বিস্তার করতে হবে যাতে এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জীবন বোধ আত্মচেতনায় আবার ফিরে না আসে। অতএব Divide and Rule পলিসির আশ্রয় নিতে হবে। এর পরের ইতিহাসও তাই। মীর কাসেম বুঝতে পারিলেন বাংলা বণিকের কাছে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তিনি গোপনে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের স্মরণাপন্ন হইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্লাইভ সে সুযোগ না দিয়ে বকসারের যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করে আবার জাফর আলীকে মসনদে বসাইতে গেল কিন্তু ততক্ষণে আল্লাহের ন্যায় বিচার শুরু হয়ে গেছে। জাফর আলী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, ঘৃনিত অবহেলিত অগত্যা তার পুত্র নযফউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানো হলো কিন্তু অর্থ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাকে দিয়ে কোম্পানী দেশ শাসনের দায়ীত্ব নিজে রাখিল। তাহলে এসবই কি প্রবঞ্চনার পরিণাম নয়। দুনিয়ার বিচারে যারা শক্তিমান আল্লার বিচারে তারা নিগৃহীক তা নাহলে —জাফর আলী সকলের ঘৃনা কুড়িয়ে কুষ্ঠ ব্যাধিতে মৃত্যু বরণ করিল। মীর জাফর তনয় সিরাজ ও তার বংশের সকলকে হত্যাকারী মিরন হঠাৎ পথ চলতে বজ্রপাতে মারা গেল। দুর্লভ রায়, মীরজাফর ও মিরনের হাতে নিগৃহীত হয়ে অবহেলায় মৃত্যুবরণ করিল। নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়ে ইংরেজ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। মীর কাসেমের আদেশে মুঙ্গের দুর্গের উচ্চ শিখর হতে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো, বিশ্বাস-ঘাতক জগতশেঠ ও রাজা রায় দুর্লভকে। ওয়াট্স কোম্পানী হতে চাকুরীচ্যুত হয়ে দেশে ফিরে সে দুঃখেই মারা গেল। জাহাজ ডুবিতে মরল স্ক্রাটন, আর রবার্ট ক্লাইভ বিশ্ব বিবেকের কাছে ও স্বদেশে ঘৃনিত হয়ে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে বাঙ্গালা রায়ের কিছুকাল পরেই আত্মহত্যা করিল। পডমিরাল ওয়াটস পলাসী যুদ্ধের পরেই সেন্ট জর্জ চার্চ ইয়ার্ডে দেহ রাখলেন—তাহলে বলুন যেমন পাপ আছে তার পরিণামও নিশ্চিত আছে। তাই পলাশীতে বাংলাদেশ হারালো তার ঐতিহ্য -সংস্কৃতি প্রবাহমান জীবনধারার গতি। সিরাজ মাত্র ২৪ বৎসরে পেয়েছিলেন ক্লাইভের জগতশেঠ জাফর আলীর ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

পরিণাম ফল, কিন্তু আরও পেয়েছিলেন নিষ্ঠাবান ভৃত্য গোলাম হোসেনের অকৃত্রিম প্রভু ভক্তি, পেয়েছিলেন আলেয়ার জীবন দিয়ে নবাবের জীবন রক্ষার প্রেরণা, আরও পেয়েছিলেন লুৎফার প্রাণ ঢালা ভালবাসা অকৃত্রিম -যার জন্য লুৎফা সিরাজের মৃত্যুর পরেও ৩০ বৎসর কাল জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সিরাজের কবরে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে অঝোরে অশ্রু বর্ষণ করেছেন।

এরা সবাই প্রতারিত। আর দেশবাসী আমরা কি পেয়েছি তার জন্য একটু পিছনের ইতিহাসটা তুলে ধরতে চাই

গোটা বাংলা তথা ভারতের হিন্দু মুসলমানের দেশ, যাদের ভাষা, চিন্তা চালচলন এক হলেও ধর্ম বিশ্বাসে ভিন্ন। বাদশাহী আমলে হিন্দুরাও শাহী দরবারে পরম সমাদরে মুঘল বাদশাহের সাথে সম্মান কুড়িয়েছেন—ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে বিভিন্ন পদ মর্য্যাদায় সমাসিন থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। মুঘল শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের রাজ্য সভায় মানসিংহের শুধু মানই ছিলনা, ছিল সিংহের প্রভাব কিন্তু তবু তারা এ পরাজয়কে শুধু একটা হাত বদল পরিক্রমা বলে মেনে নিলেন কেন? কিন্তু মুসলমান সমাজ এ পরাধীনতাকে কোনমতেই স্বীকার করে নেননি। মুঘল বাদশাহের শেষ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর শান শওকত তখন অস্তমিত এটা অনুমান করেই মুসলিম সাধক সুধী আলেম সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন - আলেম সমাজ ইংরেজি ভাষা শিক্ষকেও হারাম বলে ঘোষণা দিলেন ফলে এ শিক্ষার উপর মুসলমানদের এলো অনিহা ঘৃনা অথচ হিন্দু সমাজ বিশেষ করে বর্ণ হিন্দু সমাজ যারা মুসলমানকে যবন ও তফশিলী হিন্দুদের ম্লেছ বলে ঘৃনা করতেন তারা এগিয়ে এলেন, নূতন শিক্ষা ও পরিবেশ ইংরেজ সমর্থক হয়ে প্রচার কার্য চালাতে লেগে গেলেন -বঙ্কিম চাটর্জ্জিকে ইংরেজ খুশী হয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী দিলেন। তার কলম মুসলিম

www.pathagar.com

বিদ্বেষে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলিল — ইংরেজের ডিভাইণ্ড এণ্ড কোম্পানীসরকার চাকুরী খেতাব জমিদারী দিয়ে হিন্দু সমাজকে টেনে তুলিলেন আর সেই সাথে শত বৎসরের বাদশাহ কত্তৃক প্রদত্ত নাখেরাজ সম্পত্তি দখল করে মুসলমানদের পথে বসাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস মুসলমান জমিদারদের সম্পত্তি গ্রাস করতে এগিয়ে এলেন কিন্তু প্রতিরোধের মুখে পারিলো না। অবশেষে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ লাখেরাজ সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব কোম্পানীর হস্তে তুলে নিলেন। ১৮১৯ সালে লর্ড হেষ্টিং যার শেষ সমাপ্তি করলেন ১৮২৮-এ লাখেরাজ সম্পত্তির মালিকানা বিলোপের মাধ্যমে। অবশ্য এক শ্রেণীর সমর্থন সহযোগীতাকে মূলধণ করেই ইংরেজ এসব ব্যবস্থা নিয়াছিল। লাখেরাজ সম্পত্তির অর্থে যেসব মুসলিম প্রতিষ্ঠান ছিল মাদরাসা মুসাফিরখানা, মসজিদ এসব বিরান হইয়া গেল। কোম্পানী এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে খরচ করিল প্রায় ৮ লাখ পাউণ্ড যার বিনিময়ে ৩ লাখ পাউণ্ডের স্থায়ী সম্পত্তি লাভ ঘটিল, অপরদিকে মুসলিম শক্তিকে খর্ব করা হইল। এই ভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে একটি স্বভাবজাত বিদ্বেষ ও স্নায়ু সংগ্রামের সূচনা করে ইংরেজ তার আসনকে শক্ত করতে চাইল প্রথম পাঁচ-শালা, তারপর দশ শালা বন্দোবস্ত করে। নূতন এক শ্রেণীকে রাজা জমিদার বানানো হইল এবং কোম্পানী একটি সার্কিট কমিটি নামে ভ্রাম্যমান দল গঠন করে উচ্চমূল্যে জমির দীর্ঘ চুক্তিতে জমি বণ্টন কাজ সমাধা করিল। একই নিয়মে আবার দশশালা বন্দোবস্ত আসিল এবং পরবর্ত্তিকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নীরিহ প্রজার কাছে পীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে খাজনা আদায় করে কোম্পানী ঘরে বসে রাজস্ব লাভ করিল। এইভাবে এক শ্রেণীর মানুষ হইল রাজা, মহারাজা ভাগ্যবান আর মুসলিম সমাজ দেওলিয়া হয়ে, হইল চাষী, মজুর, ক্রীতদাস।*

www.pathagar.com

এই নীতির ফলে মুসলমান অভিমত শ্রেণী দারিদ্রে পরিণত হইল-যার কারণে মুসলিম ফকির, আলেম সমাজ সংঘবদ্ধ হইল অবশেষে কোম্পানী বাধ্য হয়ে ১৮৫৯সালে ৮আইনে সাধারণ প্রজার স্বত্তাকাধীরী দান করতে বাধ্য হইল।

*Repont of the law comnission Bengal vol. 1 page 14.

"The muslim tenants was practically put at the merey of rack-renting land lords. It clevated the Hindu collector who up to that time had held but important posis to the position of land holders, they were allowed to accumulate wealth which would have gonc to the musalmans under their own rule" (The statement of Mr. Jemes o kinely,cs. Our Indian Musalman)

আগেই বলিয়াছি এর কারণ ১৭৫৭ সালের পর হইতে ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরূদ্ধে সময়ের ধারাবাহিকতায় আসিয়াছে ফকির বিদ্রোহ ১৭৬০ হতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ—সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর। এই বিদ্রোহ চলিয়াছে —কিছু হিন্দু সন্যাসী এর সাথে যোগদান করিয়াছে। কোম্পানী এই বিদ্রোহকে দস্যু বলে অবিহিত করলেও এর প্রধান মজনুশাহ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও নিপীড়িত প্রজাদের আশ্রয়। হিন্দু সন্যাসী, ভবাণী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর পরিচালিত সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ উত্তর বাংলার সে সময়ে অজেয় বাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রংপুরের সন্নিকটে এই বাহিনীর আক্রমনে একদল সিপাহী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ক্যাপটেন টমাসের মস্তক বিদ্রোহীদের তরষারিতে ভুলুণ্ঠিত হয়— এই যুদ্ধে মজনুশাহ নিহত হন কিন্তু তাঁর ভাইপো মুশাশাহ, পুত্র পরাগল শাহ, চেরাগ আলী শাহ বিদ্রোহীদের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দেন। সেদিন হিন্দু মুসলমানের একতা থাকলে ইংরেজকে দেশ হতে বিতাড়িত করা সহজ ছিল যেমন ১৭৫৭ সালের জুন মাসে মাত্র ২শত ক্লাইভ সেনার মুর্শিদাবাদ প্রবেশকালে হাজার জনতা প্রতিরোধ করলে পলাশীর কাহিনী অন্যভাবে লেখা পড়ত। এদেশ হতে কোম্পানী বিতাড়িত হতো চিরতরে কিন্তু তা হয়নি দেশের শত্রুর কারণেই।

এর পরেই আসে ২৪ পরগনার বসারত শহরের নারিকেল বাড়িয়া গ্রামের তিতুমীরের লড়াই। নীলকুঠি সাহেবের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তিতুমীর সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন, হাজার হাজার মানুষ তার পিছনে কাতারবন্দী হন। ইছামতি নদীর তীরে পূর্ণ গ্রামের জমিদার কৃষ্ণরায় মুসলিম বিদ্বেষীর চরম পরাকাষ্ঠ প্রদান করে দাড়ি রাখার অপরাধে মুসলমানদের মাথাপিছু আড়াই টাকা করে কর ধার্য করে। তিতুমীর জমিদারের স্থানীয় কাচারী বাড়ী ও নীলকুঠি পুড়িয়ে দেন। পুলিশ আক্রমণ চালালে দারোগাকে তারা নিহত করেন। ইংরেজ ও বর্ণ হিন্দুরা এটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেন কিন্তু তিতুমীর নির্বিচারে একজন মুসলমান জমিদারের বাড়ীও পুড়িয়ে দেন ফলে কোম্পানী বিরাট সৈন্য বাহিনী নারিকেল বাড়ীয়ায় সন্নিবেশ করে। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে লড়াই করে নিহত হন ১৮৩১ সালে। তিতুর প্রধান সহকারীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় কিন্তু তবুও বিপ্লব থামেনি। হাজী শরীয়তুল্লার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত বিপ্লবের মুল সূত্র ছিল সৈয়দ আহমদের প্রেরণা। শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তার পুত্র দুদুমিয়া চরম আন্দোলন গড়ে তুলেন। সৈয়দ আহমদের বিদ্রোহ ও বালাকোটের যুদ্ধ, এছাড়া পাটনায় শাহ এনায়েত আলী, বিলায়েত আলীর সংগঠন মুলকা, মিত্তায়ানা ও পঞ্চতরের ঘটনাবহুল পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে সাতান্নোর পর হতে মুসলিম সুফী ও আলেম সমাজ

www.pathagar.com

ইংরেজের আধিপত্যকে মেনে নিতে পারেন নি তাই প্রতিরোধের প্রবাহকাল একশত বৎসর ধরে চলেছে। এসব আন্দোলনকে ইংরেজ মুজাহিদ দস্যু তস্করের লুটতরাজ বলে সমকালীন কলকাতা হতে প্রকাশিত কাগজগুলোতে প্রচার করলেও এর গতি ছিল অব্যাহত। এর পরেই যে ভয়াবহ আন্দোলন ইংরেজকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে সেটা ওহাবি আন্দোলন। যার নেতৃত্ব দান করেন রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ বেরেল্‌ভী। ভারতে এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাটনায় এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করে, সৈয়দ আহমদ মক্কা গমন করেন এবং সেখান হতে এ আন্দোলন চালাতে থাকেন। মূলতঃ ফকীর বিদ্রোহ, ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন সবটার পিছনেই ছিল সৈয়দ আহমদের প্রেরণা ও উৎসাহ। এই আন্দোলন শুধু ধর্মভিত্তিক নয় এতে মুসলমানদের রাজনৈতিক মুক্তিই ছিল কাম্য তথা জাতির মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। (প্রবাসী পত্রিকা ১৩৫৬ অগ্রহায়ন পৃঃ ১৮৮)

এ আন্দোলনের সবাই ছিলেন মুজাহিদ। মওলানা রকিবউদ্দিন হতে শুরু করে ১৮ জন সংগ্রামী আলেম মুজাহিদ এর দায়িত্ব পালন করেন। শাহ ওয়ালীউল্লার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র শাহ আব্দুল আজিজ এর দায়িত্বে আসেন ও আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উনিশ শতকের ১ম ভাগে ঘোষনা করেন যে বিদেশীর শাসনাধীন হিন্দুস্থান অথে দারুল হরব, সেখানে জেহাদ করা, না হয় সে দেশ হতে হিজরত করা মুসলমানের কর্তব্য। এই শ্লোগানে মুসলমানদের মনে জাগরণের জোয়ার আসে, ও দেশকে দারুল আমানে পরিণত করার জন্য-গোটা ভারত হতে অর্থ সাহায্য আসতে থাকে। প্রচার ব্যপ্ত হয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রচারক বাংলার প্রতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। যার একটি দল রাজশাহীর হেতেম খাঁ মসজিদে (যেটা ছোট মসজিদ

www.pathagar.com

বলে প্রচারিত) সেখানে প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তুয়ারী ও জামিরা পীর সাহেব হতে প্রচুর অর্থ সমাগম হয়। মূলতঃ এই মসজিদই রাজশাহীর সর্ব প্রাচীন ও এককালে ওহাবী আন্দোলন ১৭৫৭ হতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ১৮৫৭ সালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু সমাজ আদৌ সাহায্য করেননি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠা শিখ ত্রিশক্তি সম্মিলন ঘটেছে। বালাকোটের যুদ্ধে শিখদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হন, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও অন্যতম সহকর্মী মওলানা ইসমাইল শহীদ। এদের প্রধান কার্যালয় ছিল পাটনায় যাকে খানকাহ বলা হইত। এর প্রচার কার্য পশ্চিম পূর্ব ভারত ছাড়া দ্রাবিড় মূলকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মুঘল বাদশাহের পতনকাল শুধু দিল্লীর দহলীতে সীমাবদ্ধ, অথচ শিখনেতা রনজিত সিং এর প্রভাব সমগ্র পাঞ্জাবকে গ্রাস করেনিয়েছিল ও মুসলমানদের উপর জুলুম শুরু করে দিয়েছিল। বাংলায় মারাঠা দস্যু বর্গী এসে সিরাজের হাতে পরাভূত হয়ে আবার শীর উচু করে দাঁড়াতে শিখেছিল। এই মূহুর্তে ওহাবী নেতা রনজিতের বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা করলেন। শিখদের কার্যলয় পেশওয়ার দখল করে নিলেন এবং বালাকোটে শিখদের রাজধানীর উপর আক্রমন চালালেন। শিখ নেতা রনজিত পেশওয়ার পতনের পর প্রমাদ গুনলেন, পেশওয়ারে মুসলিম ঘাঁটি নির্মূলে, মারাঠি শক্তির সাথে ইংরেজ ও মুসলিম বিদ্বেষী শ্রেণী এগিয়ে আসল— প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো, যাতে মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলানা শহীদ ইসমাইল হইলেন নিহত ১৮৩০ সালে। মুজাহিদ বাহিনী পশ্চাদ সরণ করতে বাধ্য হল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই মওলানা বেলায়েত আলী আজিমবাদী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী আন্দোলনের হাল ধরলেন।

www.pathagar.com

আন্দোলন আবার গতি ফিরে পেল কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এই বালাকোটের যুদ্ধ তৃতীয় পানি পথের যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আসল। কিন্তু এখানেও ইংরেজের ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসির মাধ্যমে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল যার পর ইংরেজ বাংলাদেশ ছেড়ে গোটা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তারে এগিয়ে চললো। কিন্তু এতগুলি বিদ্রোহ আন্দোলন একশত বৎসরের বিপ্লব, সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার মূলে কি কারণ ছিল, বা তখনকার হিন্দু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার আচরণ না জানলে প্রসঙ্গটার উল্লেখযোগ্য কারণ অবিদিত থেকে যায়। মারাঠা দস্যু বর্গীর হামলাকালে তৎকালীন সমাজপতি ধণকুষের জগতশেঠের ভূমিকা বা অন্য অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের উক্তি "মহারাষ্ট্র সৈন্যরা অর্থাৎ বর্গীরা যখন বাংলা আক্রমন করিল, বাংলার হিন্দুরা ইহা পাপিষ্ঠ যবনের বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী হিন্দু অভিযান রূপেই গ্রহণ করিলেন (মুর্শিদাবাদ কাহিনী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় —১৯৪৪ খৃঃ পৃষ্ঠা — ২৩)

মূলতঃ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ মুসলিম বিদ্রোহ বলেই ইংরেজ মনে করেছিল যার জন্য কোম্পানী সরকারের ঘোষিত নীতিই যথেষ্ট। তারা বলেন, "Mahamadanism must be crushed অর্থাৎ মুসলমানকে খতম করতেই হবে। ১৮৪৬ সালে Duke of Wellington লেখেছিলেন:

"*এই বিশ্বাসের প্রতি আমি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারিনা যে এই মুসলমান জাতিটা মূলগত ভাবেই আমাদের প্রতি বৈরী এবং আমাদের উচিত হিন্দুদের শান্ত রাখা ও স্বপক্ষে আনা"*।

এটা সত্য ১৮৫৭ সালে হিন্দু সমাজ ছিল নিষ্ক্রীয় যার জন্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহ দমন শেষে ইংরেজ বাংলা ছাড়া

www.pathagar.com

গোটা ভারতে রাজ্য বিস্তার ও বানিজ্য বিস্তারে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এ দেশের শিল্প সম্ভার ধ্বংস করে বিলাত হতে ম্যানচেষ্টার কলের মিহি কাপড়, টাই ও টুপী আমদানী করে বাংলাদেশকে নব রূপায়নে সাজাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালীরা প্রতিরোধ করেনি এক শ্রেণীর মানুষ অভিনন্দিত করেছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর শাসনামলে যে সব হিন্দু অর্থবলে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে, সরকারী খেতাব ও উপাধিতে ধন্য হয়েছিল তারাই আবার ইংরেজ প্রীতিতে আত্মভোলা হয়ে পড়ে। তখনকার বকশী, কানুনগো, সাহানা, চাকলাদার, শিকদার, তরফদার, তালুকদার, মুন্সী, লস্কর খাঁ, ইত্যাদি নামে যে সব হিন্দু পরিবার গৌরব বোধ করতেন তারাও ইংরেজকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন (History of Bengal vol II P. 404-10, 414-415 পাতায় উদ্ধৃত) * এ ছাড়া ১৭৫৭ সালের পূর্বে হিন্দুগন নবাবী আমলে জমিদারী লাভ করেন, বাঙ্গালীরাই সকল পদে নিযুক্ত হতো, ব্রাহ্মন, বৈদ্য, কায়স্থ শ্রেণীর হিন্দুগন উত্তমরূপে বহু উচ্চ পদে সমাসিন ছিল। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারের অধিকাংশই ছিল হিন্দু" (বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ পৃঃ ২২২-২৩ বলেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার)।

× × ×

কোম্পানী আমলে শুধু কলিকাতা পর্যন্ত যখন এর ব্যাপ্তি তখন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে যে রঙীন স্বপ্ন জেগেছিল তা ঘটনা প্রবাহে প্রমানিত হয় সত্য বলে।

অতএব ১৮৫৭ সালে ইতিহাস যে সেই চিন্তা চেতনার অববাহিকতার একই খাতেই বইবে তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

www.pathagar.com

ইংরেজের সমর্থন পুষ্ট তৎকালে নেটিভ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয় যার প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজা রাধাকান্তদেব। তাঁর ১৮৫৩ সালে কলিকাতা টাউন হলের বক্তৃতায় অংশ হতেই তৎকালীন হিন্দু মনোভাব প্রতিয়মান হয়। তিনি বলেন আমি আনন্দ বোধ করি যে ভারতের এই অংশের হিন্দুরা বৃটিশ রাজ্যের সবচাইতে অনুগত প্রজা"। এরই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় কলিকাতা হতে প্রকাশিত সংবাদপত্র "হরকরা" "সংবাদ ভাস্কর" "বিফমার" ও "ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া" ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার খবর হতে যাতে সিপাহী বিদ্রোহকে অবাঞ্ছিত বলে প্রকাশ করা হয়। এই মতবাদ এত প্রবল হয় যে ১৭৫৭ সালে সিরাজের পরাজয়ের পরে নবাব মীর কাশিম দেশকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে ইংরেজের সাথে বক্সারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও পরাজয় বরণ করেন। তৎকালীন মুসলমানদের দুরাবস্থা লক্ষ্য করে সার উইলিয়াম হাণ্টার দেখেছিলেন যে, "একদিন মুসলমান গরীব থাকবে এটা ছিল অসম্ভব কিন্তু আজ ১৯৫৭ এর পরে মুসলমানদের বিত্তবান হওয়াটা আরও অসম্ভব"।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারের মতে "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে হিন্দু জাতীয়তা ও জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে তার প্রকৃত রূপ ছিল হিন্দু ধর্মের পুণরুজ্জীবন, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, রামরাজ্য স্থাপন"।

মুসলিম সুফী ও আলেম সমাজ ইংরেজের প্রভাব আধিপত্য বিস্তার একক ভাবে জেহাদ করেছেন যদি সেদিন বাঙ্গলার সর্ব স্তরের মানুষ এই জেহাদে অংশ নিতেন তাহলে ভারতে বৃটিশ রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হতো না।

বিদ্রোহ ও আন্দোলনের শেষ সমাপ্তি ঘটে আম্বালার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এবং ইংরেজ পূর্ণ উদ্যমে ভারত উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায়

www.pathagar.com

এগিয়ে আসে ও সফল হয়। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকলেও তারা মুসলিম শক্তির বিপর্যয়কে অভিনন্দিত করেছিল ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায় হাণ্টার ও হুইলার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মন্তব্য হতে। এরপর কূটনৈতিক চালে ইংরেজ হায়দারাবাদ ও নিজাম দখল করে। টিপু সুলতান মারাঠাদের সহযোগে দেশকে ইংরেজের প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিচক্ষন ইংরেজ ১৭৯২ সালে নিজামের সহায়তায় টিপুর পরাজয় ও মহিশুরের পতন ঘটায়। তারপর ১৮০২ সালের মহারাষ্ট্রের মারাঠাগন বাধ্যতামূলক সন্ধিতে ইংরেজের বন্ধু রূপে পরিচিত হয়। বাকি শুধু সিন্ধু দেশের আমীরগন ও ইংরেজের বিশ্বস্ত শিখ সম্প্রদায়। এখানেও সেই ভেদনীতির অস্ত্রে বিহার উড়িষ্যার পরে দক্ষিণ ভারত, মধ্যভারতও স্বাধীনতা হারালো। এরপয় দিল্লী অভিযান। চতুর ইংরেজ দিল্লী অধিকার করে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে লাল কেল্লায় বন্দী করে তাকে সেখানে অবস্থানের অধিকার দিল।

এরপর ১৮৪৩ সালে সিন্ধুদেশ ও ১৮৫৯ সালে মুলতান ও শিখরাজ্য জয় করে একেবারে ইংরেজ ভারতের অধিনায়ক। আফগানিস্তানে ইংরেজ হাত বাড়ালো কিন্তু সংঘর্ষ অবধারিত যখন তখন ইংরেজ বিশাল ভারতের অধিপতি অবশেষে ১৮৯৩ সালে ডুরাণ্ড লাইন দ্বারা বৃটিশ ও আফগানিস্তানে সীমান্ত নির্ধারিত করা হলো।

তাই বলছিলাম সিরাজের স্বাধীনতা হারানোর পরে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম ও হিন্দু বিদ্বেষ বস্তি জ্বালিয়ে ইংরেজ এবার সত্যিই ভারতের ভাগ্য বিধাতা।

× × ×

দিল্লীর সম্রাট লাল কেল্লায় বন্দী, মেজর হাডসন রাস্তা হতে

www.pathagar.com

সম্রাটের তিন পুত্র ও এক পৌত্রকে প্রকাশ্যে হত্যা করে মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে। লাশগুলি কুকুরের খাদ্যের জন্য ফেলে দিয়ে সম্রাট পুত্রদের মস্তক চমৎকার রেকাবিতে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে বন্দী সম্রাটের সামনে এনে উপস্থিত করে বলেছিল, "জাহাপনা অনেক-দিন হুজুরকে কোন উপহার দেয়া হয়নি তাই আজ হুজুরের কাছে এই সামান্য কিছু উপহার" কি নির্মম পরিহাস"।

হতভাগ্য নবাব রেকাবিত পুত্র পৌত্রদের খণ্ডিত মস্তক দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দিল্লীর শেষ স্বাধীন মুঘল সম্রাট তৈমুর বংশের শেষ পুরুষ হতভাগ্য বাহাদুর শাহ জাফর আজ বণিকের ব্যবহারে অন্তর জ্বালায় শুধু দগ্ধই হলেন। এইতো ইংরেজ মানসিকতা। বাংলা হতে ভারত সমগ্র এলাকার ভাগ্যবিধাতা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল এদেশের মুসলমান ও হিন্দুর মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে। যে আগুনে গোটা জাতি জ্বলেছে এবং আজও তাদের জীবনে ফিরে আসেনি সামাজিক ও ধর্মীয় শক্তির বন্যা প্রবাহ। ফিরে আসেনি সম্প্রীতি সুন্দর সম্পর্ক।

এই বিদ্বেষ ও মূঢ় মানসিকতার দু'চারটা ঘটনা উল্লেখ করলেই এর সত্যতা উদঘাটিত হবে।

১৮৫৭ সালের ২২শে জুন সংবাদপত্র "ভাস্কর" পত্রিকায় ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী জয়ের উপর যে প্রবন্ধ প্রকাশ পায় তার ভাষ্য "*হে পাঠক সকলে উর্ধবাহু হয়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ধ্বনি করো, নৃত্য করো, ইংরেজ দিল্লী অধিকার করিয়াছে দিল্লীর বাহিরে মোটা করিয়া তোপ বসিয়েছে। আমাদের প্রধান সেনাপতি (ইংরেজ) ৪০ হাজার সৈন্য লয়ে দিল্লী প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের সৈন্যরা দিল্লীর প্রাচীরে চড়িয়া নৃত্য করিতেছে, শুনিয়াছি পরদিন দিল্লী দুর্গ দখল করিয়া লইবে, কি মঙ্গল সমাচার? পাঠক সকল জয়

www.pathagar.com

জয় বলিয়া নৃত্য করো, হিন্দু প্রজা সকল দেবালয়ে পুজা দাও। আমাদের রাজ্যেশ্বর শত্রু জয়ী হইলেন"। এটা হতেই প্রতিয়মান হয় – কি আবেগ ও উন্মাদনায় বৃটিশ রাজ্যের আগমনে তৎকালীন হিন্দু বর্ণ সমাজ ও নেটিভদের বিজয় উল্লাস। কি আবেগময় সম্বর্ধনা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, " কলিকাতার নব সম্প্রদায় যেটি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, সেদিন সে সম্প্রদায় শুধু চুপ করে থাকেনি সক্রিয়ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি অনুগত্য দেখিয়েছে" (বাংলার জাগরনে পৃঃ—৭৪)

× × ×

তৎকালে বর্ণ হিন্দু ও নেটিভ বাঙ্গালীদেরকেই ভদ্রলোক বলা হতো—কোন নিম্নশ্রেণী হিন্দু ছিল ম্লেচ্ছ — মুসলমান ছিল যবণ, তারা কোন ক্রমেই ভদ্রলোক নন। বঙ্কিম চাটার্জ্জির এই মতবাদ শত বৎসর পরেও ১৯৭১ সালে নয়াদিল্লী হতে প্রকাশিত (India Bangladesh today গ্রন্থে শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জ্জি এই কথারই পুনরোক্তি করে বলেছেন,* "No low caste Hindu, tribal or Musalmans or a number of some other denomination can never be regarded as Bengali; At least no musalman at any stage in the history of Bengal has ever claimed to be a Bangle. (India Bangladesh today p. 145 —147). বসন্ত বাবুর মতে ব্রাহ্মন বৈদ্য ও কায়স্থ নিয়েই বাংলার ভদ্রলোক সমাজ-নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের ভদ্রলোক বলে দাবী করার অধিকার নাই। বঙ্কিমবাবু " আনন্দমঠে'' লেখেছিলেন * "ধর্মপ্রাণ জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল এখন পাপ পর্যন্ত যায় এই নেড়েদের আর কি হিন্দুয়াণী থাকে ? এই নেড়ে অর্থে তিনি কাকে উদ্দেশ্য করেছেন

www.pathagar.com

না বললেও বর্ণ হিন্দু সমাজকে কুটুক্তি করেছেন নিঃসন্দেহে। বঙ্কিমের একশত বৎসর পরেও ঢাকাতে এসে আক্ষেপ করে লিখলেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ স্বদেশী সুসন্তান ভদ্রলোক বলে পরিচিত লোকগুলি গেল কোথায়? অবশ্যই পরক্ষনেই বলেছেন অবশ্যই মনে পড়ে মন্ত্রীসভা কক্ষে তিনি মিঃ ধরকে দেখে পুলকিত হয়েছেন। অতএব শত বৎসরের ব্যবধানেও দুই চ্যাট্টার্জ্জির মনোভাব ঐতিহাসিক চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত। -- (P—118)

রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুসলমানদের মনে করতেন হিন্দুদের দুর্গতির অপমানের কারণ, আর বৃটিশকে ভাবতেন বিধাতার আশীর্বাদ। পত্র পত্রিকায় মুসলমানগণ যবন নামে পরিচিত। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রকাশ্যে বলতেন, "ঈশ্বর তাকে স্বরাজ ও বৃটিশ শাসনের মধ্যে উত্তমটা বেছে নিতে বললে তিনি বিনা দ্বিধায় বৃটিশ শাসনকেই গ্রহন করতেন।

×(History of freedom movement Vol-II.P.P 150—151)

ডঃ বিনয় ঘোষ বলেছেন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান সিপাহী সেনার প্রতি হিন্দুদের ছিলনা কোন সহানুভূতি কারণ তারা মনে করতো সিপাহী বিদ্রোহ ছিল মুঘল শাসনকে পুনরুজ্জীবিত করার শেষ প্রয়াস।

১৯ শত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীর উন্মেষ ঘটে তারই ফলশ্রুতিতে বাংলায় "হিন্দু মেলা" ও পুনায় সার্বজনীন সভা স্বীকৃতি লাভ করে, এছাড়া মাদ্রাজে মহাজন সভা ও ১৮৮২ সালে স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত "গোরক্ষনী সমিতি" ইংরেজের সমর্থন পায়

www.pathagar.com

এছাড়া ১৮৯৬ সালে পশ্চিম ভারতে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসব উদ্বোধন করেন। এসবই হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ অনুপ্রাণিত পদক্ষেপ যেটা ইংরেজের অনভিপ্রেত হলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই সমর্থন করা হয়। শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিফলিত করতে সখারাম গণেশ দেউস্করের অনুরোধে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথও সেদিন যে কবিতা উপহার দিলেন তার ভাষা এসত্যই প্রমাণিত করে, তিনি লিখলেন " গিরিদরী তলে বর্ষার নিঝর যথা শৈল বিদরিয়া জাগে পরিপূর্ণ বলে / সেই মত বাহিরিলে বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে কাহার পতাকা, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা ? "ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন, দরিদ্রের বল এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে, এ মহাবচন করিব সম্বল"।

অথচ শিবাজীকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরা এমনকি উইলিয়াম হাণ্টার, হুইলার সাহেব পার্বত্য মুষিক বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার অধীনে বহু মারাঠী দস্যু দেশ দেশান্তরে লুটতারাজ করেছে বাংলাদেশে বর্গির হাঙ্গামা আলিবর্দি খাঁর আমলে এদেশে ত্রাস ও সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছিল এটা কারও অজানা নয় তবু এ উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তৎকালীন হিন্দু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়কেরা সময় ও সুযোগের অন্তরালে। বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র শিখ ও মারাঠীদের ইতিহাস ও লোকগাঁথাকে তার সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অথচ মুসলমানের জাতীয় জীবনভিত্তিক ইতিহাস ও লোকগাঁথা তার কাব্য ও সাহিত্যে দুর্লভ। বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের রবীন্দ্রনাথের উপর সহজাত একটা শ্রদ্ধাবোধ সেদিনও ছিল আজও আছে এবং এই কবিতা তার প্রতিভাকে সমুন্নত করতে পারেনি বলে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন। এটা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন বৃটিশ প্রীতি ছিল বর্ণ হিন্দুদের অনন্য চরিত্র যার রূপায়ন হয়েছে কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে। হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের বিকাশ, একতার উন্মেষ জাগাতে হলে মুসলিম বিদ্বেষকে অবলম্বন করে বঙ্কিম চ্যাট্টার্জি আনন্দ মঠে, বিষবৃক্ষে যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তা কালের প্রবাহ ধারাকে অম্লান করে বেঁচে আছে।

একটা দৃষ্টান্ত হতেই বঙ্কিম বাবুর মুসলিম বিদ্বেষের চরম মানসিকতা প্রকাশ পাবে তিনি (বঙ্গ দর্শনে ৪০১) পাতায় লেখেছিলেন," ঢাকাতে দু'চারদিন বাস করলেই তিনটি বস্তু দর্শকের নয়ন পথের পথিক হইবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দম অজেয়। ক্রিয়া বাড়ীতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান।

এর প্রতিক্রিয়া মুসলিম সমাজে এসেছিল অবধারিতভাবে যার জন্য " বঙ্কিম দুহিতা" ও সিরাজী সাহেবের 'অনল প্রবাহ" আত্মপ্রকাশ করে।

হিন্দু রামরাজ্য স্থাপনে বঙ্কিম বাবুর প্রেরণা ছিল অপরিসীম, যার জন্য তিনি সন্তান-সেনা নামে এক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে তাদের মুখে গান তুলে দিলেন "বন্দে মাতরম" যে গানের শ্লোগানে হিন্দু সমাজকে তিনি নবজাগরণে আহবান জানালেন।

বঙ্কিম বাবু আরও লিখেছেন "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিলনা। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী ইংরেজের হইয়া লড়িল। হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল কেননা হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলে কোন দ্বেষ নাই। আজও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত' ।একই নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষের জন্য দুঃখ ও ইংরেজের জয়গান তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে কারণ ইংরেজের মনতুষ্টী করাই

www.pathagar.com

ছিল তার মূখ্য উদ্দেশ্য। মুসলিম বিদ্বেষে তার সাহিত্য অলঙ্কৃত। (আনন্দমঠ-১০৬পৃষ্ঠা) অল্পকাল মধ্যেই ইংরেজের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো দেশের উচ্চপদে ইংরেজ সমাসীন হতে লাগলো। আসলো ১৯০৫ সালে "বঙ্গ ভঙ্গ" আন্দোলন বৃটিশের হিন্দু প্রীতির বিরুদ্ধে প্রথম উন্মেষ। বঙ্কিমের শান্তি সেনারা জেগে উঠলো ১৭৭২ সালে যে শান্তি সেনা ছিল মুসলিম নিধনে তৎপর ১৯০৫ সালে তারাই ইংরেজ নিধনে শ্লোগান তুললো।

প্রায় একশত বৎসর পরে বৃটিশের প্রতি হিন্দুদের ধ্যান ধারনার পরিবর্তন হতে শুরু। ১৮৭৬ সালে লরেন্স ভারত সচিবকে জানান যে, ভারতীয়দের উচ্চপদ সমূহ হতে বর্জন করা আমাদের আইন কর্তাদের পরিস্কার নীতি, কারণ এটা রাষ্ট্রিয় প্রশ্ন, ভারতে আমাদের মর্যাদা স্থান লাভ করেছে। আমরা ভারতকে পদানত রাখবো। কিন্তু বাঙ্গালীরা শিক্ষা গ্রহন করে সুযোগ নিচ্ছে। The Indian middle class : Their growth (P.348) এক্ষেত্রে বাঙ্গালী অর্থে বর্ণ হিন্দু শ্রেণী।

এপ্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রায় দশ বৎসর কাল ভারতে বসবাস করে উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করে, এদেশের হিন্দু মুসলিমের সাথে অ রঙ্গ ভাবে মেলামেশা করে, তাদের আচার আচরণ, রুচি অভিরুচি সম্পর্কে পরিচিত হয়ে আরব বিজ্ঞানী আল-বেরুনী হিন্দু মন ও মানসিকতার উপর যে মন্তব্য রেখেছেন, সেটা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যে সমস্ত বিদেশী এদেশে তাদের দলভুক্ত নন তাদের বিরুদ্ধে (হিন্দুদের) পূর্ণ বিদ্বেষ। বিদেশীকে তারা ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র বলে জ্ঞান ক র, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে, আন্তবিবাহ বা একত্রে ওঠা বসা করেনা। হিন্দু ধর্মের নিম্ন শ্রেণীর খাদ্য পানিয়গ্রহন করেনা কারণ তারা অপবিত্র হয়ে যাবে, যাদের আগুন

www.pathagar.com

পানির সম্পর্ক্যে আসাটাই তারা অপবিত্র মনে করে। তিনি আরও বলেছেন, তাদের জ্ঞান অন্যকে দান করতে তারা কৃপণ নিম্নবর্ণের জাতের নিকটেতো বটেই বিদেশীর নিকটও তারা মিশতে অনিচ্ছুক, তারা বিশ্বাস করেন তাদের দেশের মত দেশ, জাতির মত জাতি, রাজার মত রাজা আর ধর্মের মত ধর্ম আর নেই। তারা উদ্ধত মুর্খের মত গর্বিত আত্মভিমানী কিন্তু নিষ্ক্রিয়। *Al Berunis India, তাহ্রিকে হিন্দের অনুবাদ, Dr. Edward c. Sachau(সাচাও) Vol. I P. 22, 23, 26, 27)

এছাড়াও দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লেখেছেন *১৮৩৩ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল ? প্রশ্নের উত্তর হবে "না"। ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে দুটি জাতের মানুষ ছিল হন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা ছিল একই দেশের বাসিন্দা, তবুও ভাষা এক ব্যতিত অন্য সব বিষয়ে তারা ছিল ভিন্ন। ধর্মে শিক্ষায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ৬ শত বছর ধরে বাস করেছে যেন দুটি ভিন্ন পৃথিবীতে।

* R. c. Majumdar cn communce unity" এসম্পর্কে ঐতিহাসিক এম, এন রায়ের মন্তব্য, "ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সনাতনপন্থী হিন্দুদের সংখ্যায় অধিক। এদের কাছে সদবংশজাত আভিজাত্যশালী ও শিক্ষিত মুসলমানেরা ও ম্লেছ, অর্থে অসভ্য বর্বর সমতুল্য। এদের সাথে হিন্দু বর্ণ শ্রেণী বসবাস, আদান প্রদান কামনা করেনা। নিম্ন হিন্দু শ্রেণী তপশীলি সম্প্রদায় যে আচরণ পায়—মুসলমানেরা তার বেশী পায় না। প্রায় ৬ শত বৎসর ধরে এরা পাশাপাশি বাস করেও এদের আচার আচরণকে ঘৃণা করে এড়িয়ে চলে, এদের ভাষা এক হলেও ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি আলাদা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত মেলেনা। কোন সভ্য জাতি ভারতের হিন্দুদের মত স্পর্শকাতর নয়। ইসলাম সম্পর্ক্যে এরা অত্যন্ত

www.pathagar.com

উদাসীন এমনকি বোঝবারও চেষ্টা করেনা। ইসলামের অসাধারণ বৈপ্লবিক গুরুত্ব আর তার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য্য অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুরই অনুশীলনতো দূরের কথা সামান্যতম ধারনাও নেই

* (The Historical rule of Islam. P. 3—4)

তাহলে এটা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে হিন্দুদের এই মানসিকতা অতীতে কখনও ছিলনা এবং এটা বৃটিশদের কূটনৈতিক চালের এক অবিসম্বাদী পরিণাম। এটাকে অস্ত্র করেই বৃটিশ এদেশে দুইশত বৎসর ধরে উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কায়েম রেখেছে। Divide and rule সেকালের এই নীতি ভারতে স্বার্থক করেছে তাদেরশাসনকে হিন্দু মুসলমানের সংহতি সম্প্রীতি কোনভাবেই গড়ে না ওঠে সে বিষয়ে শুধু ক্লাইভ কর্ণওয়ালীশ হেষ্টিংসই নয় ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টবেটনের ভূমিকা একই।

পলাশীর পরাজয়ের পরেই ইংরেজদের অর্থলিপ্সা বেড়ে গিয়েছিল অতিমাত্রায় —শুধু নবাবী মীর কাশেমকে দিয়ে, নব নিযুক্ত রাজা জমিদার দ্বারা প্রজাকে নিপীড়ন ও শোষণ করেই তারা ক্ষান্ত হননি। ইণ্ডিয়ান নেটিভদের কাছে তাদের দাবী হয়ে উঠে চরম পর্য্যায়। জেমস রেণেল ১৭৬৪ সালে ২২ বৎসর বয়সে বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ডের চাকুরী নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন ৪০ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করে। ১৭৬০ সালে মীর কাশেম এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর একবার দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস নিলেন দিল্লীর সম্রাটের সহযোগিতায় কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ তাকে হটিয়ে আবার মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাতে গিয়ে দেখলেন মীর জাফর কঠিন কুষ্ঠরোগে ঘৃণিত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে,অগত্যা মীর জাফর পুত্র নযফউদ্দৌলার ডাক পোড়ল কিন্তু বাংলার অবস্থা তখন চরমে, প্রজা সাধারণ দুর্ভিক্ষের কবলে, ডাকাত দস্যু তস্করেরা লুটতরাজে ত্রাস সঞ্চার করে চলেছে, এ বাংলা তখন বিভিষীকার রাজ্য। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত পুতুল নবাব

www.pathagar.com

নযফউদ্দৌলা সম্বলহীন অতএব চললো অবারিত লুটতরাজ। সবাই জানি পলাশীর মূল বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী কিন্তু ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায়ের ভাষায়, "রায় দুর্লভ, উর্মি চাঁদ ও জগতশেঠদের কথায় নবাবী পাইয়াছেন আবার তাঁদের ইঙ্গিত ষড়যন্ত্রেরই নবাবী হারিয়েছেন অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনকুবের জগতশেঠই ছিল সমস্ত ষড়যন্ত্রের নায়ক (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪ পৃঃ ২০)

এ সময় দেশে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল, অভাব অনটন অত্যাচারে, লুটতরাজে প্রজারা ক্ষুব্ধ। হেষ্টিংস খাজনা আদায়ে চরম শক্তি নিয়োগে দেশকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিল। আসলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ ১৭৭০ সাল। ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছিলেন এমন অরাজকতা, বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহন, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধন অপহরণের পাশব চিত্র বাংলাদেশ ছাড়াঅন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি (Molcom, life of clive) অথচ তিনিই ছিলেন এর হোতা। ক্লাইভের ভাগ্য আহরণের পথ বেছে নিলেন লর্ড হেষ্টিংস, কাশীর চৈত সিংহের নিকট প্রথমে পাঁচ লক্ষ, পরে দুলক্ষ টাকা আদায় করেও পুণরায় ৫০ লক্ষ টাকার দাবী মেটাতে তার জমিদারীটা চলে যায় অন্য হাতে। হেষ্টিংস অযোধ্যার বেগমের কাছে প্রথমে ৩০ লক্ষ পরে পঁচিশ লক্ষ এবং শেষে বলপ্রয়োগে এক কোটি টাকা আত্মসাত করে দেশে কুখ্যাতি কুড়িয়ে ইমপিচমেন্টর এর সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যখন দেশের পরিস্থিতি তখন ১৮৮৫ সালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত হলো ভারতীয় কংগ্রেস। ইংরেজ প্রমাদ গুনলো ও উৎসাহ দিয়ে কংগ্রেসে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন ইংরেজ। এদিকে অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে টেনে তুলতে ও শেষ চিহ্ন মুছে যাবার কালে নেতৃত্ব নিলেন সার সৈয়দ আহমেদ। মুসলমান ইংরেজের সহযোগিতায় এবার

www.pathagar.com

ইংরেজ উল্লসিত; আসলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ইংরেজ সাড়া দিল. হিন্দুগণ প্রতিরোধ কোরল মুসলমান আশাবাদি। হিন্দুগণ সন্দিগ্ধ। মুসলিমের প্রতি লক্ষ্য করে ভারতীয় হিন্দু সমাজ কুপিত হলে ১৯০৬ সালে পালিত হলো শিবাজী উৎসব—হিন্দু মতবাদকে জোরদার করতে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জোরদার করতে স্বদেশী আন্দোলন আসলো মাথাতে সাদা টুপী, কণ্ঠে শ্লোগান "বন্দে মাতরণ" ধ্বনী। কিন্তু সুচতুর ইংরেজ আর হিন্দু সমাজকে এগুতে না দিবার ফন্দিতে নতুন চাল চালানো। কলিকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশন সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু উক্ত সভায় তরুণ জওহর লাল নেহরু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করতে গেলে পণ্ডিত মতিলাল তাকে নিজ আসনে বসার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এর প্রতিবাদ করলেন সিংহ পুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলী। এর পূর্বে অনুরূপভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে করাচীতে মওলানা হাসরত লোহানী ভারতেরপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে হিন্দু ডেলিগেটগণ ভারতের জন্য ডোমিয়ন ষ্টেটসের বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সময় গড়িয়ে গেল - ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দু বিদ্বেষ প্রবাহিত করে অন্যখাতে ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ আইন রোধ ঘোষণা করে হিন্দুদের তুষ্ট করার প্রয়াসে আবার ফন্দি আঁটলো। বঙ্গভঙ্গ রোহিত হলো ১৯১১ সালে। আবার বাংলা বিভক্ত করেই জন্ম নিলো ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ। ১৯৪৭ সালে শ্যামাপদ মুখার্জি দাবী করেছিলেন ভারত যদি অবিভক্ত থাকে তবুও বাংলাকে বিভক্ত করতেই হবে।

১৯১২ সালে দিল্লীর লাল কেল্লায় দেওয়ানই খাশে অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী উৎসব। বঙ্গভঙ্গ রোহিতের কালে সম্রাটকে স্বাগত জানানো হলো বিখ্যাত সঙ্গীত গেয়ে যার কথা ছিল, "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয়হে। ভারতের ভাগ্য বিধাতা।"

www.pathagar.com

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অথচ তারই লেখা ১৭৫৭ সালের উপর যে কবিতা তার কথা ছিল "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদন্তরূপে।"

১৭৫৭ সালের পরের রবীন্দ্রনাথ আর ১৯১২ সালের রবীন্দ্রনাথের এ পরিবর্তন অবশ্যই তৎকালীন বর্ণ হিন্দু সমাজের প্রবল চাপের ফল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাস বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন "বেঙ্গল প্যাক্টের" সম্পাদনার মাধ্যমে কিন্তু গান্ধিজীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি হতে পদত্যাগ করেন।

এগুলোর উপর বৃটিশ প্রভাব বলয় কিভাবে সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হয়েছে আমরা দেখেছি, এদেশে প্রেমের কত রূপ কাহিনী আজও রূপ কথার মত বেঁচে আছে! বঙ্কিমের সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষ, বসন্ত চ্যাট্টার্জ্জির উক্তিতে মুসলিম বিদ্বেষ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অপরদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন—"তোমরা কি একই দেশে বাস করোনা? মনে রেখো হিন্দু মুসলমান বলা হয় কেবল ধর্মীয় পার্থক্য হেতু অন্যথায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যারা এ দেশের বাসিন্দা তারা সবাই ভারতীয়।"।

(Eminent Musalman P. 32 আবদুল মওদুদ কর্তৃক অনুদিত পৃঃ ২৩০)।

মিঃ এম এন রায় মন্তব্য করেন, "নেহেরু ভারতীয় ফ্যাসিবাদের নেতা হিসেবে কাজ করেছেন, যেটা আর কারও মানাতো না। তিনি হচ্ছেন হিটলারের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ যিনি জাতীয় বা সমাজতন্ত্রী কোনটাই নন। মিঃ রায় আরও বলেন—কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, অতি প্রিয়, জার্মানী গ্যেটে বা বিথোভেনের জার্মানী নয়--

www.pathagar.com

বরং কাইজার ও হিটলারের জার্মানী।" হিটলার বলতেন—"I am the German people. চতুর্দশ লুই বলতেন—I am the state (আমিই রাষ্ট্র)। মুসোলিনী বলতেন--The duce is always right অর্থাৎ মুসোলিনী সব সময়েই ঠিক আর গান্ধিজী বলতেন—I am the Hindu mind অর্থাৎ আমিই হিন্দু মনের প্রতিভূ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সমস্ত আদর্শ ও নীতি হরণের, বর্ণ ও বৈষম্য সৃষ্টির প্রবাহমান গতিধারায় এদেশের মূল দুটি জাতি মুসলমান ও হিন্দু কোন সময়েই একাত্মা হয়ে বাস করতে পারেনি। একই গাছ বৃক্ষ তরুলতায় ঘেরা শ্যামল বাংলাদেশ দুটি জাতি যেন দুটি ভিন্ন পৃথিবীতে অবস্থান করেছে তাদের ধর্ম মতবাদ আদর্শ বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী শিক্ষা সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মন ও মানসিকতা হয়েছে বিপন্ন বিধ্বস্ত যার জন্য ধর্মীয় মতবাদের পাশেই জন্ম নিয়েছে বিদেশী কালচার। হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের কর্মকাণ্ডে পরগাছার জন্ম নিয়েছে বলেই আজকের আমাদের সমাজ জীবনে এত অবঞ্চিত ঘটনা অলীক বিশ্বাস অশুভ আচরণ মাথা চাড়া দিয়েছে। আমরা ধর্মকে বিশ্বাস করি শুধু আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরকে ডাকি দুঃখ যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সেই জন্য আমাদের সমাজ জীবন অর্থবহ নয়। আমরা নিজ বিবেকের কাছে প্রতারিত।

* * * * *

এটা অবাঞ্ছিত হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এসেছিল বৃটিশের সৌজন্যে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কালে সকল হিন্দু সম্প্রদায় --আন্দোলন করেছিল, বঙ্কিম বাবুর সন্তান সেনা দল বন্দে মাতরম শ্লোগানে সোচ্চার হয়েছিল - স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাঁড়া দিয়েছিল কিন্তু দিল্লীর অভিষেক দরবারে বঙ্গভঙ্গ রোহিত ঘোষণায় আবার তারাই বৃটিশের জয়গানে উল্লসিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে আবার দুর্যোগ দেখা দিল Govt of India Act এর ঘোষণায়।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু ভূমধ্যাকারী সম্প্রদায় হতে সম্পদ চলে গেল মুসলিম পরিবারের হাতে। হাতবদল হলো— ১৯৩৭ সালে গঠিত হলো ফজলুল হক মন্ত্রীসভা যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রথম পদচারণা শুরু। ১৮৭২ সালের হিন্দু ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সকল স্বপ্নের সমাধি হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নিরোদ চৌধুরীর উক্তি *হিন্দু বাঙ্গালীদের সেই একটি শ্রেণী যারা লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন করেছিল ১৯০৫ সালে তারা নিজেরাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দ্বিতীয় বার বিভক্ত কোরল ।

*An actobiography of an ur-known Indian.

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের কিছু পূর্বের কাহিনী স্বভাবতই এসে পড়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষার প্রচলন মাধ্যমে এ দেশের জনমানবের মন হতে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও চেতনাবোধের অবক্ষয় ঘটাতে হবে বলে বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন। হিন্দুরা শিক্ষায় এগিয়ে গেল আর মুসলমানদের একক আন্দোলনে সুফী ও আলেম সমাজ ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্নহেতু ইংরেজী শিক্ষাকে বর্জন করার নির্দেশ দিলেন। ফলে একশত বছরের-কাল পরিক্রমায় মুসলমানগন সরকারী চাকুরী কিংবা উচ্চ মর্যদা হতে উপেক্ষিত হলো। স্যার সৈয়দ আহাম্মদ এগিয়ে আসলেন এই অবহেলিত অবস্থা থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য তিনি শিক্ষা গ্রহনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের শিক্ষার গতিপথ নির্দেশ করলেন। তখন কিছু কিছু মুসলমান শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী হলেও শত বছরের অবক্ষয়কে রোধ করে গতি তরান্বিত করা সম্ভবপর হয়নি। এরপর সৈয়দ আহাম্মদ ও শহীদ ইসমাইল বালাকোটে রণজিত সিংহের সাথে যুদ্ধে নিহত হলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যারপর

www.pathagar.com

মুসলমানের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা ও নেতৃত্বের শুন্যতা দেখা দিল।

× × × ×

১৮৭৬ সালে বেনারসে হিন্দুদের এক সম্মিলনীতে উর্দু ভাষা বিলোপ করে হিন্দী ও দেবনাগরী ভাষা প্রবর্তনের দাবী উত্থাপিত হয় যা' সৈয়দ আহাম্মদের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেলেও আবার যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা এ আন্দোলন জোরদার করে Royal commission of education এর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার এণ্টনী উর্দ্দু বর্জন আন্দোলন সমর্থন করেন এবং সরকারী দপ্তরে উর্দ্দুর পরিবর্তে হিন্দী ও দেব নাগরী ভাষা প্রবর্তনের ঘোষণা দেন।

মুসলমানগণ এবার চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। সৎ ও সত্যনিষ্ঠ আন্দোলনে নেতৃত্বের অভাব হয়না বলেই নবাব মহসিন উল মূল্ক এগিয়ে আসলেন ঘোষণা প্রতিরোধ করতে। তিনি গভর্ণরের নির্দেশের প্রতিবাদ করলেন এবং দেশব্যাপী আন্দোলন আবার মাথা চাঁড়া দিল। হায়দ্রাবাদ হতে বহু সংস্কারমনা প্রতিষ্ঠান সাহায্যে এগিয়ে আসলো, এগিয়ে এলেন নবাব ভিখারুল মূল্ক। ১৯০০ সালের ১৮ই আগষ্ট লক্ষ্ণৌতে উর্দ্দু রক্ষা কমিটি গঠিত হলো—সেই সভায় নবাব মহসিন উল মূলক তেজোদৃপ্ত ভাষণে বললেন. * মুসলমানদের হাতে কলমের শক্তি নাই, সরকারী দপ্তরে তাদের প্রভাব নাই সত্য, কিন্তু মুসলমানেরা এখনও তরবারি ধরতে ভুলে যায়নি। ১৭৫৭ সালের পরে এটাই মুসলমান সম্প্রদায় হতে প্রথম বলিষ্ঠ ঘোষণা। ১৮৮৫ সালে হিন্দু মধ্যবিত্তের নিয়ে গঠিত হয় ভারতীয় কংগ্রেস। যার অধিবেশন করাচিতে, দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবার সমর্থন সেদিন কংগ্রেস করেনি, চেয়েছিল ডোমিনিয়ন ষ্টেটস।

www.pathagar.com

১৮৮৩ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিলের উপর আলোচনায় সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব বলেছিলেন যে, "এদেশে এত জাতি, এত ধর্ম, এত সম্প্রদায়ের বাস যে একের সাথে অন্যের মিল, একটা সংহতি খুজে পাওয়া মুশকিল। এখানে যে জাতি সংখ্যা গুরু সে সংখ্যা লঘুর অধিকার বিলুপ্ত করিবে এটা নিশ্চিত সত্য"।

১৯০০ সালের ১লা এপ্রিল উর্দু ভাষা রোহিত ঘোষণার পর, নবাব মহসিন উল মুলক, ভিখারুল মূলক প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর এণ্টনীর কাছে ডেপুটেশন চেয়েও ব্যর্থ হলেন, এমনকি লর্ড এণ্টনী আলীগড় কলেজে সরকারী সাহায্য ও বন্ধ করে দিবেন বলে হুমকি দিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে মুসলমানদের একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন নবাব মহসিন ও ভিখারুল মুলক।

দিশেহারা, নেতৃত্ব হারা, মুসলিম জাতি তখন ইংরেজের করুণার ভিখারী অবশেষে নবাবদ্বয় বড়লাট লর্ড মিন্টোর স্মরণাপন্ন হলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ আর্চবোল্ড বড়লাটের একান্ত সচিবের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে। অবশেষে বড়লাট মুসলিম ডেপুটেশন স্বীকৃতি দিলেন। তদমুলে—আলীগড়ে কমিটি গঠিত হলো। সর্বভারতীয় মুসলমানদের অকুণ্ঠ সহযোগীতা আসলো ও সাদা কাগজে একটা স্মারকলিপি বড় লাটের কাছে পেশ করা হলো যাতে ভারতীয় ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার ১ শত ৮৩ জনের স্বাক্ষর স্মারকপত্র সহ বড়লাটের সচিবের কাছে প্রেরিত হলো। ইতিমধ্যে চীনে অবস্থানরত মাননীয় আগা মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনিও ছুটে আসেন ও দলের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। সিমলায় বড়লাটের উদ্যানে, ডেলিগেটগণ যোগদান করেন ও ব্যক্তিগতভাবে বড়লাট তাদের অভিযোগ শুনেন। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিও

www.pathagar.com

সেখানে উঠলো। বড়লাট মিন্টো সহানুভূতির সাথে ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের পাশে মুসলমানদের একটা সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন। বলা বাহুল্য এই ডেলিগেটদের বক্তব্য ছিল কোন হিন্দু বা শ্রেণীর বিরুদ্দে নয়, নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনে। বিলাতে এই ডেপুটেশনের গুরুত্ব রাজনৈতিক মহলে প্রভাব সৃষ্টি করে, সেখানে পত্র পত্রিকায় মুসলিম শক্তি, সংগঠন ছাড়াও মুসলমান জাতি হিসাবে তাদেয় সহযোগিতা বৃটিশের একান্ত কাম্য বলে নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। ডেপুটেশনের প্রথম পদক্ষেপ উৎসাহমূলক এবং এটাকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিমলা ডেপুটেশন নামে অবহিত করা হয়। কারণ এই ডেপুটেশনের মাধ্যমেই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের ও রাজনৈতিক জীবনের স্বীকৃতি দান করা হয় বস্তুত ১৭৫৭ সালের পরে এটাই প্রথম মুসলমানদের দাবীর স্বীকৃতি বলা যেতে পারে।

এর পরেই উর্দু ভাষা রোহিত বন্ধ হইল। ঢাকায় নবাব ভিখারুলমুলক নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স ডাকলেন। এই কনফারেন্সে বিপুল সাড়া জেগেছিল যাতে বাংলা ও ভারতের মুসলমান অনূন্য ৩০০০ ডেলিগেট যোগদান করেন। ঢাকার নবাব সছিমুল্লাহ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীতার কথা উত্থাপন করলে বিপুল সমর্থন পেলেন এবং তারই উপর একটি পরিকল্পনা উপস্থাপনের ভার দেয়া হলো। তিনি ১৯০৬ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সম্মিলনীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। সর্ব ভারতের মুসলমানের সমাদৃত এই মুসলিম লীগই জাতিকে বাঁচবার শক্তি ও ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছিল বলেই ১৮৮৫ সালের কংগ্রেসের সাথে ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ মোকাবেলা করে ভারত ও পাকিস্তানের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই/১৫ই আগষ্ট তারিখে। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে সেদিন সার সৈয়দ আহমেদ্ নবাব মহসিন উল

www.pathagar.com

মূলক, ভিখারুল মূলক মহামান্য আগাখান, নবাব সলিমুল্লাহ ইত্যাদি জননেতারা এগিয়ে না এলে বা পাশাপাশি কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের জন্ম না হলে এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা রূপরেখা কি হতো তা বলা মুশকিল।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ভূমিকা শক্তিশালী হলে স্বাধীনতার দাবী জোরদার হলো। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. ক্লিমেন্ট এটলী ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে গণ-পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের জুনের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিলেন। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গণপরিষদের প্রতিনিধিত্বের দাবীর বিরুদ্ধে মারমুখী হিন্দু ও শিখরা আবার দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা নিল যার পরিণামে ক্ষমতা হস্তান্তর তরান্বিত করতে দিল্লীতে এলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

এর পরেও দেশ বিভাগ পর্যায়ে উপমহাদেশে ভারত পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথকীকরণ, সীমানা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমে সমাধান করতে সীমানা কমিশন উভয়পক্ষে চারজন সদস্য ও সার র‍্যাডক্লিফকে সভাপতি করে দেশ বিভাগ কার্য সম্পন্ন হলো। এই সীমানা বন্টনই র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড নামে অবিহিত। ১৯শে জুন মুসলিম লীগ করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৩ই জুলাই সিনেট গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দেয়—যার ফল ছিল পাকিস্তানের পক্ষে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৪ ভোট আর ভারত পক্ষে প্রদত্ত হয় ২৮৭৪ ভোট মাত্র।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ যার প্রথম গভর্ণর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা, যার প্রথম গভর্ণর হলেন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পলাশীর পরাজয়ের ১৯০ বছর পরে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এমনি করেই আসলো। এমনি করেই ভারত উপ মহাদেশটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম নিল।

www.pathagar.com

কিন্তু এর পরেও কি এদেশের আন্দোলন থেমেছিল. উত্তর যা পাই তাতে সংগ্রামের শেষ তখনও হয়নি. এসেছে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষার রক্ত প্রবাহ এসেছে বায়ান্নোর ইতিহাসের পরিণামে এসেছে মুসলিম লীগের বিপর্য্যয় ১৯৫৪ সালে ভোটের মাধ্যমে। তারপর আবার সময়ের ধারাবাহিকতায় এসেছে ৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, এসেছে ৬৬ সালের ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন। তারপর ১৯৬৮ হতে ৬৯ সাল গণ অভ্যুত্থানের সূচনা, পাঞ্জাবীর প্রাধান্য, বাঙ্গলা দেশের দাবী উপেক্ষিত হয়ে এসেছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের শেখ মজিবরের ঘটনা।

এরপরেই একাত্তরের গণ-হত্যায় অভিযান পাঞ্জাবী বর্বর সেনার হাতে বাঙ্গালী মুসলমানের ও হিন্দুর নিধন যজ্ঞ। সংগ্রামী সেনা মুক্তি বাহিনী ও বাঙ্গালী মুসলমান হিন্দুদের জীবনের উপর চরম লাঞ্ছনার পরে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণে বাংলা-দেশের আকাশের ঘন অমানিশা কাটিয়ে নতুন লাল সূর্য্যের উদয়। যে সূর্য্য একদিন ষড়যন্ত্র ও পাপের পরিণামে পলাশীর লক্ষভাগে অস্ত-মিত হয়েছিল সেই রঙীন সূর্য্য উদিত হলো একশত নব্বই বৎসর পরে।

* * * * *

ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম সংহতি শক্তির অভাবে, মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিপর্য্যয়ে, বৈরী ও বিদ্বেশ মনোভাবের জন্যই কুটনৈতিক চালের বিনিময়ে ইংরেজ এদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল কিন্তু যেদিন বর্ণ হিন্দু সমাজ বুঝলেন তারাও প্রতারিত তারাও বৃটিশ বেনিয়ার কাছে মুক্ত মনের উদার চিত্তের অভাব লক্ষ্য করেছে সেদিনই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কিন্তু এই দুইশত বছরের গোলামীতে দুইটি জাতিই হয়েছে সর্বহারা, বিত্তহারা, তাদের ধর্মীয় সামাজিক জীবনে এসেছে অবক্ষয়ের গ্লানি বঞ্চিতের ইতিহাস।

www.pathagar.com

আবার প্রশ্ন করেন ইয়াজদানী ভাই এদেশতো এমন ছিলনা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাতৃত্বের, মমত্ববোধের অভাব আগেও ছিলনা তবে—?

এ প্রশ্নের একই উত্তর এটা এদেশের কারও প্রয়োজনে ছিলনা বলেই এককালে এদেশের দুটি জাতি অভিন্ন হৃদয়ে এক আত্ম হয়ে বাস করেছে কিন্তু যাদের প্রয়োজনে এই বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ ও ভিন্ন মতবাদের ও চরিত্র হরণের প্রয়োজন ছিল সেটা তারা পুরোপুরি স্বার্থকভাবেই করেছে বলে এই দুটি জাতি দুশত বছর ধরে পাশাপাশি থেকেও পাশ কাটিয়ে বাস করেছে দুটি ভিন্ন অঙ্গনে অথচ সেই সুদূর খৃষ্টীয় চারশত শতকের গোড়া হতে ১১শত শতকের শেষ পর্য্যন্ত পুণ্ড্র, পাল ও সেন রাজাদের আমলে এ ভূ খণ্ডের নাম ছিল বংগ। গঙ্গা ভাগিরথী নদীর পশ্চিম পারের ভূ-খণ্ডের পশ্চিম বংগ বা তৎকালিন নাম ছিল অংগ। এটা ছিল পাটুলী পুত্রের এলাকাধীন। বর্তমানের উড়িষ্যাসহ তখন এ অংশকে বলা হতো উৎকল। সে প্রাচীনকাল হতে ইংরেজ আমল ১৭৫৭ সাল পর্য্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও কৃষ্টি কেন্দ্র ছিল মহাস্থান গড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, রামপাল, বিক্রমপুর, গৌড়, লাখনৌতী, সোনারগাঁ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এগুলি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মুসলিম ও ইংরেজ আমলে কলিংগ অংগ, বংগ, পুণ্ড্র ও রাঢ় ও উৎকল মিলে একটা যুক্ত দেশ গড়ে উঠে পাঠান আমলে। বাংলাদেশ প্রাচীন ছয়শত বছর পেরিয়ে ও মুসলিম আমলের ২৫০ শত বছর হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধের ছিল এক সম্মিলিত জাতি। তুর্কী, আরব, পাঠান শাসন আমলের কালে সুলতান আলাউদ্দীন হাশেম খাঁ ও তার উত্তরাধিকারীদের প্রায় শত বছরের আমলটা ব্যবসা বানিজ্যে শিল্প সম্ভারে ও সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলা চলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল জাভা, পূর্বে মালয়, সুমাত্রা, শ্যাম চীন পশ্চিমে ইস্তাম্বুল, গ্রীস, রোম, আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত।

www.pathagar.com

নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ন মহাভারত সংস্কৃত হতে বাংলায় অনুদিত হয়। নবাবের অর্থ সাহায্যে ও মুসলিম লেখকের মাধ্যমে। হলধর মিশ্র, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, গুলরাজ খাঁ, দ্রুবানন্দ মিশ্র, কবি কংকন প্রভৃতির রচনা গ্রন্থ মনসা মঙ্গল, অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি প্রখ্যাত প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ যা মুসলমান সুলতানদের সহযোগিতার ফল এটাকে অস্বীকার করতে পারে। শ্রী গৌরাঙ্গের সিলেট হতে নদীয়ায় শ্রী চৈতন্য নামে আবির্ভাব ঘটে তখন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তি ছিল প্রগাঢ় প্রস্তর প্রমান এবং মুসলিম সাহিত্যিক ছিলেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুবাদক। শ্রী চৈতন্য দেবের দুই প্রখ্যাত শিষ্য জগাই ও মাধাই সুলতান হাসেম শাহের উজীর ছিলেন। তারা ছিলেন ফারশীতে পণ্ডিত, পোষাকে পরিবেশে নবাবের দরবারি। সেকালে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামায় দুইটি জাতি অভিন্ন ও একাত্মা হয়ে লড়েছে, আলেম পণ্ডিত, সাধু সুফী সাধকের আধ্যাতিক সহযোগিতা ছিল অতি উন্নত। হিন্দুদের বৈষ্ণব বাদ, ইসলামের সাম্যবাদ, ভাতৃত্ববাদ একই খাতে প্রবাহিত ছিল। হিন্দুদের মুসলিম পীর দরবেশের প্রতি যেমন ছিল প্রগাঢ় ভক্তি তেমনি মুসলমানেরা ও সাধু সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করতো। হিন্দুদের সত্য নারায়ন মুসলমানদের সত্যপীর, না মুসলমানদের সত্যপীর হিন্দুদের সত্যনারায়ন এটা নিয়ে কোন মতবিরোধ ছিল না যদিও মতানন্তরে বলা যায় একই ব্যক্তি।

এককথায় একেশ্বরবাদের সাথে বর্ণাশ্রম ধর্মও ছিল, অথচ চৈতন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয়েছিল। একেশ্বরবাদের প্রবাদে হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় চিন্তায় অতি নৈকট্যে বাস করতো এটা চরম সত্য। বৈষ্ণববাদের "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" কথাটা ইসলামের আশরাফুল মুখলুকাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে

www.pathagar.com

একথা কে অস্বীকার করতে পারেন ?

মনের বিকাশ হতেই কালচারের জন্ম-মস্তিস্কের বিকাশ হতে সিভিলাইজেশন, এই সিভিলাইজেশন কালচারের উপর নির্ভরশীল, তাই এই কালচার কোন ভৌগলিক সীমারেখার আবর্তে বদ্ধ থাকেনা। সাহিত্য সংস্কৃতি মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার ফল যার জন্য দেশ ভাগ হলেও, ভৌগলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে উভয় অংশের বাঙালা ভাষাভাষি মানুষের মনে একই সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। দেশ ভাগ হলেও বাঙ্গালী জাতির মন ও মানসিকতায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ভাগ হয়নি।

" আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা" ভারতীয় জাতীর গীত। তাই বলছিলাম আজ উভয় দেশেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় তেমনি ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে ভাষা ও বর্ণের ব্যবধানকে অতিক্রম করে আজও সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিলটন, বায়রণ, গ্যেটে, জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার, পুশকিন শেলী, কিট্স, শাতোরিয়া, লামারতিন, কবি হাফিজ, ফেরদৌস, ওমর খৈয়াম, রুমী সারা বিশ্ব বিবেকের কাছে সাহিত্যের অমর অবদান রেখে গিয়েছেন।

তাই মুসলমানকে সর্বহারা নিঃস্ব করার প্রয়োজনে কলমের খোঁচায় বৃটিশ শাসকেরা রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তন করে মুসলমানদের সরাসরি অফিস আদালত হতে বের করে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করেছিল, শিক্ষানীতিকে পরিবর্তন করে একটা ইতিহাস সমৃদ্ধ উন্নত জাতিকে নিরক্ষর মূঢ় ও নিঃস্ব জাতিতে পরিণত করেছিল।

আমরা জানি আমাদের ঐতিহ্যকে ভুলুণ্ঠিত করে কেমন করে বিদেশী চাল-চলন, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, পোষাক পরিবেশ আর্ট সাহিত্যে শিল্প বানিজ্যে পরবে উৎসবে তারা একটা জাতির

www.pathagar.com

অস্তিত্বকে হরণ করেছিল। এমনি করে কাল পরিক্রমায় আমাদের কালচারের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিলো।

আটশতক হতে আঠারো শতক প্রায় একহাজার বছর পারস্য সভ্যতায় যে সঙ্গীতের প্রবাহ অনুপ্রবেশ করেছিল আজও সে প্রবাহ নিভে যায় নাই।

আরবের আল কাতিব, আলকিদি পারস্যের আল ফারাযী, এবনে সিনা আবুল ফয়েজ ইসাহাক, আবুল ফারায ইস্পাহানী, সুফী সাধক ইমাম গাজ্জালী স্পেনের আল খলিল ইবনে কিরমান, ভারতের আমির খসরু ওমিয়া তানসেনের নাম আজও সঙ্গীত জগতে অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

সুফী সাধক মঈনউদ্দীন চিশতী, নিজামউদ্দীন আওলীয়া প্রভৃতি সুর শিল্পের সাধক ছিলেন। নিজাম উদ্দীন ইবাদতের সময় গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়তেন। সেলিম চিশতি, চিশতিয়া তরিকার গানের প্রবর্তক ছিলেন। বাদশাহী আমলের শত বছর পরেও ভারতীয় সঙ্গীতে মুসলিম প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় হিন্দু সঙ্গীত বিশারদ বিষ্ণু নারায়ন রচিত "ভাতখণ্ডে", যেখানে তিনি সঙ্গীতে মুসলিম প্রভাবকে স্বীকার করিয়াছেন।

ষোল শতকের লেখা দৌলত উজীর, রায়হান খার লায়লী মজনু সতের শতকের আলাওলের "রাগনামা" ও "রাগমালা" আয়েন উদ্দিনের "তালনামা" দানেশ কাজির "সৃষ্টি পত্তন" আলিরায়ার "ধ্যান মালা" জীবন আলী "রাগতালের পুঁথি" ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ হতেই মুসলিম সঙ্গীত ও রাগ রাগিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের চম্পা গাজীর গানের বই একটি অনবদ্য সঙ্গীতের স্বীকৃতি। চাঁটগায়ের পটিয়া থানার অধিবাসী চম্পা গাজী সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ছিলেন।

ইংরেজ আমলে এইসব সংস্কৃতি সঙ্গীতের অবলুপ্তি ঘটে। এছাড়া ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও

www.pathagar.com

প্রভাবের উপর যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় তাতেই এসব সঙ্গীত ও চিত্তবিনোদনের প্রভাব লোপ পায় —অপমৃত্যু ঘটে।

আগেই বলেছি বণিক রাজের আমলে আমরা শুধু স্বাধীনতা হারাইনি, হারিয়েছি আমাদের কৃষ্টি কালচার ঐতিহ্য সংস্কৃতি সবকিছু। একটা ব্যক্তিত্ব, সত্ত্বা বলে কথা আছে। এটা যেমন সত্য তেমনি জাতীয় সত্ত্বা বলে ও একটা কথা আছে। ব্যক্তি সত্ত্বায় আমি একটা মানুষ, সুন্দর সৃষ্টি, কিন্তু জাতীয় সত্ত্বায় আমরা একটা নেশান ষ্টেট বা রাষ্ট্র। জাতীয় সত্ত্বার গভীরে আমাদের আত্মা, যার অস্তিত্ব স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক। ইংরেজ আমলে ও সেদিনের পাকিস্তানী আমলে এই জাতীয় সত্ত্বাকেই তারা আঘাত হেনেছিল বলেই যেমন ইংরেজকে মানিনি তেমনি পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসনকেও আমরা মেনে নিতে পারিনি।

প্রশ্ন করেন ইয়াজদানী, ভাই অরুপ আমরা কোন কালচারে বিশ্বাসী। স্বদেশী, বিদেশী না প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রভাবে, যে কালচার সমৃদ্ধ সেখানে, না যেখানে আমাদের জীবনের সত্ত্বা স্বার্থকতা ও সাধনা নির্মিত হয়েছে সেখানে? অনেকেই বলবেন ওটা বাদশাহী খেলাফতী যুগ ওটা বর্তমানে অবাস্তব। আজ বিশ্ব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে—আজকের কালচার প্রগতিমুখী, ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচির বন্ধনে বাঁধা। পূর্বের মানুষ ঘটা করে আত্মীয় পরিজনে মিলে মুক্তাঙ্গনে চাঁদ সুলতানা, টিপু সুলতান ও তিতুমিরের যাত্রা দেখতেন, আর এখন মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে সমাজকে আর দশজনকে ফাকিদিয়ে ভিসিআর, লাল নীল রঙ্গীন ছবির নগ্ন-দৃশ্য দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যৌন আবেদন মুখী নগ্ন ছবি দেখতে আমাদের তরুন সমাজ বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার লাগাম ধরতে ছুটছে। তাই এদেশ হতে পল্লীগীতি, জারীগান, সারিগান, কীর্তন, কবিগানের বাউল, লালনগীতির, হাছান রাজার গানের সমাধির উপর ডিস্কোর মহিমা, পপের আবির্ভাব ঘটেই চলেছে। তাই টেলিভিশনে গানের

www.pathagar.com

চাইতে ঢং বেশী, সুরের চাইতে অসুরের প্রভাব দেখে অনেকেরই হাত তালি পড়ে, কিন্তু কেউ বলতে পারেন বিদেশে বৃটেনে মার্কিন মুলুকে চীন ও জাপানে এ দেশের গানের মর্যাদা কতটা দেয়া হয় ?

আমরা অনেক কিছু হারিয়ে পরের যা'কিছু আছে হাত পেতে নেবার মত স্বভাবের অনুকরণ করতে ভালবাসি। সিনেমার ছবিতে, গীতে গানে এই অনুকরণের প্রবনতা এদেশের কালচারকে ধ্বংস করেছে। ক্লাইভ যা চেয়েছিল, হেষ্টিংস কর্ণওয়ালীশ যা পারেনি, রাজা রাম মোহন, উইলিয়াম ক্যারী সাহেব যা পারেননি আমরা তা পেরেছি। ভিসিআরের প্রভাবে হয়তো কবে সিনেমা ঘরের দুয়ারে তালা বন্ধ হবে কে বলতে পারে ?

আমরা ঘটা করে স্বাধীনতার সবুজ লাল নিশান আকাশে উড়িয়েছি, কিন্তু মনের আকাশ দিগন্তে এখনও অতীতের কাল মেঘের ঘনঘটা, পোষাকে পরিবেশে ভিনদেশী বলে আজও গর্বকরি ও নিজের জীবন সত্ত্বা ও বিবেককে খর্ব করি।

বর্তমানে অপসংস্কৃতির ঢেউ উজ্জানে প্রবাহিত, টাই ও টুপির মোহ আজও আমাদের জীবনে পরগাছা হয়ে আছে। চীনের সত্তর কোটি মানুষের নেতারা গলাবন্ধ কোট নিয়ে বিদেশ ভ্রমন করেন, ব্রহ্মদেশ রেঙ্গুনের নেতারা জাতীয় পোষাক তপোন পরিধান করে নিজেদের কৃষ্টি রক্ষা করেন, পঞ্চাশ কোটি মানুষের নেতা জওয়াহের লাল নেহেরু চোস্ত পাজামা,ও টুপী পরে দেশ ভ্রমন করেছেন। নেপালের রাজা রাজ্য প্রধানেরা শেরওয়ানী ও টুপির গৌরব আজও ভুলেনি, অথচ ওরা এদেশে আসলে আমরাই টাই ও টুপী বা কেল্ট হ্যাটনিয়ে দেশের মানরক্ষা করি।তাই বলছিলাম দেশের ভৌগলিক স্বাধীনতার সাথে আমাদেরমানসিক মুক্তি ঘটেনি।

একদলে হিন্দুগণ যেমন মুসলমানদের লাল তুর্কী টুপিকে লাল বালতি বলে ঠাট্টা করতো মুসলমানেরাও তেমনি হিন্দুদের পৈতাকে গলায় দড়ি বলতে ছাড়েনি। কিন্তু এরা যখন বাইরে আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

অঙ্গনে পা বাড়িয়েছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ই উপেক্ষিত হয়েছেন সমানভাবে। ভারতের স্বাধীনতার পরে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতীয় প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত। পাকিস্তানের প্রতিনিধির মাথায় টুপী পরণে চোস্ত পাজামা ও গায়ে শিরওয়ানী আর ভারতীয় প্রতিনিধির পরণে ছিল ধুতি গায়ে প্রিন্স-কোট। ভোজ সভায় বিদেশী নারী পুরুষের চোখ চাওয়া চাওয়ি অনেক হয়েছিল এবং পরদিনই খবরের কাগজের যে কুটুক্তি ও কার্টুন ছবিসহ খবর বের হয়েছিল তার বক্তব্য ছিল – "অসাবধানতা বশতঃ পাকিস্তানী প্রতিনিধি প্যান্ট পরিতে ভুলিয়া গিয়া আণ্ডার ওয়্যার পরিয়াই আসিয়াছেন আর ভারতীয় অতিথি কোমরে একখানি বেডশীট জড়াইয়া বোধ হয় ব্যস্ততা হেতু মনের ভুলে ভোজসভায় আসিয়াছেন"।

এটা অবশ্যই ওদেশের চিন্তাধারায় অন্যায় নয় কারণ চোস্ত পাজামাকে আণ্ডার ওয়্যার বা ধুতিকে বেড কভার বলা ওদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ ওরা মহাত্মা গান্ধীকে হাফ নেকেড ফকির বলে তামাসা করতেন অথচ আমরা এতকাল পেরিয়েও সাতান্ন সালের মন ও মানসিকতার মোহে আচ্ছন্ন আছি। আজও পোষাকে পরিবেশে আমরা তাদের সভ্যতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

আমরা যা'নয় তাই নিয়ে গর্ব করি আবার যা আছে তাকে পরিহার করে খর্ব করি। এটা জীবনের চলমান গতির বিপরীত ধর্ম। এককালের প্রসিদ্ধ নাট্যকার দুর্গাদাস ব্যানার্জি একটি নাটকে নারী চরিত্রে পুরুষকে দিয়ে অভিনয় করতে আপত্তি করে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে, যে এতে পুরুষের মানসিকতা লজ্জা পাবে, আবার নারী চরিত্রের বিশেষ ধর্মকে অপমান করা হবে।

এইভাবে এদেশের মানুষের জীবন সম্পদ সাংস্কৃতিকে বণিক রাজ শুধু ধ্বংসই করেনি অতীতের মুসলিম শাসনের যুগকে হিন্দুদের জন্য এক নির্যাতিত ও নিপীড়নের ইতিহাস বলে প্রমান করতে কসুর

www.pathagar.com

করেনি--। তাই অতীতের ইতিহাসকে তারা অবলীলাক্রমে বিকৃত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি অমর ইতিহাস স্মৃতিকেই উল্লেখ করতে চাই। বিশ্ববাসী জানেন সম্রাট শাহজাহান তার পত্নী মমতাজ বেগমের সমাধিকে চির স্মরণীয় করে রাখতে মর্মর পাথর দ্বারা বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেছেন। যুগ যুগ ধরে কবি, সাহিত্যিক সম্প্রদায় এই তাজমহলের উপর প্রবন্ধ, কাব্য ও অজস্র গীত, গান রচনা করেছেন কিন্তু ভারতে দুই যুগ পূর্বেও কিছু ঐতিহাসিক আবিস্কার করেছিলেন যে আগ্রার তাজমহলের প্রতিষ্ঠাতা শাহজাহান নয়, মারাঠা প্রধান শিবাজী। কিছুকাল পূর্বে ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়াতে প্রবন্ধকার মিঃ পি. এম, ওক লেখেছেন—"উপ-মহাদেশের যাবতীয় বিখ্যাত গম্বুজ, মসজিদ ও সমগ্র স্থাপত্য কীর্তি মূলতঃ হিন্দু মন্দির হিসাবেই নির্মিত হয়েছিল পরে মুসলিম আধিপত্যকালে এর পরিবর্তন হয়। তাজমহল সম্পর্কে তার বক্তব্য" এটি আসলে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির ছাড়া কিছু নয়। সম্রাট শাহজাহান সেই সাবেক মন্দিরের রূপায়ন করেছেন মাত্র। মন্দিরের মূর্তি বিগ্রহ অপসারণ করে, মন্দিরের অভ্যন্তরে কবর খনন করে, সম্রাজ্ঞী মোমতাজকে সেখানে সমাধিস্থ করেছেন। সমাধির গাত্রে যে আরবী কোরানের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়েছে, তা অনেক পরের ঘটনা। অথচ সম্রাট শাহজাহানকে সাম্প্রদায়িক বাদশাহ হিসেবে চিহ্নিত করার ওক সাহেবের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশের খ্যাত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ইশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ ব্যক্তিগণও কখনও প্রতিবাদ করেননি। তাই বলছিলাম সময়ের সময়ের ধারাবাহিকতায় বণীক রাজাদের এই ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষার উপর মুসলিম কৃষ্টি কালচারের উপর যে শানিত আস্ত্র চালনো হয়েছে এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের, উপর হিন্দু মনের বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করা যা তারা করেছেন বঙ্কিম চন্দ্র, বসন্ত চাটার্জির

www.pathagar.com

কলমের সাহায্যে। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়. বাংলার তৎকালীন রাজনীতিবিদ দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন শরৎ চন্দ্র বসু, বৈজ্ঞানিক আচার্য্য পি, সি, রায়, নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের প্রতিবাদের মাধ্যমে। রাজশাহীর ঐতিহ সিক অক্ষয় কুমার মৈত্র কোম্পানীর কলঙ্ক কাহিনী, অন্ধকূপ হত্যার আবরণে ঢেকে. জলওয়ে মনুমেন্ট নির্মিত করে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রকে বিকৃত করে, যে কলঙ্কের ইতিহাস লেখেছিলেন সত্যের সাধক ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র তা' খণ্ডন করে অন্ধকূপ হত্যার রহস্য উদঘাটন করেছেন। দেশবন্ধু শরৎ চন্দ্র বসু. সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেবের সাথে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথ নির্দেশে কংগ্রেসকে তথা মহাত্মা গান্ধীকে এই ঐক্যের প্রয়োজন অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে, আসামের বরদুলই. পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ও শ্যামাপদ মুখার্জির অশুভ প্রভাবে বাংলার হিন্দু মুসলিম ঐক্যের শেষ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেস হতে পদত্যাগ করেছেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইংরেজের ভেদ নীতিকে পরিহার করে, হিন্দু মুসলিম এক জাতি হিসাবে দুর্বার শক্তি অর্জনে বার বার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই বলছিলাম এদেশে একতরফা-ভাবে. বিনা প্রতিবাদে কিছু হয়নি কিন্তু শাসনদণ্ড যার হাতে, সেই ইংরেজ এই একতার সৃষ্টি পথ রুদ্ধ করে দিয়ে, হিন্দু মুসলীম জাতীয় মহামিলনের কোন সুযোগ হতে দেননি নিজেদেয় প্রয়োজনে. কারণ তারা শোষণ করতে এসেছিল শাসনের নামে, অকাতরে জমিদারী খেতাব বিতরণ করে এক শ্রেণীকে করেছিল শক্তিমান ও ভাগ্যবান, অপরদিকে ছয়শত বছরের বাদশাহী শাহী সোলতানাত যারা ভোগ করেছেন তাদের ধন সম্পদ বিত্ত বিভব লাখেরাজ সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে তাদেরকে পথে বসিয়ে তবেই তারা অভিনন্দন লাভ করেছিলেন. ফিরে পেয়েছিলেন সৌভাগ্যের চরম উপহার "রুল বৃটেনীয়া, রুলস দি অয়েভ।" শুধু রাজ্য নয় বৃটেন সাত সাগরের

www.pathagar.com

ঢেউকে পর্যন্ত শাসন করার অধিকার পেয়েছিল, এ দেশের বনিক রাজের সহযোগী শ্রেণী সম্প্রদায় স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মুখে সঙ্গীত তুলে দিয়েছিলেন "গড সেভ আওয়ার গ্রেশাস কিং, গড সেভ দি কিং"। শুধু তাই নয় বৃটেনের রাজ্যে সূর্যাস্ত যায় না এই মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন এদেশেরই প্রতিভাজন সম্প্রদায় একশত নব্বই বছর ধরে। কিন্তু তারপর আসহাবে—কাহাফেরই মতই তারাও একদিন জাগলো হাতে তুলে নিল নিশান—এবারের দাবী—বৃটিশ তুমি ভারত ছাড়ো-বিদেশী পন্য বর্জন করো। এতদিনে তারা ফকির বিদ্রোহের ইতিহাস, দুধু মিয়ার লড়াই, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কাহিনীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেই এ উপ-মহাদেশের স্বাধীনতার নামে সংগ্রামে নামলেন খুদী রামের ফাঁসি, কানাইলালের দণ্ড তাদের পথ নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু এ দীর্ঘ দুইশত বছরের যে কলঙ্কময় কাহিনী, যে অবাঞ্ছিত ইতিহাস তার গতিরোধ করতে পারলোনা—পারলোনা মনের বিবেক বুদ্ধির পরাজয়কে মেনে নিতে কারণ দীর্ঘ দিনের অবিশ্বাস, মানসিক বিকৃতি তাদের মিলনের সূত্রটি এতদিনে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

পরিণামে ভারত উপ-মাহদেশ দুইটি জাতির জন্য পৃথক স্বাধীনতা লাভ ঘটে, দীর্ঘদিনের বিচ্ছিনতা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় চরমভাবে ভারত ও পাকিস্তানের দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল আজ হতে ৩৬ বছর পূর্বে।

কিন্তু বাংলাদেশের—তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতা আবার উপনিবেশীক শাসন ও শোষণের শিকল ভেঙ্গে, রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১ সালে। প্রকৃত পক্ষে এই আন্দোলন ১৭৫৭ সালের ধারাবাহিকতায় প্রায় তিনশ বছরের সংগ্রামেরই ফল।

এইভাবে ১৭৫৭ সালে বংলা, বিহার, উড়িষ্যার পরাজয় শেষে ইংরেজের রাজ্য বিস্তার, গোটা ভারতবর্ষ নিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

www.pathagar.com

কিন্তু কালের গতিধারায় ১৯৮৫ সাল পেরিয়ে ১৯০৬ সালের মুসলিম শক্তির সংহতির কাল হতে যে স্বাধীনতার জন জাগরণ ঘটে তার পরিসমাপ্তি আসে ১৯৪৭ সালে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও যে মন ও মানসিকতা, যে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, কালের অবক্ষয়ে আমরা হারিয়েছি তা আর আমাদের জীবনে ফিরে আসেনি।

ইয়াজদানী প্রশ্ন করেন তাহলে আমরা ভৌগলিক বৃত্ত সীমানায় স্বাধীনতা লাভ করলেও মন ও মানসিকতার দিগ দিগন্তে আজও স্বাধীনতা লাভ করেনি। এটা ঐতিহাসিক সত্য কথা। একটা দেশ ও তার মানুষ স্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে, তার ভাষা, সাংস্কৃতিক জীবন ধারা ও কৃষ্টির স্বীকৃতির মাধ্যমে। আমরা বাংলাদেশী, আমাদের জাতীয় জীবনে এসব চিন্তা ও চেতনার অবক্ষয় যা শুরু হয়েছিল অতীতের পরাজয়ের মাধ্যমে তা আজও আমাদের জ্ঞান বিবেক ও অনুশীলনে সে ঐতিহ্য আমরা ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত অপরিহার্য। মার্কিন ও ইংরেজদের ভাষা ইংরেজী। এককালে ইংরেজীকে কিংগস্ কালচার বলা হতো এবং ইংরেজী ছিল বিশ্বের সব কয়টি দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ। কিন্তু তবুও মার্কিনীদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র সাহিত্য বিকাশের প্রয়োজন দেখা দিল। মার্কিন সাহিত্যিক ইমারসন ইংরেজী ভাষা অনুকরণ বা বর্জন করতে ঘোষণা করে বললেন, "আমরা মাথায় না দাঁড়াইয়া পায়ে দাঁড়াইতে চাই"। সাহিত্যিক জার ট্রুডু বললেন, আমরা মার্কিনী ইংরেজীর বদলে অন্য ভাষা গ্রহণ করতে চাই না আমরা চাই ইংরেজীর মাধ্যমেই মার্কিনী সাহিত্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। তারা এ আন্দোলন করে দেড়শত বছর পরে নিজেদের কৃষ্টি অর্জনে সফল হয়েছিলেন।

আমরাও বাংলাদেশী মানুষ স্বাধীনতার মূহুর্তে, পশ্চিমবঙ্গ হতে

www.pathagar.com

বিভক্ত হয়েছি। প্রায় ৫০ লক্ষ পশ্চিম বাংলার ভাষাভাষি মানুষ এদেশে হেজরত করেন, তাছাড়া উর্দ্দু ভাষাভাষি মানুষ দশ লক্ষ এদেশে এসে আশ্রয় নেন ফলে আমাদের দেশের কথা ও লোক সাহিত্যের উপর মিশ্র প্রভাব এসে পড়ে যার ফলে আমাদের সাহিত্য কৃষ্টির স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে একটা জগা খিচুড়ী ভাষার মিশ্রণ ঘটে এবং এই ভাবেই আমাদের ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি ক্রমেই আপন বৈচিত্র হারিয়ে এমন একটি জাতীয় জীবনের সৃষ্টি করেছে যেখানে কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ঘৃন্য দেশাচার অবাঞ্ছিত লৌকিকতা, নৈতিকতা বিবর্জিত মন ও মানষিকতা গড়ে উঠেছে যার পরিণামে আমাদের সমাজ জীবন আদর্শহীন অবাস্তব স্বপ্ন বিলাসী বিদেশী অনুকরণে এই অবাঞ্ছিত পরিণাম হয়ে দাড়িয়েছে।

* * * * *

সত্য ইতিহাস আমাদের চলার পথ চিহ্নিত করেছে।

১৯৩০ সালে ২৯ শে নভেম্বর লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে মওলানা মোহাম্মদ আলীর স্মরনীয় ভাষণ "স্বাধিনতার সারবস্তু হাতে নিয়ে যেতে পারলেই শুধু আমি আমার দেশে ফিরে যেতে চাই, অন্যথায় আমি গোলামের দেশে ফিরে যাবনা। বিদেশেও আমি মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করবো আর যদি আপনারা ভারত বর্ষে আমাদের স্বাধিনতা নাই দেন, তাহলে আপনাদের এখানেই আমাকে দিতে হবে কবর" যার শ্লোগান সাত সাগর পেরিয়ে এদেশে ভেসে এসেছিল এই বলে "ফিরিবনা আর অধীন ভারতে হয় স্বাধীনতা অথবা গোর"

সেদিন স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি কিন্তু লণ্ডনের হাইড পার্ক হোটেলে ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সিংহ পুরুষ মওলানা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব মুসলিম বিবেক হয়েছিল শোকাহত, সারা ভারত বর্ষ নিয়ে হয়েছিল শোক মিছিল, আর লণ্ডনের ওনিং মসজিদ প্রাঙ্গনে তার মরদেহ সমহিত করার উদ্যোগ নিলে, মুসলিম দেশের

www.pathagar.com

প্রতিনিধীরা সমবেত হয়ে মওলানার মরদেহ নিয়ে সমাধিস্থ করেছিলেন পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দেসে, মস্‌জিদুল আক্‌সার পবিত্র অঙ্গনে। আজও ভারতের মুসলিম চেতনার অগ্রদূত বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষের আত্মা দারুল আমানে সমাধিস্থ হয়ে নকী আওলীয়ার দেলে তাদেরই রুহ মুবারকের সাথে অমর হয়ে আছে। ভারতীয় মুসলিমকে বিদেশী শাসন মুক্ত করার তার প্রেরণা, তাঁর ভাষণ, তাঁর "কম্‌রেড" পত্রিকার বজ্র লেখনী তাকে চিরঞ্জীব করেই রেখেছে।

কার্লমার্কস তাঁর লিখিত প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭ হতে ১৮৫৯ শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "ভারত সাম্রাজ্যের কোন লিখিত বা জানা ইতিহাস নাই তবে ভারতে পর্য্যায়ক্রমে একেরপর এক বাহির হইতে পরাক্রমশালী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তারা অপ্রতিরোধী শক্তিদ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তিতে আঘাত হেনেছে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ধন্য হয়েছে। মহা-মোঘলদের ক্ষমতা ভেঙ্গেছিল মোঘল শাসন কর্তারা নিজেই, তাই তাদের ক্ষমতা হরণ ও চূর্ণ করেছিল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা হরণ করেছিল আফগানেরা, এবং এইভাবে সকলেই যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ও কলহে লিপ্ত ছিল তখনই সুচতুর ইংরেজ ভারতে অনুপ্রবেশ করে সহজেই স্থায়ী সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল" এদেশটা বিভিন্ন জাতীয় ও শ্রেণী ধর্মের জন্যই বিভক্ত ছিলনা। এদেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ছাড়াও ছিল বহুজাতি, উপজাতি। বর্ণাশ্রম ও তথশীলি সম্প্রদায়. হিন্দুদের মধ্যে শ্রমভেদ স্পর্শকাতরতা ছিল যার জন্য-একক শক্তি হিসাবে ভারতবাসী কখনই সংগঠিত হতে পারেনি এবং এই সুযোগের সদব্যবহার করেছে বিদেশী শাসক এবং ভারতবাসী এই একই মাত্র কারণে বাহিরের শক্তির কাছে হয়েছে পরাজিত।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বাবর ভারতে পশ্চিমাঞ্চলের অধিপতি দৌতলখান লোদী পাঞ্জাবের স্বাধীন সম্রাট। সুম্যরা, সিন্ধুতে, লাঙ্গারা, মুলতানে

www.pathagar.com

সোয়াত রাজ্যে ইউসফ জাই ইত্যাদি সহ সকলেই স্বাধীন। সুলতান জয়নুল আবেদীনের রাজ্য তখন কাশ্মীরে।

পাঞ্জাবের দৌলত খান লোদী দিল্লীর শাহ এব্রাহীম লোদীকে দেশ আক্রমনে আমন্ত্রণ জানালেন, আহবান জানালেন মেবারের রানা সিংহ। কিন্তু সুচতুর বাবর এ আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না কারণ এটা ছিল তাদের যৌথ উদ্যোগে একটি চরম ষড়যন্ত্র। দশবৎসর পরে দিল্লীশ্বর পানিপথের যুদ্ধে দৌলতখাঁকে পরাজিত করেন ও তাকে নিহত করেন। মেবারের রানা বাবরের বিরুদ্ধে আবার সম্মিলিত শক্তি বাহিনী গড়ে তুলতে গেলে সম্রাট বাবর খানুয়ার যুদ্ধে রানা ও আফগান শক্তিকে শোচণীয় ভাবে পরাজিত করেন। এখানেই ভারতে হিন্দু রাজ্য স্থাপনের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়—"দেশ ও কৃষ্টি" প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৯—৪০, লিখক ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম" এরপরেও আবার শিখ ও রহিন্দু রাজ্য স্থাপণের প্রয়াস ও উদ্যোগ আসে, কিন্তু শিখেরা নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভে সাড়া দিলনা কিন্তু উপজাতি সম্প্রদায় যথা বুলেন্দা, জাঠ সৎনামি ইত্যাদি মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে আবার মাথা চাঁড়া দেয়। কিন্তু মোঘল সম্রাটেরা তখন নিজেরাই মতানৈক্যর কারণে দুর্বল, বিচ্ছিন্ন এবং এই সুযোগে শিবাজীর বাহিনী বর্গী নামে লুট রাহাজানিতে সমগ্র দেশ এমনকি বাংলাদেশ পর্য্যন্ত ত্রাস সৃষ্টি করে যার কারণে দেশের মানুষ দুর্বল শাসনের আওতা হতে মুক্তি কামনা করতে থাকে। ফরাসী ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সঙ্কোটের সুযোগ গ্রহন করে। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্য রাজ নাদির শাহ দুর্বল মোঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে পরাজিত করে দিল্লী লুট করে।

তখন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম খুবই অসহায়। এই সঙ্কোট মুহর্ত্তে আফগানিস্থানের শাসনকর্তা আহাম্মদ শাহ আবদালী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব, মুলতান ও কাশ্মীর দখল করে দিল্লী লুট করে। একই সময়ে ইং-ফরাসী বানিজ্যিক দ্বন্দে লিপ্ত হয়, ইংরেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে

www.pathagar.com

ও বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পার্শ্বঘরে বিশ্বসঘাতক রায়দুর্লভ, মীরজাফর, জগতশেঠ ও ঘোসেটি বেগমের সান্নিধ্যে এসে বাংলার মসনদ হতে সিরাজকে বিতাড়িত করার সুযোগ লাভ করে। এর পরের ইতিহাস ১৭৫৭ সালের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি নিসপ্রয়োজন। তাই এদেশে সম্রাট ও শাসনের সংঘাত ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বিদেশীরা এদেশে এসেছে-রাজ্যবিস্তার করেছে যার পরিণামেই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়- যেটা একান্তই যুদ্ধের পরিণাম নয়—প্রতারণা ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনার বিজয় বলা যেতে পারে। মূল ষড়যন্ত্র মীরজাফর আলী খাঁকে কেন্দ্র করে ইতিহাস গড়ে উঠলেও এর আড়ালে ছিল ধন কুবের জগতশেঠের উৎসাহ রাজা রায়দুর্লভের নবাবী লাভের লালসা কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করেই সেদিনে ভাগ্যহারা, ঘৃণিত মীরজাফরকেই মস্নদে বসিয়েছিল কারণ তখন তার সমর্থনে দেশের মানুষ এমনকি উমিচাঁদ জগতশেঠের দলও সহযোগিতা করেননি। এই কুটনীতির চালে পরবর্তী কালে সিরাজের ষড়যন্ত্রকারিরা সকলেই প্রতারিত হয়েছিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সংশয় ও বিরুপ প্রতিক্রীয়া রোধ করতে অন্ধকূপ হত্যার কাল্পনিক কাহিনী কলিকাতায় হলওয়ে মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে গোটা জাতিকে ক্লাইভ কোম্পানী প্রতারিত করেছিল। এ ঘৃণীত মিথ্যা ইতিহাসকে খণ্ডন করে রাজশাহীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার হত্যা ও পরিণামের উপর অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে দেশবাসীকে প্রকৃত ইতিহাসের কথা শুনিয়েছেন।

আমাদেরকে আবার দূর অতীতের মানসিকতা-খালেদ তারেক মুসার তেজোদৃপ্ত মন নিয়ে সত্যের ও স্বভাব সুন্দর জীবনের দুয়ার খুলে দিতে হবে বিদেশী আকিদা আচার আচরণকে বর্জন করে সেই অতীতের সুন্দর জাতি গড়ে তুলতে দিগ্ দিগন্তে প্রসারিত অপসংস্কৃতির অসদাচারনের যে প্রাচীর কালের গতিধারায় গড়ে উঠছে সেটাও

www.pathagar.com

২ লাইনে জীবনাভিনয়, ১১৭ পাতার ২৪ লাইনে আবিদুস স্থলে আবদুস, ১১৯ পাতার ১৬ লাইনে আমির স্থলে আম, ১২১ পাতার ৮ লাইনে অনন্ত স্থলে অন্তরে, ১২১ পাতার ১৯ লাইনে সমর স্থলে সমরখন্দ, ১২২ পাতার ৩ লাইনে পারিনি স্থলে পারেনা, ১৩৩ পাতার ৭ লাইনে জোকটা স্থলে জোতটা, ১৩৪ পাতার ১৫ লাইনে তা স্থলে তা হলে, ১৩৭ পাতার ২৫ লাইনে গুলের স্থলে তুলে, ১৪৩ পাতার ১১ লাইনে করছে স্থলে করতে, ১৫১ পাতার ১১ লাইনে দেহরহা স্থলে দেহ রক্ষা, ১৫ পাতার ৬ লাইনে ড্রেবা স্থলে ড্রেক, ১৫৭ পাতার ২৩ লাইনে রায়ের স্থলে জয়ের, ১৫৭ পাতার ২৪ লাইনে পডমিরাল স্থলে এডমিরাল, ১৬০ পাতার ১ লাইনে অভিমত স্থলে অভিজাত এবং ২৫ লাইনে তরাম্বিব স্থলে তরবারীতে, ১৬৬ পাতার ১৩ লাইনে দেখেছিলেন স্থলে লিখে ছিলেন, ১৬৭ পাতার ২২ লাইনে বাস্ত স্থলে বস্থি, ১৭৮ পাতার ৪ লাইনে রাজ দস্তরূপে এবং ২৪ লাইনে হচ্চেন স্থলে হচ্ছেন, ১৮৩ পাতার ১৭ লাইনে অছিমুল্লাহ স্থলে সলিমুল্লাহ, ১৯৭ পাতার ২৪ লাইনে ওনিং স্থলে ওকিং, ১৯৮ পাতার ৪ লাইনে নকী স্থলে নবী, ১৯৮ পাতার ৫ লাইনে দেলে স্থলে দেশে এবং ২১ লাইনে শ্রমভেদ স্থলে শ্রেণীভেদ পড়তে হবে।

---

www.pathagar.com

দিগ্-দিগন্ত

মুহম্মদ আবদুস সামাদ